কুরআন হাদীসের আলোকে কিয়ামতের আলামাতসমুহ

Research And Masayel

Submitted by: Rahma Ifrah   Batch No 202   Roll No 20202551

সুচিপত্র

লেখকের কলাম

.

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

শুরু করছি আর রাহমান,আর রাহিমের নামে। যিনি সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বজ্ঞানী। যিনি কলম সৃষ্টি করেছেন এবং মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন পড়তে।

সেই ইলম আহরণের ক্রমধারায় ইসলামিক অনলাইন মাদরাসায় আলিম কোর্সের ৬ষ্ঠ সেমিস্টারে রিসার্চ এবং মাসায়েল বিষয়ের অধীনে আমি কুরআন হাদীসের আলোকে কিয়ামতের আলামতসমূহ শীর্ষক এসাইনমেন্টটি নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। মহান রবের প্রতি অগণিত শুকরিয়া আমাকে এত তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রসংগে আলোচনা করার তৌফিক দেওয়ার জন্য।

এই এসাইনমেন্টটিতে যা কিছু কল আছে তা আমার অতি দয়ালু পালনকার্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন, ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে যেন, এর মধ্যে যা কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে তা নিজের এবং অপরের দুনিয়ার জীবনে প্রয়োগ করার দুয়ার খুলে দেন, মৃত্যু

পরবর্তি জীবনে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন।

রাহমা ইফরাহ

ইমেইল: ifrahrahmah@gmail.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আকাশ-যমীনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর জন্য। যিনি জীবন-মরণের একমাত্র মালিক। তিনি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য এবং সীমা লংঘণকারীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে সমস্ত মাখলুকের মৃত্যু ও পুনরুত্থান অবধারিত করেছেন। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর বংশধর ও সৎকর্মশীল সাথীদের উপর।

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এ পৃথিবীতে আগমণ করেছি। তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা আবার এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো। একদল আসছে, অন্য দল বিদায় নিচ্ছে। মানব জাতির এ আগমণ-প্রস্থানকে সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে তুলনা করা চলে। এক ঝাঁক ঢেউ সমুদ্র সৈকতে এসে শেষ হয়। তার পিছ ধরেই আরেক ঝাঁক ঢেউ আগমণ করে এবং তীরে এসে শেষ হয়।

এমনি চলমান নদীর সাথে মানুষের চলার গতির যথেষ্ট মিল রয়েছে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আপনি এখন যে পানি অবলোকন করছেন সেটি একটু আগে বয়ে যাওয়া পানি নয়। অথচ নদী সেটিই। এমনিভাবে বর্তমান পৃথিবীতে আপনি যাদের সাথে বাস করছেন, তাদের কেউ পাঁচ শত বছর পূর্বের মানুষ নয়। তারা এ পৃথিবীতে আপনার মতই বসবাস করেছিল। তারা চলে যাওয়ার পর আপনি এখন তাদের স্থান দখল করে বসেছেন। আপনিও চলে যাবেন। আপনার স্থানে অন্যরা আসবে।

মানব জাতির চলার এ গতি একদিন থেমে যাবে। সেদিন পৃথিবীতে বসবাসরত সকল মানুষ একসাথে নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। রাতের তারকাগুলোর আলো নিভে যাবে। সাগরের ঢেউ থেমে যাবে। নদ-নদীর পানি শুকিয়ে যাবে।

এখানেই শেষ নয়; বরং এটি মানব জাতির একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমন মাত্র। অচিরেই এমন একদিন আসবে যেদিন আমরা সবাই নতুন এক জগতে ফিরে যাবো। সেখানে আমাদের সকল কাজের হিসাব নেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

(وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)

“আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। তখন যে যা অর্জন করেছে তা সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে। আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবেনা”। (সূরা বাকারাঃ ২৮১)

এই দিনকে কুরআনের ভাষায় বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও আখেরাত দিবস, কোথাও বিচার দিবস, কোথাও মহান দিবস, কোথাও কিয়ামত দিবস, মহাপ্রলয় ইত্যাদি। কুরআন মাযীদের এমন পৃষ্ঠা খুব কমই পাওয়া যাবে, যেখানে পরকালের অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের কথা আলোচিত হয়নি। কারণ কিয়ামত দিবস এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন। কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং আখেরাতের শাস্তি কিংবা নেয়ামতের উপর বিশ্বাসই মানুষকে সকল প্রকার কল্যাণের পথে নিয়ে যায় এবং সকল অন্যায় পথ হতে বিরত রাখে।

এ জন্যই পবিত্র কুরআনে বারবার কিয়ামত দিবসের কথা আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের চরিত্র সংশোধনের জন্যে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে পরকালের প্রতি ঈমানের যে প্রভাব রয়েছে, মানব রচিত কোন বিধানেই তা খোঁজে পাওয়া যাবেনা। এজন্যেই যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যে ব্যক্তি তাতে বিশ্বাস করেনা তাদের উভয়ের চরিত্রে আকাশ-পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

কিয়ামতের আলামতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আখেরাতের উপর ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআন ও সুন্নাহর অনেক স্থানে আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনার পরেই আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বলা হয়েছে এবং কিয়ামতের আলামতগুলোও বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে কিয়ামতের ছোট-বড় সকল আলামত মুখস্থ করিয়েছেন। সাহাবীগণ তা শিখেছেন এবং তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এই ছোট খেদমত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবূল করেন এবং বইটির রচনা ও প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমীন

কিয়ামত কাকে বলে?

কিয়ামাত (القيامة) শব্দটি (قام) ক্রিয়া থেকে গৃহীত। এর অর্থ দাঁড়ানো বা উত্থিত হওয়া। সাধারণত মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানকে একত্রে 'কিয়ামত' বলা হয়। অনেক সময় সামগ্রিকভাবে পরকালীন জীবনকে 'কিয়ামাত' বা 'কিয়ামত দিবস' বলা হয়।

وتطلق في عرف الشرع على يوم موت الخلق وعلى يوم قيام الناس لرب العالمين
(روح المعانى-5\122)

শরীয়তের পরিভাষায় "কিয়ামত" বলা হয় ঐ দিনকে, যেদিন সৃষ্টিকুল ধ্বংস হবে, এবং সেইদিনকে বলে, যেদিন লোকেরা তার রবের সামনে দাঁড়াবে।

[রূহুল মাআনী-৫/১২২]

আরবীতে কিয়ামতকে -'الساعة- ' বলা হয়, যার অর্থ মুহূর্ত। কারন কিয়ামত- মুহুর্তের মধ্যে আপতিত হবে। এক নিনাদে সকল কিছুর প্রানহানি ঘটবে।

তথ্যসূত্রঃ https://ahlehaqmedia.com/11559/ বইঃ মহাপ্রলয়

কিয়ামত কখন হবে?

কিয়ামত কখন হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। এ বিষয়টি ইলমুল গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্গত। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য দলীল রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে বেশী বেশী আলোচনা করতেন। তাই লোকেরা তাঁকে কিয়ামতের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করতো। তিনি তাদেরকে সংবাদ দিতেন যে, কিয়ামতের বিষয়টি একটি গায়েবী বিষয়। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে অবগত নয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

(يَسْأَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)

“তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে, কিয়ামত কখন প্রতিষ্ঠিত হবে? আপনি বলে দিন যে, এই বিষয়ে আমার প্রতিপালকই জ্ঞানের অধিকারী। শুধু তিনিই কিয়ামতকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করবেন। আকাশ রাজ্যে ও পৃথিবীতে তা হবে একটি ভয়াবহ ঘটনা। তোমাদের উপর তা হঠাৎ করেই চলে আসবে। এমনভাবে ওরা আপনাকে প্রশ্ন করছে আপনি যেন এ বিষয়ে সবিশেষ অবগত। অর্থাৎ তারা এটা মনে করে আপনাকে প্রশ্ন করছে যে, আপনি কিয়ামতের সময় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। অথচ এ বিষয়ে আপনার কোন জ্ঞান নেই আপনি বলে দিন যে, এ সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা।” (সূরা আরাফঃ ১৮৭)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

(يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنْ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا)

“লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুনঃ এর জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছেই। আপনি এটা কি করে জানবেন সম্ভবত কিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে!”। (সূরা আহযাবঃ ৬৩)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

(يَسْأَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا)

“তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত সম্পর্কে যে, ওটা কখন ঘটবে? এর আলোচনার সাথে আপনার সম্পর্ক কি? এর চরম জ্ঞান আছে আপনার প্রতিপালকের নিকটেই”। (সূরা নাযিআতঃ ৪২-৪৪)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ *“কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে”*। (সূরা লুকমানঃ ৩৪)

উপরোক্ত আয়াতগুলো এবং অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ দিচ্ছেন তিনি যেন কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারীদেরকে বলে দেন, কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর

কাছেই। তিনিই তার সঠিক সময় সম্পর্কে অবগত আছেন। আসমান-যমীনের কারো কাছে কিয়ামতের কোন জ্ঞান নেই।

তথ্যসূত্রঃ https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=21&chapter=3066

কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় গোপন রাখার রহস্যঃ

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের সঠিক সময় কাউকে অবগত করেন নি। উদ্দেশ্য হলো মানুষ যাতে সবসময় সতর্ক থাকে , পরকালের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং সর্বদা সৎকাজে লিপ্ত থাকে।

دَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِّيْ أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ مَعَهُمْ بِحُبِّيْ إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –কে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামাতের জন্য কী জোগাড় করেছ? সে বলল, কোন কিছু জোগাড় করতে পরিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। তখন তিনি বললেন, তুমি তাঁদের সঙ্গেই থাকবে যাঁদেরকে তুমি ভালবাস। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –এর কথা দ্বারা আমরা এত আনন্দিত হয়েছি যে অন্য কোন কথায় এত আনন্দিত হইনি। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –কে ভালবাসি এবং আবূ বাক্‌র ও ‘উমার (রাঃ)-কেও। আশা করি তাঁদেরকে আমার ভালবাসার কারণে তাদের সঙ্গে জান্নাতে বসবাস করতে পারব; যদিও তাঁদের ‘আমলের মত ‘আমল আমি করতে পারিনি। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৪১৩, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৪২০) হাদিসের মান : সহিহ।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

نَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ [٢٠:١٥]

কেয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে।
[সূরা ত্বহা-১৫]

তথ্যসূত্রঃ Search Authentic Hadiths | iHadis.com

ক্বিয়ামতের আলামত অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

১. ক্বিয়ামতের আলামতের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের পরিচয়: ক্বিয়ামতের আলামতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আখেরাতের উপর ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আবশ্যক। কারণ কোন ঘটনার পূর্বে তার সময়কাল জানা গেলে সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়। অধিক নেক আমল করার মাধ্যমে নিজেকে জান্নাতের জন্য প্রস্তুত করা যায়।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, *ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তোমরা নেক আমলের প্রতিযোগিতা কর, (তাহ'ল) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া অথবা ধোঁয়া অথবা দাজ্জাল কিংবা দাববাতুল আরয, মানুষরূপী পশু অথবা তোমাদের কারো খাছ বিষয় (অর্থাৎ মৃত্যু) ও আম (ব্যাপক) বিষয় অর্থাৎ ক্বিয়ামত'। [মুসলিম হা/২৯৪৭; মিশকাত হা/৫৪৬৫]*

২. দ্বীনের উপরে সুদৃঢ় থাকার উপায়: ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, *'অন্ধকার রাতের মত ফিৎনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হ'লে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হ'লে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে' [মুসলিম হা/১১৮; মিশকাত হা/৫৩৮৩]*

৩. আল্লাহর ইবাদত ও নেক আমলে উদবুদ্ধ করে : ক্বিয়ামতের আলামত ইবাদত পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এমনকি যখন অবস্থা করুণ হবে ও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চলবে তখনও সৎ লোকেরা ইবাদত পালনে লিপ্ত থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, *ফিতনা-দুর্যোগের সময় ইবাদত করা আমার নিকট হিজরত করার সমতুল্য। [মুসলিম হা/২৯৪৮; মিশকাত হা/৫৩৯১]*

এছাড়া ক্বিয়ামতের আলামতের জ্ঞান মানুষকে নেক আমল করতে উৎসাহিত করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, *'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম বা শেষ দশ আয়াত পাঠ করবে সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে রক্ষা পাবে'।* [*মুসলিম হা/৮০৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৭২*]

যখন কোন ব্যক্তি জানবে ক্বিয়ামত নিকটে এবং দাজ্জালের আগমন সন্নিকটে তখন সে এই আয়াতগুলো পাঠ করবে এবং অর্থ অনুধাবন করবে। সে ফিৎনা থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, *'শীঘ্রই ফিতনার রাশি আসতে থাকবে। ঐ সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম (নিরাপদ), দাঁড়ানো ব্যক্তি পদাচারী ব্যক্তি হ'তে অধিক রক্ষিত আর পদাচারী ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিপদমুক্ত। যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে চোখ তুলে তাকাবে ফিতনা তাকে গ্রাস করবে। তখন যদি কোন ব্যক্তি তার দ্বীন রক্ষার জন্য কোন ঠিকানা অথবা নিরাপদ আশ্রয় পায়, তবে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত হবে। [বুখারী হা/৩৬০১; মুসলিম হা/২৮৮৬; মিশকাত হা/৫৩৮৪*]

৪. মানুষের সীমিত জ্ঞানের প্রমাণ: ক্বিয়ামতের আলামত শিক্ষা দেয় যে, মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ক্বিয়ামত কখন ঘটবে কেউ বলতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'*তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে ক্বিয়ামত কখন হবে? বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। তার নির্ধারিত সময় কেবল তিনিই প্রকাশ করে দিবেন। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে সেটি হবে একটি ভয়ংকর বিষয়। যা তোমাদের নিকটে আসবে আকস্মিকভাবে' (আ'রাফ ৭/১৮৭)*।

৫. ঈমান বৃদ্ধির কারণ : ক্বিয়ামতের আলামত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাওয়া মুমিনের ঈমানকে বৃদ্ধি করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

'*এটা তো তাই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। আর এটি তাদের ঈমান ও আনুগত্যকে আরও বৃদ্ধি করল' (আহযাব ৩৩/২২)*।

ক্বিয়ামতের আলামত লোকদের হালাল উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ রাসূল (ছাঃ) এব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, ক্বিয়ামতের পূর্বে ব্যাপক হারে সূদ প্রকাশ পাবে।[*ছহীহুত তারগীব হা/১৮৬১; ছহীহাহ হা/৩৪১৫*] তিনি আরো বলেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ অবশ্যই আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে কিভাবে সে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল উপায়ে না হারাম উপায়ে।[*বুখারী হা/২০৮৩; মিশকাত হা/২৭৬১*]

৬. নির্লোভ হওয়ার ও অল্পে তুষ্ট থাকার শিক্ষা: ক্বিয়ামতের আলামত মানুষকে লোভ ত্যাগ করতে ও অল্পে তুষ্ট থাকতে শিখায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, *ক্বিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফুরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পাহাড় বের করে দেয়। লোকেরা এ নিয়ে যুদ্ধ করবে এবং একশতের মধ্যে নিরানববই জন মৃত্যুবরণ করবে। তাদের সকলেই বলবে, আমার মনে হয় আমি জীবন্ত থাকব।[মুসলিম হা/২৮৯৪; মিশকাত হা/৫৪৪৩*]

হারিছ ইবনু নওফল (রহঃ) বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে মানুষ পার্থিব সম্পদ উপার্জনের কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে। আমি বললাম, হ্যাঁ, ঠিকই। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, অচিরেই ফোরাত তার মধ্যস্থিত স্বর্ণের পাহাড় বের করে দিবে। একথা শুনামাত্রই লোকজন সেদিকে চলতে আরম্ভ করবে। সেখানকার লোকেরা বলবে, আমরা যদি লোকদেরকে ছেড়ে দেই তবে তারা সবই নিয়ে চলে যাবে। এ নিয়ে তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং এতে একশতের মধ্যে নিরানববই জন লোকই নিহত হবে। বর্ণনাকারী আবু কামেল (রহঃ) তার হাদীছে উল্লেখ করেছেন যে, আমি ও উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হাসসানের কিল্লার ছায়ায় দাঁড়ানো ছিলাম।[*মুসলিম হা/২৮৯৫*]

৭. বিধর্মীদের সাদৃশ্য অবলম্বন থেকে বিরত থাকা : ক্বিয়ামতের আলামত আমাদের ইহুদী-খৃষ্টানদের সাদৃশ্য পোষণ থেকে দূরে রাখে এবং স্বতন্ত্র ইসলামী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হ'তে সহায়তা করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামত ক্বায়েম হবে না যে পর্যন্ত না আমার উম্মত পূর্বযুগের লোকেদের নীতি পদ্ধতিকে আচার-অভ্যাসকে

বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে গ্রহণ না করবে। বলা হ'ল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! পারসিক ও রোমকদের মত কি? তিনি বললেন, এরা ছাড়া মানুষের মধ্যে অন্য আর কারা?[*বুখারী হা/৭৩১৯*] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুকরণ করবে।[*মুসলিম হা/২৮৬৯*]

৮. বড়দের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করা : ক্বিয়ামতের আলামত আমাদের বড়দের থেকে জ্ঞান অর্জন করতে নির্দেশনা দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, *'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল 'লোকেরা জ্ঞান অন্বেষণ করবে তুচ্ছ লোকদের থেকে'* [*ছহীহাহ হা/৬৯৫; ছহীহুল জামে' হা/২২০৭*] ফলে সমাজ অজ্ঞতায় ভরে যাবে। অল্প বিদ্যায় পারদর্শীরা বিদ'আত ও শিরক দ্বারা সমাজকে কলুষিত করবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, *'শেষ যামানায় এমন মিথ্যুক দাজ্জাল লোক হবে, যারা তোমাদের কাছে এমন সব (মনগড়া) হাদীছ নিয়ে উপস্থিত হবে যা তোমরা শুননি, তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেননি। অতএব সাবধান! তাদের থেকে দূরে থাকবে, যাতে তারা তোমাদেরকে গুমরাহ করতে বা বিপদে ফেলতে না পারে'*।[*মুসলিম হা/৬; মিশকাত হা/১৫৪*]

৯. ওলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়া : ক্বিয়ামতের আলামত লোকদের ভয়ংকর বিপদের সময় আলেমগণের শরণাপন্ন হ'তে সহায়তা করে। একবার কূফা নগরীতে লাল ঝঞ্ঝা বিশিষ্ট বায়ু প্রবাহিত হ'ল। এমন সময় জনৈক লোক কূফায় এসে বলল যে, হে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ! সতর্ক হও, ক্বিয়ামত এসে গেছে। ইবনু মাসঊদ হেলান দিয়ে ছিলেন। সোজা হয়ে বসে বললেন, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকার সম্পদ অবণ্টিত থাকবে... '।[*মুসলিম হা/২৮৯৯; আহমাদ হা৩৬৪৩*]

১০. সবার সাথে উত্তম আচরণ করতে শিক্ষা দেয় : ক্বিয়ামতের আলামত আমাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে, সুন্দর প্রতিবেশী হ'তে ও সালামের ব্যাপক প্রচার- প্রসার করতে শিক্ষা দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে লোক বিশেষকে নির্দিষ্ট করে সালাম দেয়ার প্রচলন হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। ফলে স্বামীর ব্যবসায়ে স্ত্রীও সহযোগিতা করবে। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করা হবে।[*আহমাদ হা/৩৮৭০; হাকেম হা/৮৩৭৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৪৯; ছহীহাহ হা/৬৪৭*]

১১. মানুষকে আমানতদার হ'তে শিক্ষা দেয় : ক্বিয়ামতের পূর্বে আমানতদারী উঠে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, *যখন আমানত নষ্ট হয়ে যাবে তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমানত কিভাবে নষ্ট হবে? তিনি বললেন, যখন কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হবে, তখনই ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে'* [*বুখারী হা/৬৪৯৬; মিশকাত হা/৫৪৩৯*]

১২. পরিবারকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার শিক্ষা : ক্বিয়ামতের আলামত আমাদের পরিবারকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে শেখায় এবং স্ত্রী ও সন্তানদের পর্দার ব্যাপারে সতর্ক হ'তে শেখায়। কারণ নারীদের পর্দা ব্যবস্থা পরিহার করা ক্বিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, '*অচিরেই শেষ যামানায় আমার উম্মতের এমন কিছু লোক আগমন করবে যাদের নারীরা কাপড় পরবে অথচ উলঙ্গ থাকবে এবং তারা পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুলের খোঁপা বুখতী উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায় হবে। তারা*

জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার সুঘ্রাণ দূর-দূরান্ত হ'তে পাওয়া যাবে।[মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪ ছহীহাহ হা/২৬৮৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৪৩]

১২. ফিৎনা-ফাসাদ থেকে দূরে থাকতে শেখায় : ক্বিয়ামতের পূর্বে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে, যেখানে সেখানে ফিৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে। হত্যাকারী জানবে না কেন সে হত্যা করল। আবার নিহত ব্যক্তিও জানবে না কেন তাকে হত্যা করা হ'ল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, *'ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কি অপরাধে সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, কি অপরাধে সে নিহত হয়েছে'। [মুসলিম হা/২৯০৮; মিশকাত হা/৫৩৯০; ছহীহুল জামে' হা/৭০৭]*

১৩. দুনিয়ার চাকচিক্যে মেতে উঠতে বাধা দেয় : ক্বিয়ামতের পূর্বে এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে যে, লোকেরা বড় বড় দালান-কোঠা নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে। রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামতের আলামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, *'উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে' [বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/০৭]*

তথ্যসূত্রঃ https://at-tahreek.com/article_details/2551

কিয়ামতের আলামাত: মুমিনের করণীয়

আকীদার অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় কিয়ামতের আলামত বিষয়ে মুমিনের দায়িত্ব কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যগুলো সরল অর্থে বিশ্বাস করা। এগুলোর ব্যাখ্যা ও প্রকৃতি জানা আমাদের দায়িত্ব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিষয়ক ব্যাখ্যা ভিত্তিহীন ও অন্তহীন বিতর্ক সৃষ্টি করে। যেমন: হাদীসে যে ভূমিধ্বসের কথা বলা হয়েছে তা কি তুরস্কের ভূমিকম্প? ইরানের ভূমিকম্প? জাপানের সুনামি? না তা ভবিষ্যতে ঘটবে? কবে ঘটবে? অথবা: ইয়াজূজ-মাজূজ কারা, তারা কি তাতার? চেঙ্গিশ খানের বাহিনী? চীন জাতি? অন্য কোনো জাতি? কোথায় তারা থাকে? তারা বের হয়েছে না বের হবে? অথবা: দাজ্জাল কে? ইসরায়েল রাষ্ট্র? আমেরিকা? দাজ্জাল কি বের হয়েছে? না ভবিষ্যতে হবে? কখন তার আবির্ভাব ঘটবে? কিয়ামতের আলামত বিষয়ক এ জাতীয় প্রশ্ন বা গবেষণার নামে সময় ধ্বংস করে দুনিয়া ও আখিরাতে মুমিনের কোনোই লাভ হয় না, তবে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। ইবাদত, দাওয়াত, উপার্জন, আল্লাহর হক্ক, বান্দার হক্ক ইত্যাদি জরুরী কর্ম ফাঁকি দিতে মুমিনকে এরূপ অকারণ বিতর্কে লিপ্ত করে শয়তান।

মুমিনের দায়িত্ব সাধারণভাবে বিশ্বাস করা যে, কিয়ামতের আগে এ সকল আলামত দেখা যাবে। এ সকল বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসে যা বলা হয়েছে সবই সত্য। যখন তা ঘটবে তখন মুমিনগণ জানবেন যে কিয়ামত ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে। এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আল্লাহই জানেন। এর ব্যাখ্যা জানার দায়িত্ব মুমিনকে দেওয়া হয় নি। মুমিনের দায়িত্ব দুনিয়া ও আখিরাতে কাজে লাগার মত জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা করা। কুরআন-হাদীস অনুসন্ধান করে মানুষের প্রায়োগিক জীবনের সমাধান দেওয়ার জন্য গবেষণা করতে নির্দেশ দেয় ইসলাম। চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সকল মানব-কল্যাণ বিষয়ক গবেষণার নির্দেশ দেয় ইসলাম। এ সকল বিষয়ে গবেষণা-অনুসন্ধান মানুষকে একটি নিশ্চিত ফলাফল লাভের পথে নিয়ে যায়। কিন্তু গাইবী বিষয় নিয়ে গবেষণার নামে অকারণ বিতর্ক কোনো ফলাফল দেয় না। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) ইয়াজূজ-মাজূজ বা দাজ্জাল বলতে কী বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে হাজার বছর এভাবে গবেষণা নামের প্রলাপ-বিলাপ ও বিতর্ক করেও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না।((মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ১৯২।))

ইমাম আবূ হানীফা উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল বিষয়ে কেবলমাত্র সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে। এটিই আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি। শুধু সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করা, দুর্বল ও জাল বর্ণনা বর্জন করা এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত বিষয়গুলি অপব্যাখ্যা না করে সরল অর্থে বিশ্বাস করা।

তথ্যসূত্রঃ https://assunnahtrust.org/2014/11/08/kiamoter-alamot/

কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর প্রকারভেদঃ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলিমগণ কিয়ামতের নিদর্শন সমূহ ২ ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১। প্রথম ভাগ আলামতে সুগরা (العلامات الصغرى) অর্থাৎ 'ক্ষুদ্রতর নিদর্শন। এটি আবার ২ প্রকার।

ক) দূরবর্তী নিদর্শন অর্থাৎ যে সকল নিদর্শন প্রকাশ হয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিয়ামত থেকে বহু দূর হওয়ার দরুন এগুলো ছোট নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, শেষ নবী মুহম্মদ (স) এর আবির্ভাব, চন্দ্র বিদারণ ইত্যাদি।

খ) মধ্যবর্তী নিদর্শনঃ অর্থাৎ যেগুলো প্রকাশ হয়েছে এবং শেষ না হয়ে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সংখ্যা অনেক। এগুলোও ক্ষুদ্রত্র নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম,

ঘরবাড়ি সুউচ্চ করতে আরবদের প্রতিযোগীতা ইত্যাদি।

২। দ্বিতীয় ভাগ আলামতে কুবরা (العلامات الكبرى) অর্থাৎ বৃহত্তর নিদর্শন বা বিশেষ আলামত।

যেগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেলে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। এর সংখ্যা প্রায় ১০ টি।

তথ্যসূত্রঃ বই মহাপ্রলয়

ক্বিয়ামতের ছোট আলামত যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে :

১। শেষ নবীর আগমন: নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পৃথিবীতে আগমন ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ .وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى-

সাহল ইবনু সা'দ-সাঈদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, *'আমি প্রেরিত হয়েছি এমন সময় যে, আমি ও ক্বিয়ামত এই দু'টি আঙ্গুলের মত কাছাকাছি। এটা বলে তিনি শাহাদত ও মধ্যমা দু'টি আঙ্গুল মিলিয়ে দেখালেন'*।[*বুখারী হা/৪৯৩৬, ৬৫০৪; মুসলিম হা/৮৬৭; ইবনু মাজাহ হা/৪৫; তিরমিযী হা/২২১৪; মিশকাত হা/১৪০৭*]

ইমাম কুরতুবী বলেন, ক্বিয়ামতের প্রথম আলামত নবী করীম (ছাঃ)-এর আগমন। কারণ তিনি শেষ যামানার নবী। আর তিনি চলে এসেছেন। তাঁর মাঝে ও ক্বিয়ামতের মাঝে কোন নবী নেই'।

২। শেষ নবী (ছাঃ)-এর মৃত্যু : শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করাও ক্বিয়ামতের একটি আলামত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقِعَاصِ الغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ العَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةٍ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ الفًا-

আওফ ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, *ক্বিয়ামতের আগের ছয়টি নিদর্শন গণনা করে রাখ। আমার মৃত্যু, অতঃপর বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়, অতঃপর তোমাদের মধ্যে মহামারী ঘটবে, বকরীর পালের মহামারীর মত, সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিকে একশ' দীনার দেয়ার পরেও সে অসন্তুষ্ট থাকবে। অতঃপর এমন এক ফিৎনা আসবে যা আরবের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে। অতঃপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি, যা তোমাদের ও বানী আসফার বা রোমকদের মধ্যে সম্পাদিত হবে। অতঃপর তারা*

বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা উড়িয়ে তোমাদের বিপক্ষে আসবে; প্রত্যেক পতাকার নীচে থাকবে বার হাযার সৈন্য' [বুখারী হা/৩১৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০৪২; মিশকাত হা/৫৪২০]

৩। বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়: মুসলমান কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস তথা জেরুযালেম বিজয় হওয়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত, যা ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর যুগে ঘটেছিল। যেমন হাদীছে এসেছে,

عن عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِيْ خِبَاءٍ مِنْ أَدَمٍ فَجَلَسْتُ بِفِنَاءِ الْخِبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ادْخُلْ يَا عَوْفُ .فَقُلْتُ بِكُلِّي يَا رَسُولَ اللهِ !قَالَ :بِكُلِّكَ .ثُمَّ قَالَ : يَا عَوْفُ احْفَظْ خِلاَلاً سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ إِحْدَاهُنَّ مَوْتِى .قَالَ فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَجْمَةً شَدِيدَةً .فَقَالَ :قُلْ إِحْدَى ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ دَاءٌ يَظْهَرُ فِيكُمْ يَسْتَشْهِدُ اللهُ بِهِ ذَرَارِيَّكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ وَيُزَكِّى بِهِ أَمْوَالَكُمْ... -

আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তাবূক যুদ্ধকালে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি চামড়ার তাঁবুর ভিতরে ছিলেন। আমি তাঁবুর আঙ্গিনায় বসে পড়লাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আওফ! ভেতরে এসো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি সম্পূর্ণ প্রবেশ করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবে এসো। অতঃপর তিনি বললেন, হে আওফ! ক্বিয়ামতের পূর্বেকার ছয়টি আলামত স্মরণ রাখবে। সেগুলো একটি হচ্ছে আমার মৃত্যু। আওফ (রাঃ) বলেন, আমি একথায় অত্যন্ত মর্মাহত হ'লাম ।তিনি বললেন, তুমি বল, প্রথমটি। অতঃপর বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এক মহামারী ছড়িয়ে পড়বে, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের বংশধরকে ও তোমাদেরকে শাহাদত নছীব করবেন এবং তোমাদের আমলসমূহ পরিশুদ্ধ করবে...।[ইবনু মাজাহ হা/৪০৪২; মিশকাত হা/৫৪২০; আহমাদ হা/২৪০১৭; ছহীহুল জামে' হা/১০৪৫]

১৬ হিজরীতে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর আমলে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় হয়। তিনি নিজে সেখানে গমন করেন এবং মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। তিনি সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন যে দরজা দিয়ে রাসূল (ছাঃ) মে'রাজের রাতে উক্ত মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সৈন্যদের নিয়ে জামা'আতে ফজরের ছালাত আদায় করেন।[*আল-বিদায়াহ ৭/৫৫*]

৪। মহামারী: বিভিন্ন প্রকারের মারাত্মক রোগ-ব্যাধি ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়াও ক্বিয়ামতের আলামত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، منها : مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيْكُمْ كَقُعَاصِ الغَنَمِ-

আওফ বিন মালেক হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলছেন, ক্বিয়ামতের আগের ছয়টি নিদর্শন গণনা করে রাখ। .....অতঃপর তোমাদের মধ্যে মহামারী ঘটবে, বকরীর পালের মহামারীর মত'।[*বুখারী হা/৩১৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০৪২; মিশকাত হা/৫৪২০*]

এই আলামতও ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর আমলে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় হওয়ার দু'বছর পরে ঘটেছে। এই ঘটনাটি ১৮ হিজরীতে ঘটে। পরে সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এই মহামারীতে বহু ছাহাবী ও অন্যান্য লোক মারা যান। বলা হয়, এতে প্রায় পঁচিশ হাজার মুসলমান মৃত্যুবরণ করেন। যার মধ্যে আবু ওবায়দাহ বিন আমের বিন জাররাহ অন্যতম ছিলেন। আওফ বিন মালেক (রাঃ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে ক্বিয়ামতের ছয়টি আলামত গণনা করতে বলেন, এর মধ্যে তিনটি ঘটেছে। তন্মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় এবং মহামারী। আর বাকী তিনটির জন্য অপেক্ষা করছি'।[*হাকেম হা/৮৩০৩; ফাৎহুলবারী ৬/২৭৮-২৭৯*]

৫। মু'আবিয়া ও আলী (রাঃ)-এর মধ্যে যুদ্ধ : ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী বিন আবী তালিব ও রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম শ্যালক মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। দু'টিই ইসলামী দল। দু'টি দলেরই দাবী তারা হকের উপরে বিদ্যমান। রাসূল (ছাঃ) এরূপ দু'টি ইসলামী দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়াকে ক্বিয়ামতের আলামত বলে উল্লেখ করেছেন। ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিচার নিয়ে ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধেই আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ) আলীর পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেন। যার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আম্মার! সুখবর গ্রহণ কর, বিদ্রোহী দলটি তোমাকে হত্যা করবে'।[*তিরমিযী হা/৩৮০০; ছহীহাহ হা/৭১০*] তিনি আরো বলেন, 'আম্মারের জন্য বড় দুঃখ হয়, বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে। আম্মার (রাঃ) তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করবে এবং তারা আম্মারকে জাহান্নামের পথে ডাকবে'।[*বুখারী হা/২৮১২; মুসলিম হা/২৯১৬*] এতে এক লাখ বিশ হাযার ইরাকী সৈন্য যোগদান করে। তার মধ্যে চল্লিশ হাযার শাহাদত বরণ করেন। অপরদিকে ষাট হাযার শামবাসী যোগদান করে যাদের বিশ হাযার শাহাদত বরণ করেন।[*আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/২১৪*]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, *ক্বিয়ামত ঐ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না দু'টি বড় দল পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে। অথচ তাদের উভয়ের দাবী হবে একই'*।[*বুখারী হা/৩৬০৯; মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪১০*]

হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, দু'টি বড় দল দ্বারা উদ্দেশ্য আলী ও তার সৈন্যরা এবং মু'আবিয়া ও তার সৈন্যরা।[*ফাৎহুল বারী ১৩/৮৫*]

৬। হিজায থেকে ভয়ঙ্কর আগুন বের হওয়া : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল মদীনার পার্শ্ববর্তী হিজায থেকে আগুনের আবির্ভাব। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ تُضِيءُ لَهَا أَعْنَاقُ الإِبِلِ بِبُصْرَى-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না হিজাযের যমীন থেকে এমন আগুন বের হবে, যা বছরার উটগুলোর গর্দান আলোকিত করে দিবে'।[*বুখারী হা/৭১১৮; মুসলিম ৩৩/৪১, হা/২৯০২; আহমাদ ১৯৫৫৫; মিশকাত হা/৫৪৪৬*]

এই আগুন হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, আমাদের যুগে ৬৫৪ হিজরীতে এই আগুনের আবির্ভাব ঘটে। এটি ভয়ংকার আগুন ছিল। যা মদীনার পূর্ব ও হাররার পিছনে দেখা গিয়েছিল। এব্যাপারে সকল সিরিয়াবাসী ও শহরবাসীর নিকট নিরঙ্কুষ সংবাদ পৌঁছেছে এবং মদীনার প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাকে সংবাদ দিয়েছে।[*শারহুন নববী আলা মুসলিম ১৮-২৮*]

ইমাম কুরতুবী বলেন, মদীনার পার্শ্ববর্তী হিজায থেকে আগুন বের হয়। এর সূচনা হয়েছিল মারাত্মক একটি ভূমিকম্পের মাধ্যমে। যা ৬৫৪ হিজরীর জুমাদাল আখিরাহ মাসের তৃতীয় দিন বুধবার রাতে এশার পরে ঘটেছিল। এটি শুক্রবার দিপ্রহর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তা হাররার পার্শ্ববর্তী কুরায়যা থেকে বের হয়। যখন তা বের হয় তখন মনে হয়েছিল যেন এটি একটি বড় শহর। যাকে বেষ্টন করে আছে প্রাচীর এবং যার মধ্যে রয়েছে বড় বড় প্রাসাদ, দুর্গ ও মিনার। আর কিছু একে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যখনই কোন পাহাড় অতিক্রম করছিল তা ভেঙ্গে চুরমার করে সমতল করে দিচ্ছিল। তার মাঝ থেকে বের হচ্ছিল লাল ও নীল অগ্নিশিখা। সাথে ছিল বজ্রের মত গর্জন। সামনে পড়ে থাকা পাথরগুলো উড়িয়ে নিয়ে ইরাক সীমান্তে নিক্ষেপ করছিল। আর তাতেই তা পাহাড়ের মত সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিণত হয়েছিল। এটি মদীনার পাশেই সমাপ্ত হয়েছিল। অথচ সেখানে ঠান্ডা লু হাওয়া বইছিল। এই আগুন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উথলিয়ে উঠছিল। আমার কতিপয় বন্ধু বর্ণনা করেছেন যে, আমরা পাঁচদিন যাবত এই আগুন মহাশূন্যে উড়তে দেখেছি। আমি আরো শুনেছি, এই আগুন মক্কা ও বছরার পাহাড় থেকে দেখা গিয়েছিল।[*আত-তাযকিরা ১/১২৩৬*]

হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, আমার নিকট যেটা বোধগম্য হয়েছে তা হ'ল- হাদীছে উল্লেখিত আগুনটি মদীনার পাশে প্রকাশ পেয়েছে। যেমনটি কুরতুবী ও অন্যান্যরা বুঝেছেন।[*ফাৎহুল বারী ১৩/৭৯-৮০*] এই আগুন সেই আগুন নয় যা লোকদের তাড়িয়ে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগেও এরূপ দাবানলের উদ্ভব ঘটেছিল যা খালিদ বিন সেনান নামক গোত্রপতি নিভিয়েছিলেন।[*ফাৎহুল বারী ১৩/৮০*] উল্লেখ্য যে, ক্বিয়ামতের পূর্বে আদন গুহা বা ইয়ামান থেকে আরেকটি আগুনের আবির্ভাব ঘটবে, যা সকল মানুষকে হাশরের মাঠে একত্রিত করবে।[*মুসলিম হা/২৯০১; মিশকাত হা/৫৪৬৪*]

৭. তাতার ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলমানদের জড়িয়ে পড়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। রাসূল (ছাঃ) তাদের মুখমন্ডলের যে বিবরণ দিয়েছেন তা তাতার ও তুর্কীদের সাথে মিলে যায়। তাতার ও তুর্কীরা একই বংশোদ্ভূত দু'টি জাতি। তুর্কীদের সহায়তায় তাতাররা বিশ্বজয় করতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমান তুর্কী জাতি ও তাতাররা ইয়াজূজ-মাজূজের বংশধর ছিল। বাদশাহ যুলকারনাইনের প্রাচীরের বাইরে থাকা লোকেরাই পরে তুর্কী, তাতারী বা মোগল নামে পরিচিত হয়ে পৃথিবীতে বহু ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। তাদের ধ্বংসলীলা ভবিষ্যতে আগত ইয়াজূজ-মাজূজের ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দেয়। এদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে এবং শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়। এদেরই একটি অংশ তাতারদের যুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করে ওছমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল'।[*ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৬/১০৪; ২৯২৭ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; বদরুদ্দীন আইনী, ঊমদাতুল ক্বারী ১৪/২০০; বুখারী হা/৭২৯১-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; তাফসীরে কুরতুবী, সূরা কাহাফের ৯৪-৯৮ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য*]

যেমন বিভিন্ন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ التُّرْكَ، قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالمَجَانِّ المُطْرَقَةِ، يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামত সংগঠিত হবে না, *যে পর্যন্ত মুসলিমরা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ না করবে। তারা এমন সম্প্রদায়, যাদের মুখমন্ডল হবে চামড়া জড়ানো ঢালের ন্যায় (গোশতবহুল)। তারা পশমী পোষাক পরবে এবং পশমের উপর (পশমযুক্ত জুতা পায়ে) হাঁটবে*।[*মুসলিম হা/২৯১২; আবূদাউদ হা/৪৩০৩; নাসাঈ হা/৩১৭৭; ছহীহুল জামে' হা/৭৪২৬*]

عَنِ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ نِعَالَ الشَّعَرِ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَّقَةُ-

আমর ইবনু তাগলিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের আলামতসমূহের একটি এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমের জুতা পরিধান করবে। ক্বিয়ামতের আরেকটি আলামত এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখমন্ডল হবে চওড়া, তাদের মুখমন্ডল যেন পিটানো চামড়ার ঢাল'।[*বুখারী হা/২৯২৭; মুসলিম হা/২৯১২; মিশকাত হা/৫৪১১*]

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَّقَةُ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন তোমরা এমন তুর্কী জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ না করবে, যাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপ্টা এবং মুখমন্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের মত। আর ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন

এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের'।[*বুখারী হা/২৯২৮, ২৯২৯, ৩৫৮৭, ৩৫৯০, ৩৫৯১; মুসলিম ৫২/১৮ হা/২৯১২, আহমাদ ৭২৬৭; মিশকাত হা/৫৪১২*]

এই যুদ্ধ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর আমলে একবার হয়েছে এবং পরে একাধিকবার হয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক বর্ণিত গুণাবলী সম্পন্ন তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ ঘটেছে। ...এসব কিছু আমাদের আমলেই হয়েছে। মুসলমানগণ একাধিকবার তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং এখনও যুদ্ধ চলছে।[*শারহুন নববী আলা মুসলিম ১৮/৩৮;*] উল্লেখ্য যে, তাতারদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছে আববাসীয় খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহ ও শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর আমলে।

৮. চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ-

'ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তাহ'লে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে যে, এটা তো চিরাচরিত যাদু (ক্বামার ৫৪/১-২)।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ঘটেছিল। যা ছহীহ সনদে মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমত রয়েছে যে, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই ঘটেছিল এবং এটি তার প্রকাশ্য মু'জিযা।[*তাফসীরে ইবনু কাছীর ৭/৪৭২*]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ-

'আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এরূপ নিদর্শন দেখাতে বলে। তখন তিনি তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন'।[*বুখারী হা/৩৬৩৭; মুসলিম হা/২৮০২; আহমাদ হা/১৩১৭৭*]

চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়ে হেরা পাহাড়ের দু'পাশে পড়ে যায়। অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى إِذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ وَفِلْقَةٌ دُونَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :اشْهَدُوا-

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিনায় আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ চাঁদ দু'টুকরো হয়ে গেল। এক টুকরো পাহাড়ের পিছনে পতিত হ'ল এবং অপর টুকরো

পাহাড়ের সামনে। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক'।[*মুসলিম হা/২৮০০; তিরমিযী হা/৩২৮৫; আহমাদ হা/৪২৭০*]

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى صَارَ فِرْقَتَيْنِ عَلَى هَذَا الْجَبَلِ وَعَلَى هَذَا الْجَبَلِ، فَقَالُوا سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ-

জুবায়ের ইবনু মুতঈম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে চাঁদ বিদীর্ণ হ'ল এবং দ্বিখন্ডিত হয়ে গেলে, এক অংশ এই পাহাড়ের উপর এবং অপর অংশ ঐ পাহাড়ের উপর পড়ে গেল। তারা (মক্কাবাসী কাফিররা) বলল, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে যাদু করেছেন। কেউ কেউ বলল, তিনি আমাদের যাদু করে থাকলে সব মানুষকে যাদু করতে পারবেন না।[*তিরমিযী হা/৩২৮৯; আহমাদ হা/১৬৭৯৬, সনদ ছহীহ*]

এত বড় ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সত্ত্বেও কুরায়েশ নেতারা ঈমান আনল না। পরে বিভিন্ন এলাকা হ'তে আগত লোকদের কাছেও তারা একই ঘটনা শুনতে পায়। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তারা বলল, এটা আবু কাবশার পুত্রের (মুহাম্মাদের) যাদু। সে তোমাদের যাদু করেছে। অতএব তোমরা বহিরাগত লোকদের জিজ্ঞেস কর। কেননা মুহাম্মাদ একসঙ্গে সবাইকে যাদু করতে পারবে না। অতএব বহিরাগতরা বললে সেটাই ঠিক। নইলে এটা স্রেফ যাদু মাত্র। অতঃপর চারদিক থেকে আসা মুসাফিরদের জিজ্ঞেস করলেন। তারা সবাই এ দৃশ্য দেখেছে বলে সাক্ষ্য দেয়'।[*তাফসীর ইবনু জারীর তাবারী হা/৩২৬৯৯; কুরতুবী হা/৫৭৩৭*]

কিন্তু যিদ ও অহংকার তাদেরকে ঈমান আনা হ'তে বিরত রাখল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ٢ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ٣

'তারা যদি কোন নিদর্শন (যেমন চন্দ্র দ্বিখন্ডিতকরণ) দেখে, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে যে, এটা তো চলমান যাদু মাত্র। তারা মিথ্যারোপ করে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। অথচ প্রত্যেক কাজের ফলাফল (ক্বিয়ামতের দিন) স্থিরীকৃত হবে' *(ক্বামার ৫৪/২-৩)*।

'তারীখে ফিরিশতা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার এই দৃশ্য ভারতের মালাবারের জনৈক মহারাজা স্বচক্ষে দেখেন এবং তা নিজের রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করেন। পরে আরব বণিকদের মুখে ঘটনা শুনে তখনকার রাজা 'সামেরী' উক্ত রোজনামচা বের করেন। অতঃপর তাতে ঘটনার সত্যতা দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান। যদিও সামরিক কর্মকর্তা ও সমাজনেতাদের ভয়ে তিনি ইসলাম গোপন রাখেন'।[*মুহাম্মাদ ক্বাসেম হিন্দুশাহ ফিরিশতা, তারীখে ফিরিশতা (ফার্সী হ'তে উর্দূ অনুবাদ : লাক্ষ্ণৌ ছাপা, ১৩২৩/১৯০৫) ১১শ অধ্যায় 'মালাবারের শাসকদের ইতিহাস' ২/৪৮৮-৮৯ পৃঃ।*]

১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই চন্দ্রে প্রথম পদার্পণকারী দলের নেতা নেইল আর্মষ্ট্রং স্বচক্ষে চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভক্তি রেখা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন এবং ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু মার্কিন প্রশাসনের ভয়ে তিনি একথা কয়েক বছর পরে প্রকাশ করেন।[*আবূদাঊদ, ত্বায়ালেসী হা/২৪৪৭, সনদ ছহীহ; কুরতুবী হা/৫৭৩৭; ইবনু কাছীর; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ১১৮ পৃঃ*]

চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনায় বড় শিক্ষণীয় এই যে, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র সবই আল্লাহর অনুগত এবং মানুষেরই কল্যাণে সৃষ্ট ও তাদেরই সেবায় নিয়োজিত। এছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানীদের জন্য অফুরন্ত চিন্তার উৎস। আর তা এই যে, মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান নক্ষত্ররাজি কোনটাই নিজ ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়নি এবং কোনটাই নিজ ইচ্ছায় চলে না। অবশ্যই এগুলির একজন সুনিপূণ ও সুদক্ষ পরিচালক ও ব্যবস্থাপক রয়েছেন। যিনি বিশ্ব চরাচরের ধারক।

৯. নবুঅতের মিথ্যা দাবীদারদের আত্মপ্রকাশ : ভন্ড নবীদের আগমন ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। এদের আবির্ভাব রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই হয়েছিল। এদের কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে নবুঅত ভাগাভাগি করতে চেয়েছিল। তাদের একজন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ মর্মে পত্র লিখেছিল যে, 'হে মুহাম্মাদ! আমাকে তোমার সাথে নবুঅতে অংশীদার করা হয়েছে। পৃথিবীর অর্ধেক ভূমি তোমার এবং অর্ধেক আমার। তবে কুরাইশ সম্প্রদায় সীমালংঘনকারী'। রাসূল (ছাঃ) পত্রের জওয়াবে লিখেন, 'যারা হেদায়াতের উপরে আছে তাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। এই পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন। আর শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহভীরুদের জন্যই'। [*ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ১/২৫২; তাফসীরে ইবনু কাছীর ৫/২৯৭*]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসায়লামার পত্র পাঠান্তে তার দু'জন দূতকে এ মর্মে জিজ্ঞেস করেন যে, মুসায়লামা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তখন তারা বলে, আমরা তা-ই বলি, সে যা বলে (অর্থাৎ সে যে নবুঅতের দাবী করে, আমরা তাতে বিশ্বাসী)। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! দূতদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যদি না থাকত, তবে আমি তোমাদের দু'জনের শিরশ্ছেদ করতাম'। [*আবূদাঊদ হা/২৭৬১; মিশকাত হা/৩৯৮২; ছহীহুল জামে' হা/৫৩২০*]

এরূপ মিথ্যুক ও নবুঅতের ভন্ড দাবীদারদের ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ...-

'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ দু'টি বড় দল পরস্পরে মহাযুদ্ধে লিপ্ত না হবে। উভয় দলের দাবী হবে অভিন্ন। আর যতক্ষণ ত্রিশের কাছাকাছি মহামিথ্যাবাদী দাজ্জাল (ভন্ডনবীর)-এর প্রকাশ না পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বলে দাবী করবে....'। [বুখারী হা/৬৫০৬, ৭১২১; মিশকাত হা/৫৪১০; মুসলিম হা/১৫৭]

অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثُونَ كَذَّابًا دَجَّالاً كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ-

'ক্বিয়ামত ততক্ষণ সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তারা সবাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করবে'। [আহমাদ হা/৯৮১৭; আবূদাঊদ হা/৪৩৩৪, সনদ ছহীহ্]

তিনি আরো বলেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتَّى يَعْبُدُوْا الأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى ثَلاَثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى-

‘মুশরিকদের সাথে আমার উম্মতের কতিপয় গোত্র মিলিত না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, এমনকি তারা মূর্তিপূজাও করবে। আমার উম্মতের মধ্যে খুব শীঘ্রই ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে। এদের সকলেই দাবী করবে যে, সে নবী। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই’। [*আবূদাউদ হা/৪২৫২; তিরমিযী হা/২২১৯; আহমাদ হা/২২৫০৫ মিশকাত হা/৫৪০৬; ছহীহুল জামে‘ হা/১৭৭৩*]

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :فِىْ أُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ وَدَجَّالُوْنَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَإِنِّى خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى–

হুযায়ফা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, *‘আমার উম্মতের মাঝে সাতাশজন মহামিথ্যুক দাজ্জালের (ভন্ড নবীর) আগমন ঘটবে। এদের মধ্যে চারজন হবে নারী। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই’*। [*আহমাদ হা/২৩৪০৬; মু‘জামুল কাবীর হা/৩০৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৯*]

উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে সর্বশেষ নবী এটি কুরআন, হাদীছ ও ইজমায়ে উম্মাত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

‘মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষনবী। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত’ (আহযাব ৩৩/৪০)।

১০. খারেজীদের আবির্ভাব : রাসূল (ছাঃ) যে সকল বিষয়কে ক্বিয়ামতের আলামত বলে উল্লেখ করেছেন খারেজীদের উদ্ভব তার অন্যতম। খারেজী হ’ল প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে এমন হক ইমামের (শাসক) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যাকে লোকেরা ইমাম হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। চাই এই বিদ্রোহ ছাহাবীগণের যুগে হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদার বিরুদ্ধে হোক বা তাদের পরবর্তী তাবেঈনে এযামের যুগে কিংবা তৎপরবর্তী যে কোন শাসকের যুগে হোক।[*শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/১১৪; মাসিক আত-তাহরীক, খারেজীদের আক্বীদা ও ইতিহাস ২০ বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা পৃঃ ১৭*]

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী খারেজী বলতে প্রত্যেক এমন সম্প্রদায়কে বুঝায়, যারা চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মতামত কিংবা তাদের রায় অবলম্বনকারী, তা যেকোন যুগেই হোক না কেন।[*আল-ফাছলু ফিল মিলালে ওয়াল আহওয়ায়ে ওয়ান নিহালে ২/৯০*]

ড. নাছির আল-আক্বল বলেন, খারেজী হচ্ছে, যারা গোনাহের কারণে অন্য মুসলমানকে কাফের বলে এবং মুসলিম শাসক ও সাধারণ লোকজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি আরো বলেন, খারেজী নামটি যেমন পূর্বের খারেজীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি প্রত্যেক এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে তাদের নীতি গ্রহণ করে এবং

তাদের পন্থা অবলম্বন করে।[*ড. নাছির আল-আক্বল, আল-খাওয়ারেজ আউয়ালুল ফিরাক ফী তারীখিল ইসলাম ১/১৯*]

খারেজীরা ইসলামের জন্য এতই মারাত্মক যে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে জাহান্নামের কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেনে, اَلْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ *'খারিজীরা হ'ল জাহান্নামের কুকুর'।[ইবনু মাজাহ হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৪৭*]

আবু উমামাহ বলেন, আসমানের নীচে সর্বাধিক নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি তারা, যারা জাহান্নামের কুকুর (খারিজীরা) এবং সর্বোত্তম নিহত তারা যারা তাদের হত্যা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। এরা (খারিজীরা) ছিল মুসলিম, পরে কাফের হয়ে যায়। আবূ গালিব বলেন, আমি বললাম, হে আবু উমামাহ! এটা কি আপনার মন্তব্য? তিনি বলেন, বরং আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তা বলতে শুনেছি।[*তিরমিযী হা/৩০০০; ইবনু মাজাহ হা/১৭৬; মিশকাত হা/৩৫৫৪; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/৩৪*]

তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ হ'ল খারেজীরা কাফের নয়। বরং তারা ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পন্ন।[*নববী, শারহে মুসলিম ৭/১৬০; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/২৮২; হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন ৩/৪৬*]

খারেজীদের উদ্ভব রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই ঘটেছিল। তবে তখন ভ্রান্ত দল হিসাবে তাদের পরিচিতি হয়নি। প্রথম খারেজী ছিল যুল খুওয়াইছিরা তামীমী। যে রাসূল (ছাঃ)-এর বণ্টন নীতির ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল। যেমন হাদীছে এসেছে, 'আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম এবং তিনি কিছু জিনিস বণ্টন করছিলেন। এমন সময় বানী তামীম গোত্রের যুল-খুওয়াইছিরা নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইনছাফ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হতভাগা, তোমার জন্য আফসোস! আমি যদি ইনছাফ না করি, তাহ'লে কে ইনছাফ করবে? আমি যদি ইনছাফ না করি তাহ'লে তুমি তো ক্ষতিগ্রস্ত ও বিফল হয়ে যাবে। অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে তার শিরশ্ছেদ করার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা তার এমন কিছু সঙ্গী-সাথী রয়েছে, যাদের ছালাত ছিয়ামের তুলনায় তোমাদের কেউ তার ছালাত-ছিয়াম তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে অথচ তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেভাবে শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারাও সেভাবে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। অতঃপর সে (ধনুকধারী) তীরের ফলার মূলভাগ পরীক্ষা করে দেখে। এতে সে কিছুই দেখতে পায় না। তারপর সে তীর পরীক্ষা করে দেখে, এতেও সে কিছু পায় না। অবশেষে সে তীরের পালক পরীক্ষা করে দেখে এতেও সে কিছু পায় না, তীর এত দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যায় যে, রক্ত বা মলের দাগ এতে লাগতে পারে না। তাদের নিদর্শন হ'ল, তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যার এক বাহুতে মহিলাদের স্তনের ন্যায় একটি অতিরিক্ত মাংসপেশী থাকবে এবং তা থলথল করতে থাকবে। এদের আবির্ভাব এমন সময় হবে যখন মানুষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ কথা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে শুনেছি এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) তাদের সাথে যখন যুদ্ধ করেছিলেন,

আমি স্বয়ং তার সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি উল্লিখিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাকে খুঁজে পাওয়া গেল এবং আলীর সামনে উপস্থিত করা হ'ল। আমি তার প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম তার মধ্যে সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে, যা রাসূল (ছাঃ) তার সম্বন্ধে বলেছিলেন'।[*বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/১০৬২; মিশকাত হা/৫৮৯৪*]

অন্য হাদীছে রয়েছে, লোকটি চলে যাওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন কিছু লোক আসবে যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে তীর বের হয়ে যায়। তারা মূর্তিপূজারীদেরকে ছেড়ে দিবে এবং মুসলমানদেরক হত্যা করবে। যদি আমি তাদেরকে পাই তাহ'লে আদ জাতির মত হত্যা করব'।[*বুখারী হা/৭৪৩২; মুসলিম হা/১০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৯৪*]

সুয়াইদ ইবনু গাফালা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে,

يَأْتِى فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

'শেষ যামানায় একদল তরুণের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে স্থূলবুদ্ধির অধিকারী। তারা সুন্দর সুন্দর কথা বলবে। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে (দ্রুত গতিতে ও চিহ্নহীনভাবে) বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশ অতিক্রম করবে না। যেখানেই তাদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে, তাদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। তাদের হত্যাকারীদের জন্য এই হত্যার প্রতিদান রয়েছে ক্বিয়ামতের দিন'।[বুখারী হা/৩৬১১; আবূদাউদ হা/৪৭৬৭; ইবনু মাজাহ হা/১৬৮; মিশকাত হা/৩৫৫৩]

অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ بَعْدِىْ مِنْ أُمَّتِىْ أَوْ سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَلاَقِيْمَهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ-

'আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে বা অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেভাবে শিকার ভেদ করে চলে যায় তারাও তেমনিভাবে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। অতঃপর তাতে ফিরে আসবে না। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তারা নিকৃষ্ট ও অধম'। [মুসলিম হা/১০৬৭; মিশকাত হা/৩৫৪৩]

তিনি আরো বলেন,

سَيَكُونُ فِىْ أُمَّتِى اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِى شَىْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ .قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ : التَّحْلِيقُ-

‘অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। তারা এমন হবে যে, তারা উত্তম কথা বলবে, আর নিকৃষ্ট কাজ করবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের গলার হাড় অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে ছুটে যায়, যা আর ফিরে আসে না। আর তারা তাদের রাস্তা (মতবাদ) থেকে ফিরে আসবে না, যেরূপ নিক্ষিপ্ত তীর- নিক্ষেপের স্থানে ফিরে আসে না। তারা সৃষ্টি জগতে নিকৃষ্টতম ও অধম। ঐ ব্যক্তি ভাগ্যবান যে তাদেরকে হত্যা করল এবং তারা তাকে হত্যা করল। তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকে কিন্তু নিজেরা তার অনুসরণ করে না। যে ব্যক্তি তাদের সাথে লড়াই করবে সে-ই হবে আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, মাথা মুন্ডন করা’ [আবূদাউদ হা/৪৭৬৫; মিশকাত হা/৩৫৪৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৬৬৮]

তবে এদের পরিচিতি ঘটে আলী (রাঃ)-এর আমলে। আলী ও মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর মাঝে ছিফফীনের যুদ্ধের পর যে সমাধান হয়েছিল এরা সেটিকে প্রত্যাখ্যান করে আলী (রাঃ)-এর দল থেকে বেরিয়ে যায়। আর দল ত্যাগের কারণেই তাদেরকে খারেজী বলা হয়। পরে তারা তিনজন মহান ব্যক্তি তথা আলী, মু‘আবিয়া ও আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। তারা হত্যা করার দিন ধার্য করল ৪০ হিজরীর ১৭ই রামাযান। পরে তারা আলী (রাঃ)-কে হত্যা করতে সক্ষম হ’লেও বাকী দু’জনকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়।[*তারীখে ইবনু খালদূন ২/৬৪৫-২৪৬; আল-ইস্তি‘আব ৩/১১২৩-২৬; আল-বিদায়াহ ৭/৩২৫-৩২৯*]

১১. ছাহাবীগণের যুগ অতিক্রান্ত হওয়া : পৃথিবী থেকে ছাহাবীগণের বিদায় ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। আবূ বুরদাহ (রাঃ)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّىَ مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ: فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: مَا زِلْتُمْ هَا هُنَا. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّىَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ: أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ. قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيْرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِى فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِى مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِى أَمَنَةٌ لأُمَّتِى فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِى أَتَى أُمَّتِى مَا يُوعَدُونَ-

‘আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। এরপর আমরা বললাম, যদি আমরা তাঁর সঙ্গে এশার ছালাত আদায় করা পর্যন্ত বসতে পারতাম (তাহ’লে ভাল হ’ত)। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বসে থাকলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে এলেন। এরপর বললেন, তোমরা এখানে কতক্ষণ পর্যন্ত বসে আছ? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার সঙ্গে মাগরিবের ছালাত আদায় করেছি। এরপর আমরা বললাম যে, এশার ছালাত আপনার সঙ্গে আদায় করার জন্য বসে থাকব। তিনি বললেন, তোমরা বেশ ভাল করেছ অথবা (বললেন,) তোমরা ঠিকই করেছ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তিনি আসমানের দিকে মাথা উত্তোলন করলেন এবং তিনি অনেক সময়ই তাঁর মাথা আসমানের দিকে উঠিয়ে রাখলেন। এরপর বললেন, তারকারাজি আসমানের জন্য নিরাপত্তা (রক্ষাকবচ) স্বরূপ। যখন তারকারাজি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখন আসমানের জন্য প্রতিশ্রুত বিপদ আসন্ন হবে (অর্থাৎ ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে)। আর আমি আমার ছাহাবীদের জন্য রক্ষাকবচ স্বরূপ। যখন আমি বিদায় নেব তখন আমার ছাহাবীদের উপর

প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত হবে অর্থাৎ ফিতনা-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়ে যাবে)। আর আমার ছাহাবীগণ সমগ্র উম্মতের জন্য নিরাপত্তা (রক্ষাকবচ) স্বরূপ। যখন আমার ছাহাবীগণ বিদায় হয়ে যাবে তখন আমার উম্মাতের উপর প্রতিশ্রুত সময় (ক্বিয়ামত) উপস্থিত হবে।[*মুসলিম হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/৫৯৯৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৮০০*] (অর্থাৎ ক্বিয়ামত ঘনিয়ে আসবে, শিরক, বিদ'আত ছড়িয়ে পড়বে, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে, শয়তানের শিং উদয় হবে, নাছারাদের রাজত্ব কায়েম হবে, মক্কা ও মদীনার অবমাননা করা হবে ইত্যাদি।

এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জনগণের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ ছাহাবী) তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ আছেন। তখন (ঐ ছাহাবীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। তারপর জনগণের উপর পুনরায় এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী (শত্রুদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য কিংবা কোন ব্যক্তির (ছাহাবীর) সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ তাবেঈ) তখন তারা বলবেন, হ্যাঁ আছেন। তখন (ঐ তাবেঈর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। এরপর লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের বিরাট বাহিনী জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন, যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী কোন বক্তির (তাবেঈর) সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ তাবে'-তাবেঈ)। বলা হবে, আছেন। তখন তাদেরকে (ঐ তাবে'-তাবেঈর বরকতে) জয়ী করা হবে।[*বুখারী হা/৩৬৪৯; মুসলিম হা/২৫৩২; মিশকাত হা/৬০০০*]

যুবায়ের বিন আদী বলেন, আমি আনাস বিন মালেকের নিকট এসে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর! তোমাদের নিকটে যেই দিন বা সময় আসবে তার পরবর্তী দিন তার তুলনায় খারাপ হ'তে থাকবে যতক্ষণ না তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এমনটিই বলতে শুনেছি'।[*আহমাদ হা/১২৮৬১; ইবনু হিববান হা/৫৯৫; ছহীহাহ হা/১২১৮*]

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তোমাদের জীবনে এমন কোন দিন আসবে না যেদিন পূর্বের দিনের তুলনায় খারাপ হবে না। এভাবে ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। আমি বলছি না জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যা সে পেয়েছে বা এমন সম্পদ যা দ্বারা সে উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের জীবনে যতদিন যাবে পূর্বের দিনের তুলনায় জ্ঞান কমে যাবে। যখন জ্ঞানীরা বিদায় নিবে তখন লোকদের উপর এমন অবস্থা বিরাজ করবে যে, তারা সৎকাজের আদেশ দিবে না ও অসৎকাজে বাধা দিবে না। এমন সময় তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।[*ফাৎহুল বারী ১৩/২১; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/৩৭৪*]

১০০ হিজরী সালে ছাহাবীগণের যুগ শেষ। সর্বশেষ ছাহাবী ছিলেন আবুত তুফায়েল আমের বিন ওয়াছিলা কেনানী/লায়ছী। তিনি ১০০-১১০ হিজরী সনের দিকে মৃত্যুবরণ করেন।[*আল-বিদায়াহ ৯/১৯০; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৪৭০, ৪/৪৬০*] এরপর আর কোন ছাহাবী জীবিত ছিলেন না।

১২. বিভিন্ন ফিৎনার আবির্ভাব ঘটা : বিভিন্ন প্রকারের ফিৎনা-ফাসাদ ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। রাসূল বলেন,

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا-

‘আঁধার রাতের ন্যায় ফিৎনা আসার পূর্বেই তোমরা নেক আমলের দিকে ধাবিত হও। (কেননা এমন এক সময় আসবে) যে সময় সকালে একজন মু’মিন হ’লে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় মুমিন হ’লে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে দিবে’।[মুসলিম হা/১১৮; হাকেম হা/২৪৬০; মিশকাত হা/৫৩৮৩]

অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى وَالْمَاشِى فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوْا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارَةَ فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ آدَمَ –

‘ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় চরম ফিৎনা আসতে থাকবে। ঐ সময় সকাল বেলা যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যায় যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে সকাল বেলা কাফের হয়ে যাবে। এ সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দন্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, দন্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে এবং চলমান ব্যক্তি দ্রুত ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। এ সময় তোমরা তোমাদের ধনুক ভেঙ্গে ফেল, ধনুকের ছিলা কেটে ফেল এবং তোমাদের তরবারিগুলো পাথরের উপর আঘাত করে ভেঙ্গে ফেল। তোমাদের কারো ঘরে বিপর্যয় ঢুকে পড়লে সে যেন আদম (আঃ)-এর দু’পুত্রের মধ্যে উত্তম জনের (হাবিল) ন্যায় হয়ে যায়’।[*আবূদাঊদ হা/২৫৫১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬১; ছহীহাহ হা/১৫২৪; ছহীহুল জামে‘ হা/১২২১; ইরওয়া হা/২৪৫১*]

কেউ মারতে এলে নিজে তাকে মারবে না। যেমন হাবীল তার ভাইকে বলেছিলেন, ‘যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তোমার হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যার জন্য আমার হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্ব প্রভু আল্লাহকে ভয় করি। আমি মনে করি এর ফলে তুমি আমাকে হত্যার পাপ ও তোমার পাপ সমূহের বোঝা একত্রে নিয়ে জাহান্নামবাসী হবে। আর সেটাই হ’ল যালেমদের যথাযোগ্য কর্মফল *(মায়েদাহ ৫/২৮-২৯)*।

একদা রাসূল (ছাঃ) চাদর মুড়ি দিয়ে লোকদের সামনে বের হয়ে বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ، أَظَلَّتْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، أَيُّهَا النَّاسُ، لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ بَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا-

‘হে লোক সকল! অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় ফিৎনা তোমাদের আচ্ছাদিত করবে। হে লোক সকল! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহ’লে অধিকহারে কাঁদতে ও অল্প হাসতে। [*আহমাদ হা/২৪৫৬৪, সনদ ছহীহ*]

ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

أَظَلَّتْكُمَ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، أَنْجَى النَّاس فِيهَا صَاحِبُ شَاهِقَةٍ، يَأْكُلُ مِنْ رِسْلِ غَنَمِهِ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ الدَّرْبِ آخِذٌ بِعَنَانِ فَرَسِهِ، يَأْكُلُ مِنْ فِيءِ سَيْفِهِ-

'অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় ফিৎনা তোমাদের আচ্ছাদিত করবে। লোকদের মাঝে উচু পাহাড়ে আরোহনকারীই কেবল সেই ফিৎনা থেকে রক্ষা পাবে। যে তার ছাগলের দুধ পান করে দিনাতিপাত করবে। অথবা এমন লোক রক্ষা পাবে যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে সর্বদা রাস্তায় প্রস্তুত থাকবে। তার তরবারী যা উপার্জন করে দিবে তা থেকে সে খাবে'।[*হাকেম হা/২৪৬০; ছহীহাহ হা/১৪১৮; ছহীহুল জামে' হা/১০৩৫*]

১৩. বিভিন্ন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়া: সমাজ, রাষ্ট্র ও সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়া ক্বিয়ামতে অন্যতম আলামত। ফিৎনা-ফাসাদ সমাজে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে লোকেরা ফিৎনার ভয়ে মৃত্যু কামনা করবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, *ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না (বিপদাপদের কারণে) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির স্থানে হওয়া কামনা করবে'।[বুখারী হা/৭১১৫; মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪১০*]

উল্লেখ্য, সাধারণভাবে বিপদ-আপদের কারণে মৃত্যু কামনা করা যাবে না। [*বুখারী হা/৫৬৭১*]

আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أُمَّتِىْ هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِى الآخِرَةِ عَذَابُهَا فِى الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلاَزِلُ وَالْقَتْلُ-

'আমার এ উম্মত দয়াপ্রাপ্ত, পরকালে এদের কোন শাস্তি হবে না, আর ইহকালে তাদের শাস্তি হ'ল ফিৎনাসমূহ, ভূমিকম্প ও যুদ্ধ বিগ্রহ'।[*আবূদাউদ হা/৪২৭৮; মিশকাত হা/৫৩৭৪; ছহীহাহ হা/৯৫৯*]

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عِنْدَ بَابِ حَفْصَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ الْفِتْنَةُ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ .قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا .وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ فِى رِوَايَتِهِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ-

'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাফছাহ (রাঃ)-এর দরজার নিকট দন্ডায়মান ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা পূর্বদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ফিৎনা এ দিক থেকে আসবে-যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে। এ কথাটি তিনি দুই বা তিনবার বলেছেন'।[*বুখারী হা/৩২৭৯; মুসলিম হা/২৯০৫*]

রাসূল (ছাঃ) পূর্বের দিকে ইঙ্গিত করে ইরাকসহ পুরো প্রাচ্যকে বুঝিয়েছেন। কারণ ইরাক থেকেই খারেজী, শী'আ, মু'তাযিলা, জাহমিয়া, মাজূসী, মানুবিয়া, মুযদাকিয়াসহ বহু ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব ঘটেছে। অপরদিকে চিন ও ভারত থেকে হুন্দুসিয়া, বুযিয়া, কাদিয়ানী, বাহাইয়া ও তাতারদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং পরবর্তীতে দাজ্জাল ও ইয়াজূজ-মাজূজের ফিৎনার আবির্ভাব ঘটবে।

সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলতেন, হে ইরাকবাসী! আশ্চর্য! ছগীরা (গুনাহ) সম্পর্কে তোমাদের কতই না প্রশ্ন। অথচ কবীরা (গুনাহ) করতে তোমাদের দ্বিধা নেই। আমি আমার পিতা

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তার হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইংগিত করে বলতে শুনেছি, ফিৎনা এদিক থেকে আসবে-যেদিক থেকে শয়তানের দুই শিং উদিত হয়। অথচ তোমরা পরস্পর হানাহানি করছ'।[*মুসলিম হা/২৯০৫*] মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন,

اِثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ-

'দু'টি জিনিসকে আদম-সন্তান অপসন্দ করে; (তার মধ্যে প্রথম হ'ল) মৃত্যু, অথচ মুমিনের জন্য ফিৎনা থেকে মৃত্যুই উত্তম। আর (দ্বিতীয় হ'ল) ধন-স্বল্পতা, অথচ ধন-স্বল্পতায় হিসাব কম হবে'।[*আহমাদ হা/২৩৬৭৩ ; মিশকাত হা/৫২৫১; ছহীহাহ হা/৮১৩*] হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

لَيُوشِكَنَّ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْكُم الشَّرُّ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِيَ، قَالَ :قِيلَ :وَمَا الْفَيَافِيُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، قَالَ :الأَرْضُ الْقَفْرُ-

'অবশ্যই তোমাদের উপর আকাশ থেকে অনিষ্টতা নাযিল করা হবে যা নির্জন ভূমিতেও পৌঁছবে। তিনি বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আবু আব্দিল্লাহ! ফায়াফী কি? তিনি বললেন, মরুভূমি'।[*ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৮৫৫৪*] অর্থাৎ মরুভূমিতে ফিৎনা ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্য এই ফিৎনার সময় যারা ধৈর্য ধারণ করবে তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এর পরেই ছবরের সময়। আর সে সময় ছবর করা এরূপ, যেন জ্বলন্ত আগুন হাতে রাখা। সে সময় যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে পঞ্চাশ জনের সমান ছওয়াব পাবে। তখন জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের মাঝের পঞ্চাশ জনের নেকীর অনুরূপ নেকী সে পাবে? তিনি বলেন, 'তোমাদের মত পঞ্চাশ জনের ছওয়াবের অনুরূপ ছওয়াব সে পাবে'।[*আবূদাউদ হা/৪৩৪১; ছহীহাহ হা/৪৯৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৭২*]

১৪. ব্যাপক হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়া : ক্বিয়ামতের একটি আলামত হ'ল হত্যাকান্ড বৃদ্ধি পাওয়া। হত্যাযজ্ঞ এত বেড়ে যাবে যে, পিতা ছেলেকে, ছেলে তার পিতাকে, চাচাকে ও প্রতিবেশীকে হত্যা করবে। এমনকি হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি জানবে না হত্যাকান্ডের কারণ কি?

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَدْرِى الْقَاتِلُ فِىْ أَىِّ شَىْءٍ قَتَلَ وَلاَ يَدْرِى الْمَقْتُولُ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ قُتِلَ

'ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কি অপরাধে সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, কি অপরাধে সে নিহত হয়েছে'।[*মুসলিম হা/২৯০৮, মিশকাত হা/৫৩৯০; ছহীহুল জামে' হা/৭০৭*] তিনি আরো বলেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهْوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضُ-

'ক্বিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বা হত্যাকান্ড ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে। হারজ অর্থ খুনখারাবী। তোমাদের সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, উপচে পড়বে।[*বুখারী হা/ ১০৩৬; মুসলিম হা/ ১৫৭; মিশকাত হা/ ৫৪১০*]

অন্যত্র তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হারজ হবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! 'হারজ' কী? তিনি বলেন, ব্যাপক গণহত্যা। কতক মুসলমান বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এখন এই এক বছরে এত মুশরিককে হত্যা করেছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তা মুশরিকদের হত্যা করা নয়, বরং তোমরা পরস্পরকে হত্যা করবে। এমনকি কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে, চাচাকে, চাচাতো ভাইকে এবং নিকটাত্মীয়কে পর্যন্ত হত্যা করবে। তারা বলল, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তখন কি আমাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। তবে সে সময়ের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান লোপ পাবে। তাদের কেউ কেউ মনে করবে সে একটি বিষয়ের উপর আছে অথচ সে থাকবে অন্য বিষয়ের উপর। এরপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর শপথ! আমি আশঙ্কা করছি যে, সে অবস্থা আমাকে পেয়ে বসবে। আর তোমরা অবশ্যই উক্ত বিষয়গুলো থেকে নিজেদের রক্ষা করবে। (আবু মূসা আশ'আরী বলেন,) হয়তো এ যুগ তোমাদেরকে ও আমাকে পেত, তাহ'লে তা থেকে আমার ও তোমাদের বের হয়ে আসা মুশকিল হয়ে যেত, যেমন নবী করীম (ছাঃ) আমাদের জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, আমরা ঐ অনাচারে যত সহজে জড়িয়ে পড়ব তা থেকে বের হয়ে আসা ততোধিক দুষ্কর হবে'।[*হাকেম হা/ ৮৫৮৭; আহমাদ হা/ ১৯৬৫৩; বাযযার হা/ ২৬২৪; ছহীহাহ হা/ ১৬৮২*]

তিনি আরো বলেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَأَخَاهُ وَأَبَاهُ،

'কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশী, তার ভাই এবং তার পিতাকে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না'।[*আল- আদাবুল মুফরাদ হা/ ১১৮; ছহীহাহ হা/ ৩১৮৫*]

বর্তমানে দুনিয়াবী স্বার্থে নিরপরাধ মানুষকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হচ্ছে, তেমনি গুম করে হত্যা করা হচ্ছে। অনেক নিহত ব্যক্তির পরিবার জানতেই পারে না যে, কি কারণে তার পিতা, স্বামী বা ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। এ ধরনের কাজ ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। যে ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বহু পূর্বেই সতর্ক করে গেছেন।

১৫. প্রাসাদে বিভিন্ন কারুকার্য করা : প্রাসাদে নকশা অংকন ক্বিয়ামতের আলামত। বর্তমানে ব্যাপকভাবে এটা চলছে। প্রতিটি প্রাসাদ নির্মাণের সময় প্রতিযোগিতা করা হয়, কার বাড়ি কত নকশাদার হবে।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন,لَا تَقومُ الساعةُ حَتى يَبنىَ النَّاسُ بُيوتاً يُشَبِّهُونَها بالمَراحِل،

'লোকেরা নকশি কাঁথার মত কারুকার্যখচিত বাড়িঘর নির্মাণ না করা পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবে না'।[*আল- আদাবুল মুফরাদ হা/ ৪৫৯, ৭৭৭; ছহীহাহ হা/ ২৭৯*]

অর্থাৎ বাড়ির প্রাচীরে ও নির্মাণ শৈলীতে বিভিন্ন প্রাণী বা প্রকৃতির ছবি সংযোজন করবে। যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

১৬. ভূমিকম্প বৃদ্ধি : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল ভূমিকম্পের ব্যাপকতা। এমন এক সময় আসবে যখন ঘন ঘন ভূমিকম্প হবে। তখন বুঝতে হবে যে, ক্বিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ،

'ক্বিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে'।[*বুখারী হা/ ১০৩৬; মুসলিম হা/ ১৫৭; মিশকাত হা/ ৫৪১০*]

সালমান বিন নুফাইল আস-সাকুনী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বসা ছিলাম, তখন একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনাকে কি আসমান হ'তে খাদ্য প্রদান করা হয়েছে? তিনি জবাবে বলেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, তার থেকে কিছু উদ্বৃত্ত ছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, তা কী করা হয়েছিল? তিনি বললেন, আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। আর আমার নিকট ওহী করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মাঝে সামান্য কয়টা দিনই অবস্থান করব। অতঃপর তোমরা অপেক্ষা করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা বলবে, (ক্বিয়ামত) কখন হবে, কখন হবে? তখন তোমরা দলে দলে আমার নিকট আসবে এবং একে অপরকে হত্যা করতে থাকবে। ক্বিয়ামতের পূর্বে দু'টি ভীষণ মহামারী দেখা দিবে এবং এরপর আসবে ভূমিকম্পের বছরসমূহ'।[*হাকেম হা/ ৮৩৮৩; আহমাদ হা/ ১৭০০৫; ইবনু হিববান হা/ ৬৭৭৭; সনদ ছহীহ*]

আরেকটি হাদীছে এসেছে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু হাওয়ালা আল-আযদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের একটি পদাতিক বাহিনীকে গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। আমরা ফিরে এলাম, অথচ কোন গনীমত পেলাম না। তিনি আমাদের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করলেন। তিনি আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তাদের ক্লান্তি দূর করতে তাদেরকে আমার দিকে সোপর্দ কর না এবং তাদেরকে তাদের দিকেও সোপর্দ কর না, তাহ'লে লোকেরা তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাবে। (ইবনু হাওয়ালা বলেন), এরপর তিনি আমার মাথা বা মাথার তালুতে হাত রেখে বললেন, হে ইবনু হাওয়ালা! যখন তুমি দেখবে যে, বায়তুল মাক্বদিসে (সিরিয়ার) ভূমিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন মনে করবে অধিক ভূমিকম্প, বিপদ-আপদ, মহা দুর্ঘটনা ও পেরেশানী সন্নিকটে। ক্বিয়ামাত তখন মানুষের এতই নিকটবর্তী হবে, যেমন আমার এ হাত তোমার মাথার নিকটে রয়েছে।[*আবূদাউদ হা/ ২৫৩৫; মিশকাত হা/ ৫৪৪৯; ছহীহুল জামে' হা/ ৭৮৩৮*]

১৭. ব্যভিচার ও মদ্যপান বৃদ্ধি পাওয়া, ইলম উঠে যাওয়া ও অজ্ঞতা বেড়ে যাওয়া : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল সমাজে যেনা-ব্যভিচার ও মদ্যপান বেড়ে যাওয়া, জ্ঞাণীদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম কমে যাওয়া ও মূর্খতা বৃদ্ধি পাওয়া।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا-

‘ক্বিয়ামাতের কিছু আলামত হ’ল ইলম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতা প্রসার লাভ করবে, মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে এবং যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করবে’।[*বুখারী হা/ ৮০; মুসলিম হা/ ২৬৭১*]

অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন,

لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِى، سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنَّ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ-

‘আমি কি তোমাদের এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করব যা আমার পর তোমাদের নিকট আর কেউ বর্ণনা করবে না। আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের কিছু আলামাত হ’ল ইলম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে। এমনকি প্রতি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র একজন পুরুষ হবে পরিচালক’।[*বুখারী হা/ ৬৮০৮; মুসলিম হা/ ২৬৭১; মিশকাত হা/ ৫৪৩৭*]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ لأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ،

‘অবশ্যই ক্বিয়ামতের আগে এমন একটি সময় আসবে যখন সব জায়গায় মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। সে সময় ‘হারজ’ বৃদ্ধি পাবে। আর হারজ হ’ল (মানুষ) হত্যা’।[*বুখারী হা/ ৭০৬৩; ইবনু মাজাহ হা/ ৪০৫১*]

তিনি আরো বলেন

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ،

‘যুগ নিকটবর্তী হবে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে’।[*মুসলিম হা/ ১৫৭*]

এক্ষণে ইলম উঠিয়ে নেওয়ার ধরন কেমন হবে সে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম উঠিয়ে নেন না, বরং দ্বীনের আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেন। ফলে যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হ’লে তারা না জেনেই ফৎওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে’।[*বুখারী হা/ ১০০*]

আর আলেমদের মৃত্যুর ভয়েই ওমর বিন আব্দুল আযীয গভর্নরদের নিকট পত্র লিখে বলেন, অনুসন্ধান কর, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর যে হাদীছ পাও তা লিপিবদ্ধ করে নাও। আমি ধর্মীয় জ্ঞান লোপ পাওয়ার এবং আলেমদের বিদায় নেয়ার ভয় করছি। জেনে রাখ, নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করা হবে না এবং প্রত্যেকের উচিত ধর্মীয় জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটানো। আর তারা যেন একসাথে বসে (ধর্মীয়

জ্ঞানের চর্চা করে), যাতে অজ্ঞ ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কারণ জ্ঞান গোপন না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না'।[*বুখারী ১/১৮৬*]

আর যখন ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে ও মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে তখন সমাজের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপরের কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়। শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না, ছাওম কি, ছালাত কি, কুরবানী কি, যাকাত কি? এক রাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহর কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলমানদের) কতক দল অবশিষ্ট থাকবে। তাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)-এর অনুসারী দেখতে পেয়েছি। সুতরাং আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকব। (তাবিঈ) ছিলা (রহঃ) হুযায়ফা (রাঃ)-কে বললেন, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' বলায় তাদের কি উপকার হবে? অথচ তারা জানে না ছালাত কি, ছিয়াম কি, হজ্জ কি, কুরবানী কি এবং যাকাত কি? ছিলা ইবনে যুফার (রহঃ) তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবার তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তৃতীয়বারের পর তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে ছিলা! এই কালেমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে। কথাটি তিনি তিনবার বলেন'।[*হাকেম হা/ ৮৬৩৬; ইবনু মাজাহ হা/ ৪০৪৯; ছহীহাহ হা/ ৮৭; ছহীহুল জামে' হা/ ৮০৭৭*]

আর এ কারণে পরকালীন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) যে জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন তা হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জ্ঞান। যা উঠা শুরু হয়েছে।

এজন্য রাসূল (ছাঃ) দুনিয়ার জ্ঞান অর্জনে অগ্রগামী ব্যক্তিদের সমালোচনা করে বলেছেন, إنّ الله يَبْغضُ كلَّ جَعْظَرِيَ جوَّاظٍ سَخّابٍ في الأسْواقِ جِيفَةٍ باللَّيْلِ حِمارٍ بالنَّهارِ عالِمٍ بالدُّنْيا جاهِلٍ بالآخِرَةِ،

'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কর্কশভাষী অহংকারী, বাযারে চিৎকারকারী, রাতের বেলায় অলস, দিনের বেলায় কর্মঠ, দুনিয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পরকাল বিষয়ে অজ্ঞদের ঘৃণা করেন'।[*ছহীহ ইবনু হিববান হা/ ৭২; ছহীহাহ হা/ ১৯৫; ছহীহুল জামে' হা/ ১৮৭৮*]

১৮. আমানত নষ্ট হওয়া ও তা হৃদয় থেকে উঠে যাওয়া : ক্বিয়ামতের আলামত হ'ল আমানতের খিয়ানত করা। আমানত রক্ষা করা দ্বীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ যার আমানতদারী নেই তার দ্বীনই নেই।

আমানত রক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও' *(নিসা ৪/৫৮)*।

রাসূল (ছাঃ) তার অধিকাংশ খুৎবায় বলতেন, لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ

‘যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। আর যে অঙ্গীকার পালন করে না, তার দ্বীন নেই’।[*আহমাদ হা/ ১২৪০৬; মিশকাত হা/ ৩৫; ছহীহুল জামে‘ হা/ ৭১৭৯*]

আমানত রক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে রাসূল (ছাঃ) বলেন,أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْهُ الصَّلاَةُ، ‘তোমরা দ্বীন থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি হারাবে তা হ’ল আমানতদারিতা। আর সর্বশেষ যা হারাবে তা হ’ল ছালাত’।[*হাকেম হা/ ৮৫৩৮; ছহীহাহ হা/ ১৭৩৯; ছহীহুল জামে‘ হা/ ২৫৭০*]

আমানত রক্ষা করতেই রাসূল (ছাঃ) হিজরতের দিন শত বিপদ থাকা সত্ত্বেও আলী (রাঃ)-কে আমানতের সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন।*ইরওয়াউল গালীল হা/ ১৫৪৬, ৫/ ৩৮৪ পৃঃ; সনদ হাসান; মা শা-‘আ ৭৭ পৃঃ*] আর আমানত রক্ষা না করা মুনাফিকের অন্যতম লক্ষণ।[*বুখারী হা/ ৩৩; মুসলিম হা/ ১০৭; মিশকাত হা/ ৫৫*]

আজকাল অধিকাংশ মানুষ আমানত রক্ষা করে না, যা ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ .قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ،

‘যখন আমানত বিনষ্ট হবে তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমানত কিভাবে নষ্ট হবে? তিনি বললেন, যখন অযোগ্য ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, তখনই তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে’।[*বুখারী হা/ ৬৪৯৬; মিশকাত হা/ ৫৪৩৯*]

অন্য হাদীছে এসেছে, যায়েদ বিন ওয়াহ্হাব বলেন, হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের দু’টি হাদীছ বর্ণনা করেছিলেন, যার একটি আমি দেখেছি (সত্যে পরিণত হয়েছে) আর অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি আমাদের বলেন, ‘আমানত মানুষের অন্তর্মূলে প্রবিষ্ট হয়। এরপর তারা কুরআন শিখে, তারপর তারা সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করে। তিনি আমাদের আমানত বিলুপ্তি সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ এক সময় ঘুমাবে। তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মত চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। এরপর সে আবার ঘুমাবে। তারপর আবার তুলে নেয়া হবে, তখন ফোসকার মত তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। যেমন একটা জ্বলন্ত অঙ্গারকে যদি তুমি পায়ের উপর রেখে দাও এতে পায়ে ফোস্কা পড়ে, তখন তুমি সেটাকে ফোলা দেখবে। অথচ তার মধ্যে কিছুই নেই। (এ সময়) মানুষ বেচাকেনা করবে বটে কিন্তু কেউ আমানত রক্ষা করবে না। তখন বলা হবে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছেন। কোন কোন লোক সম্পর্কে বলা হবে যে, লোকটি কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বীর, অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান নেই। [এরপর হুযায়ফা (রাঃ) বললেন] আমার উপর দিয়ে এমন একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে তখন আমি তোমাদের কার সঙ্গে লেনদেন করছি এ সম্পর্কে মোটেও চিন্তা-ভাবনা করতাম না। কেননা সে যদি মুসলিম হয় তাহ’লে তার দ্বীনই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। আর যদি সে খ্রিস্টান হয়, তাহ’লে তার অভিভাবকরাই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ব্যতীত কারো সঙ্গে বেচাকেনা করি না’।[*বুখারী হা/ ৬৪৯৭; মুসলিম হা/ ১৪৩; মিশকাত হা/ ৫৩৮১*]

স্বামীর যাবতীয় কার্যক্রম স্ত্রীর নিকট আমানত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

'সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড় আমানতের খিয়ানতকারী যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়। এরপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়'। *মুসলিম হা/ ১৪৩৭; আহমাদ হা/ ১১৬৭৩*]

এক্ষণে আমানতের ক্ষেত্রগুলো বুঝে তা যথাযথভাবে পালন করা মুমিনের একান্ত কর্তব্য।

১৯. পূর্ববর্তী জাতির রীতি-নীতির অনুকরণ করা : ইহুদী-খৃষ্টান ও মুশরিকদের অনুকরণে জীবন পরিচালনা করা ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। তাদের অনুকরণ চলা-ফেরা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি, ইবাদত ইত্যাদি ক্ষেত্রে হ'তে পারে।

রাসূল (ছাঃ) সকল ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের বিরোধিতা করতে বলেছেন'। *বুখারী হা/ ৫৮৯২; মুসলিম হা/ ২৬০; মিশকাত হা/ ৭৬৫,৪৪২১*]

রাসূলের উক্ত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণই পাপ। এটা ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত, যা বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করছে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِى بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ .فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولَئِكَ،

'ক্বিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মত পূর্বপুরুষদের আচার-অভ্যাসকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে গ্রহণ করবে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! পারস্য ও রোমকদের মত কি? তিনি বললেন, তাহ'লে আর কারা'?[*বুখারী হা/ ৭৩১৯; আহমাদ হা/ ৮২৯১*]

অন্যত্র তিনি বলেন,

لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ-

'অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের আগের লোকেদের নিয়ম-পদ্ধতিকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তে ঢুকে, তাহ'লে তোমরাও তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি ইহুদী ও নাছারা? তিনি বললেন, তবে আর কারা'?[*বুখারী হা/ ৭৩২০; মুসলিম হা/ ২৬৬৯; আহমাদ হা/ ১০৬৪৯; মিশকাত হা/ ৫৩৬১*]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, وَحَتَّى لَو أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ أُمَّهُ بِالطَّرِيْقِ لَفَعَلْتُمْ،

'এমনকি তাদের কেউ যদি রাস্তায় তার মায়ের সাথে যেনা করে তোমরাও তাই করবে'।[*হাকেম হা/ ৮৪০৪; ছহীহুল জামে' হা/ ৫০৬৭; ছহীহাহ হা/ ১৩৪৮*]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, তাদের অনুকরণের অর্থ হ'ল পাপাচার ও শরী'আত বিরোধী কাজে তাদের মত হয়ে যাওয়া। কাফের হয়ে যাওয়া নয়।

২০. দাসী কর্তৃক মনিবকে জন্মদান, নগ্ন পা ওয়ালা, উলঙ্গ ও ছাগলের রাখালদের প্রাসাদ নিয়ে অহংকার করা : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল দাসী কর্তৃক মুনিবকে জন্মদান করা এবং সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের বড় বড় ভবন নির্মাণ নিয়ে অহংকার প্রকাশ করা, যা বর্তমানে চলছে। ক্বিয়ামতের পূর্বে অবস্থা এমন হবে যে, সমাজের গুরুত্বহীনরা হবে সমাজ নেতা। তারা সমাজের নেতৃত্ব দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إذا رَأَيْتَ الأَمَةَ وَلَدَتْ رَبَّتَها وَرَأَيْتَ أَصْحابَ الْبُنْيانِ يَتَطاوَلُونَ بالبُنْيانِ وَرَأَيْتَ الحُفاةَ الجِياعَ العالَةَ كانُوا رؤوسَ النَّاسِ فَذَٰلِكَ مِنْ مَعالِمِ السَّاعَةِ وأَشْراطِها-

'যখন তুমি দেখবে দাসী তার মনিবকে জন্ম দিচ্ছে, ভবন নির্মাণকারীদের দেখবে তাদের প্রাসাদ নিয়ে গর্ব করছে, ক্ষুধার্ত নগ্নপদ বিশিষ্ট রাখালেরা লোকদের নেতৃত্ব দিতে দেখবে, এটিই ক্বিয়ামতের আলামত'।[*আহমাদ হা/২৯২৬; ছহীহাহ হা/১৩৪৫; ছহীহুল জামে' হা/৫৬০*]

হাদীছে জিব্রীলে এসেছে, জিব্রীল (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ ব্যাপারে প্রশ্নকারীর চেয়ে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে অধিক জানে না। তবে আমি তোমার কাছে এর কতগুলো নিদর্শন বলছি। তা হ'ল, যখন দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে, এটা তার একটি নিদর্শন। আর যখন নগ্নপদ ও নগ্নদেহ বিশিষ্ট লোকেরা মানুষের নেতা হবে, এও তার একটি নিদর্শন। এটি ঐ পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানেন না (১) ক্বিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। (২) তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, (৩) তিনিই জানেন, মাতৃগর্ভে কী আছে। এরপরে সে লোকটি চলে গেল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাঁকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। ছাহাবীগণ তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তিনি হ'লেন জিব্রীল, লোকেদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন'।[*বুখারী হা/৪৭৭৭; মুসলিম হা/৯; আহমাদ হা/৯৪৯৭; মিশকাত হা/০২*]

২১. পাতলা কাপড় পরিহিতা উলঙ্গ নারীদের আত্মপ্রকাশ : মুসলিম নারীদের বেপর্দা হওয়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। তারা ইহুদী-খৃষ্টান ও বিধর্মী নারীদের ন্যায় অর্ধনগ্ন হয়ে রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাযারে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলাফেরা করবে। যারা নিজেরা পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং দেহ প্রদর্শনের মাধ্যমে পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করবে। এর ফলে সমাজে ফিৎনা ছড়িয়ে পড়বে।

নারীদের ফিৎনার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) সতর্ক করে বলেন,مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ،

'পুরুষের জন্য স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোন ফিৎনা আমি ছেড়ে যাইনি'।[*বুখারী হা/ ৫০৯৬; মিশকাত হা/ ৩০৮৫*]

তিনি আরো বলেন, إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ،

‘অবশ্যই দুনিয়াটা চাকচিক্যময় সুমিষ্ট আকর্ষণীয়। আল্লাহ তা‘আলা সেখানে তোমাদেরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। তিনি লক্ষ্য করছেন যে, তোমরা কিরূপ আমল করো। তোমরা দুনিয়া ও নারী জাতি থেকে সতর্ক থেক। কেননা বনী ইসরাঈলদের প্রথমফিৎনা ছিল নারীকেন্দ্রিক ’।[*মুসলিম হা/ ২৭৪২; মিশকাত হা/ ৩০৮৬*]

অন্যত্র তিনি বলেন,

سَيَكُونُ فِى آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوْجٍ، كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ، كَمَا يَخْدُمْنَكُمْ نِسَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ-

‘শেষ যামানার আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক হবে, যারা ঘরের মত জিনে (মোটর গাড়ি)-তে সওয়ার হয়ে মসজিদের দরজায় নামবে (গাড়িতে করে ছালাত পড়তে আসবে)। তাদের মহিলারা হবে অর্ধনগ্ন, যাদের মাথা (খোঁপা) বুখতী উটের হেলে পড়া কুঁজের মত হবে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ করো। কারণ তারা অভিশপ্ত। তোমাদের পরে কোন জাতি যদি থাকে তবে তোমাদের নারীরা তাদের নারীদের খেদমত করবে। যেমন পূর্বের জাতির নারীরা তোমাদের খেদমত করেছিল’।[*হাকেম হা/ ৮৩৪৬; আহমাদ হা/ ৭০৮৩; ছহীহাহ হা/ ২৬৮৩; ছহীহ আত- তারগীব হা/ ২০৪৩, সনদ হাসান*]

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا -

‘জাহান্নামীদের মধ্যে দু’টি এমন দল হবে যাদেরকে আমি দেখতে পাব না। কিন্তু তাদের একদল লোকের হাতে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে। যা দিয়ে তারা লোকেদেরকে মারধর করবে। আর দ্বিতীয় দলটি হবে ঐ সমস্ত মহিলা, যারা কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে। তারা পুরুষদের আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরা পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুলের খোঁপা বুখতী উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার সুঘ্রাণ এত এত দূর হ’তে পাওয়া যাবে’।[*মুসলিম হা/ ২১২৮; মিশকাত হা/ ৩৫২৪; ছহীহাহ হা/ ১৩২৬; ছহীহুল জামে‘ হা/ ৩৭৯৯*]

২২. সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া : মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়াও ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। ক্বিয়ামতের পূর্বে এমন সময় আসবে যখন লোকদের অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। এক ব্যক্তিকে একশ’ দীনার দেয়ার পরেও সে অসন্তুষ্ট থাকবে।[*বুখারী হা/ ৩১৭৬*] এমনকি লোকেরা দান করার জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য ও নগদ অর্থ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু সে দান গ্রহণ করার মত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার কেউ বলবে, গতকাল দান করলে গ্রহণ করতাম, আজকে আমার কোন অভাব নেই।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ،

‘মানুষের এমন এক সময় আসবে যখন স্বর্ণ ছাদাক্বা করার জন্য লোক ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা নেয়ার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না’।[*বুখারী হা/ ১৪১৪; মুসলিম হা/ ১০১২*]

সম্পদের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাবে যে অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জনকারী আফসোস করবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

تَقِىءُ الأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِىءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِى هَذَا قَتَلْتُ .وَيَجِىءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِى هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِى .وَيَجِىءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِى هَذَا قُطِعَتْ يَدِى ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلاَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئً-

‘যমীন তার বক্ষস্থিত বস্তুসমূহ সোনা ও রূপা স্তম্ভের মত বের করে দিবে। তখন হত্যাকারী ব্যক্তি এসে বলবে, আমি এর জন্য হত্যা করেছি। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ব্যক্তি এসে বলবে, আমি এর জন্য আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছি। চোর এসে বলবে, এরই কারণে আমার হাত কাটা হয়েছে। অতঃপর সকলেই তা ছেড়ে দিবে। এর থেকে তাঁরা কেউ কিছুই গ্রহণ করবে না’।[*মুসলিম হা/ ১০১৩; মিশকাত হা/ ৫৪৪৪; ছহীহাহ হা/ ৩৬১৯*]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لاَ أَرَبَ لِى فِيهِ-

‘ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের মাঝে এত প্রাচুর্য দেখা দিবে যে, তা উপচে পড়বে। এমনকি সম্পদের মালিক তখন চিন্তা করবে যে, কে তার ছাদাক্বা গ্রহণ করবে? ছাদাক্বা নেওয়ার জন্য লোকদেরকে আহবান করা হবে। তখন সে বলবে, আমার প্রয়োজন নেই।[*মুসলিম হা/ ১৫৭; ইবনু হিববান হা/ ৬৬৮০; ছহীহুল জামে‘ হা/ ৭৪৩০*]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِى بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِى أُعْطِيَهَا لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا فَأَمَّا الآنَ فَلاَ حَاجَةَ لِى بِهَا .فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا-

‘তোমরা সাদাক্বা কর, কেননা তোমাদের ওপর এমন যুগ আসবে যখন মানুষ নিজের ছাদাক্বা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। (দাতা যাকে দেয়ার ইচ্ছা করবে সে) লোকটি বলবে, গতকাল পর্যন্ত নিয়ে আসলে আমি গ্রহণ করতাম। আজ আমার আর কোন প্রয়োজন নেই’।[*বুখারী হা/ ১৪১১; মুসলিম হা/ ১০১১; মিশকাত হা/ ১৮৬৬*]

ইমাম নববী বলেন, শেষ যামানায় সম্পদের ব্যাপকতা, যমীনের ধন-ভান্ডারের প্রকাশ এবং পৃথিবীতে অজস্র বরকতের প্রেক্ষিতে দান গ্রহণ করার জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না। আর এটা ঘটবে ক্বিয়ামতের পূর্বক্ষণে ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের পর মানুষ যখন ফিৎনায় পতিত হয়ে নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তখন কেউ সম্পদের দিকে খেয়াল করবে না। অথবা এটা ঘটবে মাহদী ও ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পর

যখন মানুষ ন্যায় ও নিরাপদে অবস্থান করবে তখন প্রত্যেকের নিকট যে সম্পদ থাকবে সেটাকেই সে যথেষ্ট মনে করবে।[*শারহু মুসলিম, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য*]

ইবনুল মালাক বলেন, সে সময় সকল মানুষই ধনী হয়ে যাবে। কারণ তারা তখন দুনিয়া ত্যাগী ও পরকালমুখী হয়ে যাবে। আর তারা প্রতিদিনের জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকবে। আগামী দিনের জন্য কোন সম্পদ গচ্ছিত রাখবে না।[*মিরকাত ১৮৬৬ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য*] সেজন্য রাসূল (ছাঃ) অল্প হ'লেও প্রতিদিন দান করতে উৎসাহিত করেছেন। কারণ প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন'।[*বুখারী হা/ ১৪৪২; মিশকাত হা/ ১৮৬০*]

ওমর বিন উসায়েদ বলেন, إِنَّمَا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَنَتَيْنِ وَنِصْفًا :ثَلاَثِينَ شَهْرًا لاَ وَاللهِ مَا مَاتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِينَا بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَيَقُولُونَ اجْعَلُوا هَذَا حَيْثُ تَرَوْنَ فِي الْفُقَرَاءِ فَمَا يَبْرَحُ حَتَّى يَرْجِعَ بِمَالِهِ يَتَذَكَّرُ مَنْ يَضَعُهُ فِيهِمْ فَلاَ يَجِدُهُ فَيَرْجِعُ بِمَالِهِ

'ওমর বিন আব্দুল আযীয আড়াই বছর বা ত্রিশ মাস ক্ষমতায় ছিলেন। আল্লাহর কসম ওমর বিন আব্দুল আযীযের জীবদ্দশায় জনৈক লোক অঢেল সম্পদ নিয়ে আমাদের নিকটে এসে বলত, এই সম্পদগুলো দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দাও। এই অবস্থা চলতে থাকত। আর ক্ষেত্র না পাওয়ার কারণে তারা সম্পদ নিয়ে ফিরে যেত'।[*বায়হাকী, দালায়েলুল নবুআত হা/ ২৮৪৮; ফাৎহুল বারী ৬/ ৬১৩*]

আর এই সম্পদ আরো বৃদ্ধি পাবে যখন ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করবেন।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ يَسْقِيهِ اللهُ الْغَيْثَ، تُخْرِجُ الأَرْضُ نَبَاتَهَا، وَيُعْطَى الْمَالُ صِحَاحًا تَنْعَمُ الأُمَّةُ، وَتكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، وَيَعِيْشُ سَبْعَ سِنِيْنَ، أَوْ ثَمَانِ سِنِيْنَ-

'আমার উম্মতের শেষ যামানায় মাহদীর আগমন ঘটবে। আল্লাহ তাকে পানি দ্বারা সিক্ত করবেন। যমীন তার শস্য উৎপাদন করবে। প্রচুর সম্পদ দান করা হবে। ফলে জাতি নে'মত প্রাপ্ত হবে। চতুস্পদ জন্তু বৃদ্ধি পাবে। তিনি সাত বা আট বছর অবস্থান করবেন'।[*হাকেম হা/ ৮৬৭৩; ছহীহাহ হা/ ৭৭১*]

অন্যত্র তিনি বলেন, 'আমার উম্মাতের মাঝে মাহদীর আগমন ঘটবে, সে পাঁচ অথবা সাত অথবা নয় বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকবে (যায়েদ সন্দেহে পতিত হয়েছেন যে, ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারী কোন সংখ্যাটি বলেছেন)। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা প্রশ্ন করলাম, এই সংখ্যা দ্বারা কি বুঝায়? তিনি বললেন, বছর। মানুষ তার নিকট এসে বলবে, হে মাহদী! আমাকে কিছু দান করুন, আমাকে কিছু দান করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তারপর সে তার কাপড় বা থলেতে যেটুকু পরিমাণ বহন করে নিতে পারবে তিনি তাকে সেটুকু পরিমাণ দান করবেন'।[*তিরমিযী হা/ ২২৩২; ইবনু মাজাহ হা/ ৪০৮৩; মিশকাত হা/ ৫৪৫৫*]

তিনি আরো বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

‘শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারক রূপে মারইয়াম তনয় [ঈসা (আঃ)] অবতরণ করবেন। তারপর তিনি ক্রুশ ভেংগে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযয়া রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের এরূপ প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না’।[*বুখারী হা/ ২২২২; মুসলিম হা/ ১৫৫; মিশকাত হা/ ৫৫০৫*]

২৩. বিশেষ ব্যক্তিদের সালাম প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, ব্যবসায় মহিলাদের অংশগ্রহণ : ক্বিয়ামতের আরো কিছু আলামত হ’ল ক্ষমতাশীল বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দেখলে সালাম প্রদান করা, বাড়িতে বাড়িতে দোকান সৃষ্টি হওয়া ও নারীদের ব্যবসায় সম্পৃক্ত হওয়া। বর্তমান সময়ে উপরোক্ত বিষয়গুলো সমাজে প্রচলিত।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ لاَ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ،

‘ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ’ল লোকেরা মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবে অথচ তাতে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে না। আর লোকেরা কেবল পরিচিত ব্যক্তিদের সালাম প্রদান করবে’।[*ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/ ১৩২৬; ছহীহাহ হা/ ৬৪৮; ছহীহুল জামে‘ হা/ ৫৮৯৬*]

অন্যত্র তিনি বলেন,إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لاَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ لِلْمَعْرِفَةِ

‘ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ’ল কেবল পরিচিতির ভিত্তিতে লোকেরা একে অপরকে সালাম প্রদান করবে’।[*আহমাদ হা/ ৩৮৪৮; ছহীহাহ হা/ ৬৪৮*]

তিনি আরো বলেন,إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا كَانَتِ التَّحِيَّةُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ،

‘পরিচয়ের ভিত্তিতে পরস্পরকে অভিবাদন জানানো ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত’।[*আহমাদ হা/ ৩৬৬৪; ছহীহাহ হা/ ৬৪৮*]

অথচ সালামের আদান-প্রদান পরিচিত অপরিচিত সবার জন্য প্রযোজ্য। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল, أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ।

‘কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বলেন, ক্ষুধার্তকে আহার করানো এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিতজনকে সালাম দেওয়া’।[*বুখারী হা/ ১২; মুসলিম হা/ ৩৯; মিশকাত হা/ ৪৬২৯*]

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও ব্যবসায় নারীদের সম্পৃক্ত হওয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ وَتَفْشُو التِّجَارَةُ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَتُقْطَعُ الأَرْحَامُ، وَشَهَادَةَ الزُّورِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ وَظُهُورَ الْقَلَمِ-

‘ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী কালে ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করে সালাম দেয়ার প্রচলন হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। ফলে স্বামীর ব্যবসায়ে স্ত্রীও সহযোগিতা করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। মিথ্যা সাক্ষ্যদানের প্রচলন হবে, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটবে’।[*হাকেম*

হা/৭০৮৩, ৮৩৭৮; আহমাদ হা/৩৮৭০, ৩৯৮২; ছহীহাহ হা/৬৪৭; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৪৯; ছহীহাহ হা/৬৪৭।]

তিনি আরো বলেন,

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ، وَتَفْشُو التِّجَارَةُ، وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ أَوِ الْقَلَمُ قَالَ :قَالَ عَمْرٌو :فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ، فَيَقُولُ :حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلاَنٍ، وَيَلْتَمِسُ فِي الْجَوِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبَ فَلاَ يُوجَدُ-

'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া, ব্যবসায়ের প্রসার হওয়া ও ইলম বা কলমের জোর প্রকাশ পাওয়া। আমর বলেন, কোন লোক যখন কোন কিছু ক্রয় করবে তখন বলবে, আমি অমুক গোত্রের ব্যবসায়ীর সাথে পরামর্শ করি। আর বিরাট এলাকায় একজন লেখক খোঁজা হবে। কিন্তু পাওয়া যাবে না'।[*নাসাঈ হা/৪৪৫৬; হাকেম হা/২১৪৭; ছহীহাহ হা/২৭৬৭*]

২৪. অধিক বাজার সৃষ্টি হওয়া: ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল যেখানে-সেখানে বাজার সৃষ্টি হওয়া। ক্বিয়ামতের পূর্বে এমন অবস্থা হবে যে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে দোকান থাকবে।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ وَيَتَقَارَبَ الأَسْوَاقُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ .قِيلَ وَمَا الْهَرْجُ قَالَ :الْقَتْلُ،

'ক্বিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না ফিৎনা প্রকাশ পাবে, মিথ্যাচার বৃদ্ধি পাবে, ঘনঘন বাজার সৃষ্টি হবে, সময় সংকুচিত হবে এবং হারজ বা হত্যাকান্ড বৃদ্ধি পাবে। জিজ্ঞেস করা হ'ল হারজ কি? তিনি বললেন, খুনখারাবী'।[*আহমাদ হা/১০৭৩৫; ইবনু হিববান হা/৬৭১৮; ছহীহাহ হা/২৭৭২*]

এক্ষণে বাজার ঘনঘন হওয়ার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যেখানে সেখানে বাজার সৃষ্টি হবে। এর আরেকটি অর্থ হ'তে পারে যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন-লাইন মার্কেটের ব্যাপক উন্নতি। অর্থাৎ পূর্বে বাজারে যেতে যেখানে এক বেলা সময় লাগত, সেখানে এক ঘণ্টায় চলে যাওয়া যায়। আবার বাড়িতে বসে থেকে অন-লাইন বা অফ-লাইনে অর্ডার দিলে অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িতে পণ্য চলে আসে। তাছাড়া বাড়িতে বসে থেকে বাজারের সকল পণ্যের পরিচয় ও মূল্য জানা যায়। অতএব বলা যায়, যেমন ঘনঘন বাজার সৃষ্টি হয়েছে তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে'।[*হামূদ বিন আব্দুল্লাহ তুওয়াইজেরী, ইত্তিহাফুল জামা'আত ২/১৯৫-১৯৬*]

২৫. সময়-কাল সংক্ষিপ্ত হওয়া:

ক্বিয়ামতের আলামত সময় দ্রুত চলে যাওয়া। সকাল হ'তে না হ'তেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসা। অথবা সারাদিন কাজকর্ম করে কাজে বরকত না হওয়া।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ .قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّمَ هُوَ؟ قَالَ :الْقَتْلُ الْقَتْلُ-

‘সময় নিকটতর হ’তে থাকবে, আর আমল কমে যেতে থাকবে, কৃপণতার বিস্তার ঘটবে, ফিৎনার বিকাশ ঘটবে এবং হারজ ব্যাপকতর হবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ‘হারজ’ কি? তিনি বললেন, হত্যা, হত্যা’।[*বুখারী হা/ ৭০৬১; মুসলিম হা/ ১৫৭; মিশকাত হা/ ৫৩৮৯*] সময় সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ-

‘যামানা পরস্পর নিকটবর্তী (সংকীর্ণ) না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। তখন এক বছর হবে এক মাসের মত, এক মাস হবে এক সপ্তাহের মত, এক সপ্তাহ হবে এক দিনের মত, এক দিন হবে এক ঘণ্টার মত এবং এক ঘণ্টা হবে আগুনের একটি স্ফুলিংগের মত’।[*তিরমিযী হা/ ২৩৩২; মিশকাত হা/ ৫৪৪৮; ছহীহুল জামে‘ হা/ ৭৪২২*]

এখানে সময় সংকীর্ণ হওয়ার বিষয়টি দু’ভাবে হ’তে পারে। এক. অর্থগত দৃষ্টিতে সময় নিকটবর্তী হওয়া, দুই. অনুভবগতভাবে নিকটবর্তী হওয়া।

এক্ষণে অর্থগত দৃষ্টিতে সময় নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম নববী কাযী ইয়ায ও অন্যান্যদের সূত্র ধরে বলেন, সময় সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ সময়ে বরকত কমে যাওয়া। পূর্ববর্তী লোকেরা (দ্বীনী বিষয়ে) যে কাজ এক ঘণ্টায় সেরে ফেলত পরবর্তীগণ কয়েক ঘণ্টায়ও তা পারবে না। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, সত্য হ’ল এর দ্বারা উদ্দেশ্য সবকিছু থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া, এমনকি সময় থেকেও। আর এটি ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত’। তিনি আরো বলেন, আমরা দ্রুত সময় পার হওয়ার বিষয়টি অনুভব করছি। অথচ পূর্বের যুগে এমনটি ছিল না’।[*ফাৎহুল বারী ১৩/১৬*]

এর অর্থ এটাও হ’তে পারে যে, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং দ্রুতগামী বিমান ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষ একে অন্যের কাছাকাছি হয়ে যাবে। কেউ কাউকে দূরে ভাববে না। এর অর্থ বাহ্যিক সংকোচন হ’তে পারে। হ’তে পারে শেষ যামানায় আল্লাহ পাক সময়কে দ্রুত করে দেবেন। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে দিবস দীর্ঘ করতে পারেন, ইচ্ছা করলে সংকীর্ণ করতে পারেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহা ক্ষমতাবান। কারণ দাজ্জালের আবির্ভাবকালে প্রথম তিনদিন এরকমই হবে। প্রথম দিনটি এক বৎসরের ন্যায়, দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের ন্যায় এবং তৃতীয় দিনটি এক সপ্তাহের ন্যায় দীর্ঘ হবে। তদ্রূপ আল্লাহ চাইলে দিবসকে সংকীর্ণও করতে পারেন। কেউ কেউ এখানে মানুষের আয়ু হ্রাস পাওয়াও উদ্দেশ্য করেছেন।

শায়খ বিন বায (রহঃ) ফাৎহুল বারীর পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন, সম্প্রতি আধুনিক সড়ক, পরিবহণ ও বিমান আবিষ্কারের ফলে দূর দূরান্তের শহরগুলি নিকটবর্তী হয়ে গেছে। যাতায়াত ও ভ্রমণের জন্য এখন আর পূর্বের

মত অপেক্ষা করতে হয় না। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া যায়। হাদীছে কাছাকাছি হওয়ার অর্থ এভাবেই করা যেতে পারে’।[*তা‘লীক ফাৎহিল বারী ২৫/৫২২ পৃঃ*]

অনুভূতিগতভাবে সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ হ’ল, সত্যিকারে দিন-রাত ছোট হয়ে যাওয়া। সুয়ূতী বলেন, ক্বিয়ামত ঘনিয়ে আসলে দিন-রাতের সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে।[*আল-হাভী লিল ফাতাওয়া ১/৪৪ পৃঃ*] বর্তমানে বরকত কমে যাওয়া, যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম উন্নতি ও বাস্তবে সময় সংকীর্ণ হওয়া সবগুলোই ঘটেছে।

২৬. মানুষকে প্রহারকারী লোকদের আবির্ভাব হওয়া :

ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে- যালেম শাসকদের আবির্ভাব। যাদের সৈন্যরা সাধারণ মানুষকে চাবুক দ্বারা নির্যাতন করবে। এই আলামতটি বহুকাল পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِى أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِى غَضَبِ اللهِ وَيَرُوحُونَ فِى سَخَطِ اللهِ

‘অচিরেই দীর্ঘ হায়াত পেলে তুমি দেখতে পাবে এমন এক কওম, যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক। তাদের সকাল হবে আল্লাহর গযবের মধ্যে এবং তাদের সন্ধ্যা হবে আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে’।[] রাসূল (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا-

‘জাহান্নামীদের মধ্যে দু’টি এমন দল হবে যাদেরকে আমি দেখিনি। তাদের একদল লোকের হাতে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে। যা দিয়ে তারা লোকেদেরকে মারধর করবে। আর দ্বিতীয় দলটি হবে ঐ সমস্ত মহিলারা, যারা কাপড় পরবে অথচ উলঙ্গের ন্যায় দেখা যাবে এবং তারা পুরুষদের আকৃষ্ট করবে, নিজেরাও পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুলের খোঁপা বুখতী উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার সুঘ্রাণ দূর-দূরান্ত হ’তে পাওয়া যাবে’।[11] ইমাম কুরতুবী বলেন, এই নিন্দিত আচরণগুলো উম্মতের মাঝে ব্যাপকহারে প্রসার লাভ করেছে। বিশেষ করে বাহরিয়ারা ক্ষমতা লাভের পর মিসরের ঘরে ঘরে তারা চাবুক ও লাঠি দ্বারা অন্যায়ভাবে লোকদের পিটায়। যে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) সতর্ক করেছেন।[12]

২৭. বাদ্যযন্ত্র ও গান বাজনার বিস্তৃতি লাভ : বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনার প্রসার লাভ ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। বর্তমানে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করার পর গান-বাজনা ও নৃত্য শুরু হয়। মুসলমানদের মাঝে এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে, যা ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার বড় প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ يَعْنِى الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا .فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

‘আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে। তেমনি এমন অনেক দল হবে, যারা পাহাড়ের ধারে বসবাস করবে, বিকাল বেলায় যখন তারা পশুপাল নিয়ে ফিরবে তখন তাদের নিকট কোন অভাব নিয়ে ফকীর আসলে তারা বলবে, আগামী দিন সকালে তুমি আমাদের নিকট এসো। এদিকে রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিবেন। পর্বতটি ধ্বসিয়ে দিবেন, আর বাকী লোকদেরকে তিনি ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত বানর ও শূকর বানিয়ে রাখবেন।[13] অন্যত্র তিনি বলেন,

يُمْسَخُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ، أَمُسْلِمِينَ هُمْ ؟ قَالَ :نَعَمْ، وَيَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَيَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ قِيلَ :فَمَا بَالُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ :اتَّخَذُوا الْمَعَازِفَ وَالْقَيْنَاتِ، وَالدُّفُوفَ، وَشَرِبُوا هَذِهِ الأَشْرِبَةَ، فَبَاتُوا عَلَى شَرَابِهِمْ وَلَهْوِهِمْ، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ مُسِخُوا-

‘শেষ যামানায় আমার উম্মতের কিছু লোককে বানর ও শূকরে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তারা কি মুসলমান হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল, তারা ছিয়াম পালন করবে এবং ছালাত আদায় করবে। জিজ্ঞেস করা হ’ল তাদের কি অপরাধ হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, তারা বাদ্যযন্ত্র, নর্তকী ও ঢোল-তবলাকে ধারণ করবে ও তারা এই মদ্য পান করবে। অতঃপর তারা মদ্যপান ও খেল-তামাশা অবস্থায় আসবে। আর সকাল করবে আকৃতি বিকৃত অবস্থায়’।[14] তিনি আরো বলেন,

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى عَلَى أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلاَلِهِمُ الْمَحَارِمَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ-

‘যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর শপথ! আমার উম্মতের একদল মানুষ রাত্রী যাপন করবে অনিষ্টতা, অহংকার ও খেল-তামাসার উপর। অথচ তারা হারামকে হালাল, গান-বাজনায় মত্ত, মদ্যপান, সূদ ভক্ষণ ও রেশমের কাপড় পরিধান করা হালাল মনে করার অপরাধে সকাল করবে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে’।[15] তিনি আরো বলেন, لَيَبِيتَنَّ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهْوٍ، وَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، ‘অবশ্যই এই উম্মতের একটি দল রাত অতিবাহিত করবে খাদ্য, পানীয় ও খেল-তামাসায় মত্ত হয়ে। তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত অবস্থায় সকাল করবে’।[16]

২৮. গানের সূরে কুরআন তিলাওয়াত করা : গানের সূরে কুরআন তিলাওয়াত করা ক্বিয়ামতের আলামত। সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম। তবে গানের সুরে তিলাওয়াত করা পাপ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْناً، ‘তোমরা কুরআনকে তোমাদের মধুর সুরে সুন্দর করে পড়বে। কারণ সুমিষ্ট স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বাড়ায়’।[17] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَذِنَ اللهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ، ‘মহান আল্লাহ এতটা খুশি হন না যতটা খুশি হন

সুকণ্ঠের অধিকারী কোন নবীর প্রতি, যিনি সুললিত কণ্ঠে ও সশব্দে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকেন'।[18] তিনি আরো বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ 'যে ব্যক্তি (তারতীল সহকারে) সুর করে কুরআন পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[19] কিন্তু কুরআন গানের সুরে তিলাওয়াত করা ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَادِرُوْا بِالْمَوْتِ سِتًّا، إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةَ الشَّرْطِ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَاسْتِخْفَافٌ بِالدَّمِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، يُقَدِّمُونَهُ لِيُغَنِّيَهُمْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا. 'ছয়টি বিষয় আসার পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। ১. মূর্খদের নেতৃত্ব, ২. অধিকহারে পুলিশ নিয়োগ, ৩. বিচারের ফায়ছালা ক্রয়-বিক্রয়, ৪. রক্তপাতকে হালকা মনে করা, ৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ও ৬. বাদ্যযন্ত্রের সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা, গানের সুরে তিলাওয়াতের জন্য তাদের প্রাধান্য দেওয়া যদিও তারা জ্ঞানে স্বল্প'।[20] উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজীদকে সুন্দর কণ্ঠে তিলাওয়াত করা শারী'আতের নির্দেশ। কুরআনকে সুর দিয়ে পড়লে আরো সুন্দর হয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সুমধুর কণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর তা নিষিদ্ধ নয়, কেননা সৌন্দর্য বর্ধক জিনিস সেই বস্তুরই অন্তর্ভুক্ত। ব্যাখ্যাকার আল-মানাবী (রহঃ) বলেন, আসলে উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা তারতীল সহ কুরআন তিলাওয়াতের উপর উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।[21] যেমন আল্লাহ বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'আর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত কর' *(মুযযাম্মিল ৭৩/৪)*। অর্থাৎ কুরআন তাজবীদসহ সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত কর। কালামুল্লাহকে সুর করে পড়লে মানুষ বিমোহিত হয়। একদা নবী (ছাঃ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর তিলাওয়াত শুনে বললেন,لَقَدْ أُوتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ، 'তোমাকে দাঊদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর দেওয়া হয়েছে'।[22]

২৯. মসজিদকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা : ক্বিয়ামতের পূর্বে এমন অবস্থা হবে যে বড় বড় মসজিদ নির্মাণ করা হবে এবং লোকেরা এর ভিতর দিয়ে অন্যত্র যাতায়াত করবে। অথচ মসজিদকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা ইসলামী শরী'আতে নিষেধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন,لَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا، إِلَّا لِذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ، 'তোমরা মসজিদকে ছালাত আদায় ও যিকির-আযকার ব্যতীত রাস্তা হিসাবে গ্রহণ করবে না'।[23] মসজিদকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা ক্বিয়ামতের আলামত। রাসূল (ছাঃ) বলেন,: مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قُبُلًا، فَيُقَالُ لِلَيْلَتَيْنِ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ- 'ক্বিয়ামতের আলামত হ'ল- নতুন চাঁদ বড় আকারে দেখা যাবে। তখন বলা হবে এটি দু'দিনের চাঁদ। আর মসজিদসমূহকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা হবে এবং আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাবে'।[24] তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي طُولِ الْمَسْجِدِ، وَعِرْضِهِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ- 'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল- লোকেরা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বড় মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবে অথচ তাতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে না'।[25] তবে একান্ত প্রয়োজনে মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা যাবে।[26]

৩০. আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল, আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। ক্বিয়ামতের পূর্বে কোন রোগ-ব্যাধি বা কোন কারণ ছাড়াই মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قُبُلًا، فَيُقَالُ :لِلَيْلَتَيْنِ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ- 'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল নতুন চাঁদ বড় আকারে দেখাবে, তখন বলা হবে এটি দু'দিনের চাঁদ। আর মসজিদ সমূহকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করা হবে এবং আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাবে'।[27]

অন্যত্র তিনি বলেন, إن من أَمَارَاتِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجْأَةِ. ‘ক্বিয়ামতের আলামত হ’ল আকস্মিক মৃত্যু বৃদ্ধি পাওয়া’।[28] তিনি আরো বলেন, مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْفَالِجُ، وَمَوْتُ الْفَجْأَةِ ‘পক্ষাঘাত রোগের প্রসার ও আকস্মিক মৃত্যু বৃদ্ধি পাওয়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত’।[29]

উল্লেখ্য, হঠাৎ মৃত্যু ক্বিয়ামতের আলামত হ’লেও তা মুমিনদের জন্য অভিশাপ নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ- ‘আমি রাসূল (ছাঃ)-কে হঠাৎ মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি মুমিনদের জন্য আরামদায়ক আর পাপীদের জন্য গযবে গ্রেপ্তার স্বরূপ’।[30] আবু কাতাদা ইবনু রিবঈ (রাঃ) বলেন, مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ‘রালূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন, সে শান্তি লাভ করেছে এবং লোকেরাও তার নিকট থেকে শান্তি পেয়েছে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এর অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মুমিন বান্দা দুনিয়ার দুঃখ ও কষ্ট থেকে স্বস্তি লাভ করে এবং পাপী বান্দার মন্দ হ’তে আল্লাহর বান্দা, গাছপালা ও জীবজন্তু স্বস্তি পায়’।[31]

৩১. উম্মতের মধ্যে শিরকের প্রকাশ ও তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া : শিরক একটি মহাপাপ, যা আল্লাহ তা‘আলা তওবাহ ছাড়া ক্ষমা করেন না’ *(নিসা ৪/৪৮)*। শিরক মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়া ক্বিয়ামতের আলামত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى الأَوْثَانَ- ‘ক্বিয়ামত আসবে না, যে পর্যন্ত না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং আমার উম্মতের কিছু গোত্র মূর্তিপূজা করবে’।[32] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الْخَلَصَةِ .وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ- ‘ক্বিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না দাউস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব যুল-খালাছা মূর্তির চারপাশে আন্দোলিত হবে। যুল-খালাছা একটি মূর্তি ছিল, দাউস গোত্রীয় লোকেরা প্রাক-ইসলামী যুগে তাবালা নামক স্থানে এর পূজা করত’।[33] তিনি আরো বলেন,

لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى .فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ)هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُوْنَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ-

‘রাত দিন খতম হবে না, (ক্বিয়ামত হবে না) যতক্ষণ না লাত ও উযযা দেবতার পূজা (পুনরায় আরম্ভ) করা হয়। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূল (মুহাম্মাদ)-কে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করে দেন। যদিও অংশীবাদীরা এটা পসন্দ করে না’ *(ছফ ৬১/০৯)*। এ আয়াত নাযিলের পর আমি তো মনে করছিলাম যে, এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তা অবশ্যই হবে। তবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন ততদিন পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। অতঃপর তিনি স্বচ্ছ বায়ু প্রবাহিত

করবেন। ফলে যাদের হৃদয়ে দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তাদের প্রত্যেককেই তুলে নেওয়া হবে। অবশেষে যাদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই তারাই কেবল বেঁচে থাকবে। তখন তারা পূর্ব পুরুষদের ধর্মে ফিরে যাবে'।[34]

এই শিরক এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, লোকেরা বুঝতেও পারবে না। নিজের অজান্তেই মানুষ এই মহাপাপে জড়িয়ে পড়বে। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) জাতিকে সতর্ক করেছেন। মা'কেল বিন ইয়াসার (রাঃ) বলেন,

انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ :يَا أَبَا بَكْرٍ، لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ :وَهَلِ الشِّرْكُ إِلاَّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟ قَالَ قُلِ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ.

'আমি আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে গেলাম। তিনি বলেন, হে আবুবকর! নিশ্চয়ই শিরক পিপীলিকার পদচারণা থেকেও সন্তর্পণে তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আবুবকর (রাঃ) বলেন, কারো আল্লাহর সাথে অপর কিছুকে ইলাহরূপে গণ্য করা ছাড়াও কি শিরক আছে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শিরক পিপীলিকার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিব না, যা তুমি বললে শিরকের অল্প ও বেশী সবই দূর হয়ে যাবে? তিনি বলেন, তুমি বল,اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ، 'হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই'।[35]

৩২. মসজিদ চাকচিক্যময় করা ও তা নিয়ে গর্ব করা: মসজিদের সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করা ও এর কারুকার্য নিয়ে অহংকার করা ক্বিয়ামতের আলামত। এ কাজ এখন ব্যাপকহারে চলছে। রাসূল (ছাঃ) এসব করতে নিষেধ করেছেন এবং সে বিষয়ে জাতিকে সতর্ক করেছেন। আনাস (রাঃ) বলেন, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ في المساجد 'রাসূল (ছাঃ) মসজিদ নিয়ে গর্ব-অহংকার করতে নিষেধ করেছেন।[36] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ .قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى- 'মসজিদ সমূহকে উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, অবশ্যই তোমরা মসজিদগুলোকে চাকচিক্যময় করবে যেভাবে ইহুদী-খ্রীস্টানরা (গীর্জাকে) চাকচিক্যময় করেছে'।[37] আনাস (রাঃ) বলেন, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا، ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلاً، 'লোকদের নিকট এমন সময় আসবে যখন তারা মসজিদ নির্মাণ করবে। তারা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে অথচ তারা একে কমই (ইবাদতের মাধ্যমে) আবাদ রাখবে'। ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، فَتَفْتِنَ النَّاسَ، 'আমি লোকদেরকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে চাই। মসজিদে লাল বা হলুদ রঙ লাগানো থেকে সাবধান থাক, এতে মানুষকে তুমি ফিৎনায় ফেলবে'।[38] তাছাড়া মসজিদ অধিকহারে সৌন্দর্যমন্ডিত করা অপচয়ের শামিল, যা নিষিদ্ধ। মসজিদ চাকচিক্য করা মুসলমানদের ধ্বংসের অন্যতম কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إذا زَخْرَفْتُمْ مَساجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ مَصاحِفَكُمْ

فالدَّمارُ عَلَيْكُم، ‘যখন তোমরা মসজিদসমূহ চাকচিক্যময় করবে এবং তোমাদের কিতাবগুলোকে অলংকিত করবে তখন তোমাদের উপর ধ্বংস নেমে আসবে’।[39] মসজিদকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা ক্বিয়ামতের আলামত। রাসূল (ছাঃ) বলেন,لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ، ‘ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না লোকেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পরে গর্ব করে।[40] অন্যত্র তিনি বলেন, مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ، ‘মসজিদগুলো নিয়ে পরস্পরে গর্ব করা ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত’।[41]

উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ) ছালাতের স্থানকে যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত রাখতে কা‘বা চত্বর থেকে সমস্ত মূর্তি ও ছবি অপসারণ করেছিলেন। মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য হ’ল, তারা আজ সেই ছালাতের স্থানকে বিভিন্নরূপে ছালাতের অনুপযোগী করে তুলছে। পূর্বের মসজিদগুলো ছিল কাঁচা কিন্তু মানুষের ঈমান ছিল পাকা, হৃদয় ছিল তাক্বওয়ায় পরিপূর্ণ। বর্তমানে মসজিদগুলো অত্যাধুনিক টাইলস, গ্লাস, এসি, দামী পাথর ও কার্পেট দ্বারা সজ্জিত করা হচ্ছে, মুছল্লীর পোশাক ও মুছাল্লা হচ্ছে ঝকঝকে। কিন্তু দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ অন্তরটা হচ্ছে কলুষিত ও ক্লেদপূর্ণ। তাক্বওয়া ও ঈমানের পরিচর্যা না হয়ে চলছে কেবল বস্তুর পরিচর্যা এবং লৌকিকতার প্রতিযোগিতা। অতএব সর্বাগ্রে নিজের হৃদয়কে ঈমান ও তাক্বওয়ার আলো দ্বারা সজ্জিত করতে হবে, একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার মাধ্যমে স্বচ্ছ ও সুন্দর করতে হবে।

৩৩. মূর্খ ও অজ্ঞদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং তাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করা : ক্বিয়ামতের পূর্বে সুশিক্ষার হার কমে যাবে। মূর্খদের দ্বারা সমাজ ভরে যাবে। আর এই ধরনের অজ্ঞ ব্যক্তিরাই সমাজের নেতৃত্ব দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ، يَزُولُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ فِيهَاالْجَهْلُ- ‘ক্বিয়ামতের পূর্বে হারজ অর্থাৎ হত্যাকান্ড শুরু হবে। তখন ইল্ম বিলুপ্ত হবে এবং মূর্খতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে’।[42] নিকৃষ্ট মানুষেরা সমাজের নেতা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ- ‘যতক্ষণ না নিকৃষ্ট লোকের পুত্র নিকৃষ্টরা পৃথিবীতে ভাগ্যবান হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না’।[43] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِيْنَ وَمِنْ إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ .وَقَال لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلُكَعِ بْنِ لُكَعٍ ‘তোমরা আল্লাহর নিকট সত্তরের অধিক আয়ু প্রাপ্তি থেকে আশ্রয় চাও। আরো আশ্রয় চাও বালকদের নেতৃত্ব থেকে। তিনি আরো বলেন, দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না নিকৃষ্ট লোকের সন্তান নিকৃষ্টরা এর নেতৃত্ব দিবে।[44] তিনি আরো বলেন,لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعَ بْنَ لُكَعٍ ‘দিন ও রাতের পরিসমাপ্তি হবে না যতক্ষণ না নিকৃষ্ট লোকের পুত্র নিকৃষ্টরা পৃথিবীতে ভাগ্যবান হবে। অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না’।[45] তিনি আরো বলেন, يُوشِكُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَتَيْنِ، ‘অতিসত্তর নিকৃষ্ট লোকের পুত্র নিকৃষ্টরা পৃথিবীতে বিজয়ী হবে। আর সে সময় দু’জন সম্মানী ব্যক্তির মধ্যে মুমিন ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ হবে’।[46] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

سَيَأْتِى عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِى أَمْرِ الْعَامَّةِ-

‘মানুষের নিকট এমন প্রতারণাপূর্ণ যুগ আসবে, যাতে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে গণ্য করা হবে। যখন খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদার আমানতে

খেয়ানত করবে। যখন জনসাধারণের ব্যাপারে তুচছ লোক মুখ চালাবে। জিজ্ঞেস করা হ’ল, রুওয়াইবেযাহ কি? তিনি বললেন, তুচ্ছ লোক কর্তৃক জনসাধারণের নেতৃত্ব দেওয়া’।[47]

৩৪. মূর্খ লোকদের নেতৃত্ব দান : সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব মূর্খ লোকদের হাতে চলে যাওয়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। নবী করীম (ছাঃ) কা‘ব বিন উজরাকে বলেন,

أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ :مَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ:أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِى لاَ يَقْتَدُونَ بِهَدْيِى وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُمْ-

‘আমি তোমার জন্য আল্লাহর নিকট মূর্খদের নেতৃত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, মূর্খদের নেতৃত্ব কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার পরে এমন কিছু লোক নেতৃত্বে আসবে, যারা আমার নির্দেশনা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে না। আমার সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করবে না। যারা তাদের মিথ্যাকে সত্যায়ন করবে এবং তাদের অত্যাচারে সহায়তা করবে, এরা আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই’।[48] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا عَمَّرَ الْمُسْلِمُ كَانَ خَيْراً لَهُ، قَالَ بَلَى وَلَكِنِّى أَخَافُ سِتًّا إِمَارَةَ السُّفَهَاءِ وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَنَشَأً يَنْشَئُونَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ وَسَفْكَ الدَّمِ-

‘মুসলিম যতদিন বেঁচে থাকবে সেটিই তার জন্য কল্যাণকর। তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু ছয়টি বিষয়ের আশঙ্কা করছি। মূর্খদের নেতৃত্ব, বিচার-ফায়ছালা ক্রয়-বিক্রয় করা, পুলিশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, নতুন কিছু সৃষ্টি হওয়া, কুরআনকে বাজনা হিসাবে গ্রহণ করা ও রক্ত প্রবাহিত করা’।[49] তিনি আরো বলেন, مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الأَشْرَارُ وَتُوضَعَ الأَخْيَارُ، وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، وَيُقْرَأَ بِالْقَوْمِ الْمُثَنَّاةُ لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا قِيلَ :وَمَا الْمُثَنَّاةُ؟ قَالَ :مَا اكْتُتِبَتْ سِوَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ‘ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হ’লে খারাপ লোকদের মর্যাদা দেওয়া হবে, সৎলোকদের অপমান করা হবে, কথার ঝুরি হবে ও আমল কমে যাবে। লোকদের নিকট মুছান্নাত পাঠ করা হবে কিন্তু কেউ বাধা দিবে না। জিজ্ঞেস করা হ’ল মুছান্নাত কি? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা যে বই লিখা হয়’।[50] তিনি আরো বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَبِهِ هُدِيتُمْ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَعَنْهُ تُسْأَلُونَ ‘এমন সময় তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, এর দ্বারাই তোমাদের হেদায়াত দেওয়া হয়েছে, এর দ্বারাই তোমরা রিযিক প্রাপ্ত হবে এবং এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে’।[51]

• কিয়ামতের বৃহত্তর আলামতসমূহ

১. ইমাম মাহদীর আগমণ

সহীহ হাদীছের বিবরণ থেকে অবগত হওয়া যায় যে, আখেরী যামানায় ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ কিয়ামতের সর্বপ্রথম বড় আলামত। তিনি আগমণ করে এই উম্মাতের নের্তৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। ইসলাম ধর্মকে সংস্কার করবেন এবং ইসলামী শরীয়তের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করবেন। পৃথিবী হতে জুলুম-নির্যাতন দূর করে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা তা ভরে দিবেন। উম্মতে মুহাম্মাদী তাঁর আমলে বিরাট কল্যাণের ভিতর থাকবে।

ইমাম ইবনে কাছীর (রঃ) বলেনঃ তখন ফল-ফলাদীতে প্রচুর বরকত হবে, মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, ইসলাম বিজয়ী হবে, ইসলামের শত্রুরা পরাজিত হবে এবং সকল প্রকার কল্যাণ বিরাজ করবে।[1]

ইমাম মাহদীর পরিচয়ঃ

তাঁর নাম হবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নামের মতই এবং তাঁর পিতার নাম হবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পিতার নামের মতই। তিনি হবেন হাসান বিন আলী (রাঃ)এর বংশ থেকে। ইবনে কাছীর (রঃ) বলেনঃ "তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ফাতেমী আল-হাসানী"।[2]

হাদীস, ফিকহ ও আকীদার পরিভাষায় 'ইমাম' শব্দটি 'খলীফা' বা 'রাষ্ট্রপ্রধান' শব্দের সমার্থক। মাহদী অর্থ 'হেদায়াত-প্রাপ্ত'।এজন্য পারিভাষিকভাবে 'ইমাম মাহদী' অর্থ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত-প্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান'।

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর পরের খলীফাগণকে 'খুলাফা রাশিদীন মাহদিয়্যীন' বা 'মাহদী রাশিদ খলীফা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ থেকে আমরা জানি যে, খুলাফায়ে রাশিদীন সকলেই 'মাহদী' বা 'হেদায়াতপ্রাপ্ত' ছিলেন। তবে শেষ যুগে আরো একজন 'মাহদী রাষ্ট্রপ্রধান' ক্ষমতাগ্রহণ করবেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মাহদীর কথা উল্লেখ করে কোনো হাদীস সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমে নেই। অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ক হাদীসগুলো সংকলিত। এ বিষয়ে কিছু সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক যয়ীফ হাদীস বিদ্যমান এবং অগণিত জাল হাদীস এ বিষয়ে প্রচারিত হয়েছে। এখানে এ বিষয়ক কয়েকটি গ্রহণযোগ্য হাদীস উল্লেখ করছি।

প্রথম হাদীস: আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ρ) বলেন:

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّى أو مِنْ أَهْلِ بَيْتِى)يَمْلِكَ الْعَرَبَ/ يلي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى (يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِى وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِى يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا.

"দুনিয়ার যদি একটি দিনও বাকি থাকে তবে আল্লাহ সে দিনটিকে দীর্ঘায়িত করে আমার বংশধর থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যার নাম ও পিতার নাম আমার নাম ও আমার পিতার নামের মতই হবে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করবেন, আরবদের উপর রাজত্ব গ্রহণ করবেন জুলুম পূর্ণ পৃথিবীকে ইনসাফে পূর্ণ করবেন।" হাদীসটি সহীহ।((তিরমিযী, আস—সুনান ৪/৫০৫, নং ২২৩০, ২২৩১। হাদীসটি সহীহ।))

দ্বিতীয় হাদীস: আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

الْمَهْدِىُّ مِنِّى أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الأَنْفِ يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ

"মাহদী আমার (বংশধর) থেকে, তার কপাল চুলমুক্ত (মাথার সম্মুখভাগে চুল থাকবে না) এবং নাক চিকন। সে অত্যাচারে পরিপূর্ণ দুনিয়াকে ন্যায়পরায়ণতায় পূর্ণ করবে। সে সাত (অন্য বর্ণনায়: নয়) বছর রাজত্ব করবে।" হাদীসটি সহীহ।((আবূ দাউদ, আস—সুনান ৪/১৭৪ (নং ৪২৮৭)। ইবনুল কাইয়িম, সুয়ূতী ও আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বা হাসান বলেছেন।))

তৃতীয় হাদীস: উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم- وَيُلْقِى الإِسْلاَمُ بِجِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ/ تِسْعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ - الْمُسْلِمُونَ

"একজন খলীফার মৃত্যুর সময় মতভেদ হবে। তখন মদীনার একজন মানুষ পালিয়ে মক্কায় চলে আসবে। তখন মক্কার কিছু মানুষ তার কাছে এসে তাকে বের করে আনবে। তার অনিচ্ছা ও অপছন্দ সত্ত্বেও তারা হাজার আসওয়াদ ও মাকাম ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তার বাইয়াত করবে। সিরিয়া থেকে একটি বাহিনী তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হবে। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বাইদা নামক স্থানে এ বাহিনী ভূমিধ্বসে ধ্বংস হবে। যখন মানুষেরা তা দেখবে তখন সিরিয়া থেকে আবদালগণ এবং ইরাক থেকে দলেদলে মানুষ এসে হাজার আসওয়াদ ও মাকাম ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। এরপর কুরাইশ বংশ থেকে একব্যক্তি তার (মাহদীর) বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, যার মাতুল হবে কালব বংশের। এ ব্যক্তি একটি বাহিনী তার (মাহদীর) বিরুদ্ধে প্রেরণ করবে। কিন্তু মাহদীর বাহিনী কালব গোত্রের বাহিনীকে পরাজিত করবে। কালব গোত্রের গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বণ্টনে যে উপস্থিত থাকবে না সে দুর্ভাগা। তখন সে (মাহদী) সম্পদ বণ্টন করবে এবং মানুষদের মধ্যে তাদের নবীর (সা.) সুন্নাত অনুসারে কর্ম করবে। আর পৃথিবীর বুকে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সে সাত (অন্য বর্ণনায়: নয়) বৎসর এভাবে থাকবে। এরপর সে মৃত্যুবরণ করবে এবং মুসলিমগণ তার সালাতুল জানাযা আদায় করবে।"

হাদীসটির বিশুদ্ধতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান এবং সহীহ পর্যায়ের বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে শাইখ আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন।((ইবনুল কাইয়িম, আল—মানারুল মুনীফ, পৃষ্ঠা ১৪১—১৪৮; আলবানী, যায়ীফাহ ৪/৪৩৫—৪৩৭, নং ১৯৬৫এ))

চতুর্থ হাদীস: আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قُصِرَ فَسَبْعٌ وَإِلَّا فَتِسْعٌ فَتَنْعَمُ فِيهِ أُمَّتِي نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ تُؤْتَى أُكُلَهَا وَلَا تَدَّخِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ فَيَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي فَيَقُولُ خُذْ

"আমার উম্মাতের মধ্যে মাহদী আসবে। কম হলে সাত (বছর), না হলে নয় (বছর)।তখন আমার উম্মাতের মধ্যে নিয়ামত সর্বজনীন হবে। তারা এমনভবে প্রাচুর্য ও নিয়ামত ভোগ করবে যা তারা ইতোপূর্বে কখনোই ভোগ করে নি। উম্মাতকে সকল প্রাচুর্য দেওয়া হবে এবং মাহদী তাদেরকে না দিয়ে কিছুই সঞ্চিত করে রাখবে না। তখন সম্পদ হবে অফুরন্ত। কোনো ব্যক্তি যদি বলে, হে মাহদী, আমাকে প্রদান করুন তবে মাহদী বলবে: তুমি নিয়ে যাও।" হাদীসটি হাসান।((হাদীসটি হাসান। ইবন মাজাহ, আস—সুনান ২/১৩৬৬। আলবানী, সহীহ ইবন মাজাহ ২/৩৮৯, নং ৩২৯৯।))

পঞ্চম হাদীস: উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ

“মাহদী আমার বংশের, ফাতিমার বংশধর থেকে।” হাদীসটি সহীহ।((আবূ দাউদ, আস—সুনান ৪/১৭৪, নং ৪২৮৬। সুয়ূতী, আলবানী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।))

ষষ্ঠ হাদীস: সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيفَةٍ ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ

“তোমাদের সংরক্ষিত সম্পদ নিয়ে তিন ব্যক্তি লড়াই করবে, তিনজনই খলীফার সন্তান। তাদের তিনজনের একজনও তা অধিকার করতে পারবে না। এরপর পূর্ব দিক থেকে কাল পতাকাসমূহের উদয় হবে, তখন তারা তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে যেভাবে ইতোপূর্বে কেউ করে নি। এরপর তিনি কিছু বললেন, যা আমি মনে রাখতে পারি নি। এরপর বলেন: যখন তোমরা তা দেখবে তখন তার বাইয়াত করবে। বরফের উপরে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও বাইয়াত করবে; কারণ সেই আল্লাহর খলীফা মাহদী।” ইমাম বাযযার, হাকিম নাইসাপূরী, যাহাবী, বূসীরী, সুয়ূতী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আলবানী হাদীসটি শেষ বাক্যটিকে যয়ীফ বলেছেন।((বাযযার, আল—বাহরুয যাখখার ১০/৩২; হাকিম, আল—মুসতাদরাক ৪/৫১০; বূসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ ৪/২০৪; আব্দুল মুহাসিন আব্বাদ, শারহ সুনান আবী দাউদ ২৫/৩৫; আলবানী, যায়ীফ ইবন মাজাহ, পৃষ্ঠা ৩৩৪, নং ৮৮৭; যায়ীফাহ ১/১৯৫, নং ৮৫।))

বুখারী ও মুসলিম সংকলিত কয়েকটি হাদীস ইমাম মাহদী প্রাসঙ্গিক বলে গণ্য করেছেন আলিমগণ। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

“তোমরা কি জান তোমাদের কী অবস্থা হবে যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা যখন তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন আর তখন তোমাদের ‘ইমাম’ হবেন তোমাদেরই মধ্যকার একজন।”((বুখারী, আস—সহীহ ৩/১২৭২; মুসলিম, আস—সহীহ ১/১৩৬ (কিতাবুল ঈমান,বাব নুযূলি ঈসা..নং ১৫৫)))

অন্য হাদীসে জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ – قَالَ – فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -صلى الله عليه وسلم- فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ لاَ. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةَ.

“আমার উম্মাতের কিছু মানুষ হক্কের উপরে বিজয়ী থেকে লড়াই করে চলবে কিয়ামত পর্যন্ত। তিনি বলেন: অতঃপর মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ) অবতরণ করবেন তখন তাদের আমীর বলবে: আসুন আমাদের জন্য ইমাম হয়ে সালাত আদায় করুন। তিনি বলবেন: না, আপনারা একে অপরের উপর আমীর, এটি এ উম্মাতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মাননা।”((মুসলিম, আস—সহীহ ১/১৩৭ (কিতাবুল ঈমান, বাব (৭১) নুযূলি ঈসা, নং ১৫৬)))

এ সকল হাদীসের আলোকে আলিমগণ বলেন যে, ইমাম মাহদীর সময়েই ঈসা (আ) অবতরণ করবেন এবং তাঁরই ইমামতিতে তিনি সালাত আদায় করবেন।

উপরের হাদীসগুলো থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো জানতে পারি:

(ক) ‘ইমাম মাহদী’ বলতে একজন হেদায়াতপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান বুঝানো হয়েছে। যিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে বিশ্বে প্রাচুর্য, শান্তি, ইনসাফ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে।

(খ) তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধর এবং ৭ বা ৯ বৎসর রাজত্ব করবেন।

(গ) তার রাজত্বকালেই ঈসা (আ) অবতরণ করবেন।

(ঘ) তার ইমামত, খিলাফত বা শাসন আরবদেশ কেন্দ্রিক হবে।

(ঙ) তার ক্ষমতাগ্রহণের পূর্বে ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ হবে। বাইতুল্লাহর পাশে তার বাইয়াত হবে। সিরিয়া, ইরাক ও পূর্বদিক থেকে তার পক্ষে যোদ্ধারা আসবে।

(চ) এ রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতাগ্রহণ, বাইয়াত ইত্যাদি বিষয়ে মুমিনের কোনো দায়িত্ব নেই। এগুলো ঘটবে বলে রাসূলুল্লাহ (ρ) জানিয়েছেন। তবে যখন তার বিরোধী সৈন্যবাহিনী ভূমিধ্বসে ধ্বংস হবে, সিরিয়া, ইরাক ও পূর্ব দিকের সেনাবাহিনী তাঁর বাহিনীতে যোগ দিবে এবং সামগ্রিকভাবে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে বা মুসলিম উম্মাহ তাঁকে স্বীকার করে নিবে, তখন মুমিনের দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর বাইয়াত করা। এজন্য ইমাম মাহদী প্রসঙ্গে ইমাম সুফিয়ান সাওরী বলেন:

لو مر ببابك فلا تبايعه حتى يجتمع الناس عليه

যদি তিনি তোমার দরজা দিয়ে গমন করেন তবুও তুমি তাঁর বাইয়াত করবে না; যতক্ষণ না সকল মানুষ তাঁর বিষয়ে একমত হয়।((ইরশীফ মুলতাকা আহলিল হাদীস (শামিলা ৩.৫) ১/৮০৫৬।))

https://assunnahtrust.org/2014/11/08/kiamoter-alamot/https://assunnahtrust.org/2014/11/08/kiamoter-alamot/

কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। দাজ্জালের আগমণ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সবচেয়ে বড় আলামত। মানব জাতির জন্যে দাজ্জালের চেয়ে অধিক বড় বিপদ আর নেই। বিশেষ করে সে সময় যে সমস্ত মুমিন জীবিত থাকবে তাদের জন্য ঈমান নিয়ে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। সমস্ত নবীই আপন উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন এবং তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়ও বলে দিয়েছেন। ইবনে উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেনঃ

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

‘‘একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বললেনঃ আমি তোমাদেরকে তার ফিতনা থেকে সাবধান করছি। সকল নবীই তাদের উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে দাজ্জালের একটি পরিচয়ের কথা বলব যা কোন নবীই তাঁর উম্মাতকে বলেন নাই। তা হলো দাজ্জাল অন্ধ হবে। আর আমাদের মহান আল্লাহ অন্ধ নন। নাওয়াস বিন সামআন (রাঃ) বলেনঃ

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ فَانْصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَيْهِ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

‘‘একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল বেলা আমাদের কাছে দাজ্জালের বর্ণনা করলেন। তিনি তার ফিতনাকে খুব বড় করে তুলে ধরলেন। বর্ণনা শুনে আমরা মনে করলাম নিকটস্থ খেজুরের বাগানের পাশেই সে হয়ত অবস্থান করছে। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট থেকে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা আবার তাঁর কাছে গেলাম। এবার তিনি আমাদের অবস্থা বুঝে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের কি হলো? আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যেভাবে দাজ্জালের আলোচনা করেছেন তা শুনে আমরা ভাবলাম হতে পারে সে খেজুরের বাগানের ভিতরেই রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের উপর আমার আরো ভয় রয়েছে। আমি তোমাদের মাঝে জীবিত থাকতেই যদি দাজ্জাল আগমণ করে তাহলে তোমাদেরকে ছাড়া আমি একাই তার বিরুদ্ধে ঝগড়া করবো। আর আমি চলে যাওয়ার পর যদি সে আগমণ করে তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে হেফাযত করবে। আর আমি চলে গেলে আল্লাহই প্রতিটি মুসলিমকে হেফাযতকারী হিসেবে যথেষ্ট’’।[1]

দাজ্জালের আগমণের সময় মুসলমানদের অবস্থাঃ

দাজ্জালের আগমণের পূর্ব মুহূর্তে মুসলমানদের অবস্থা খুব ভাল থাকবে। তারা পৃথিবীতে শক্তিশালী এবং বিজয়ী থাকবে। সম্ভবতঃ এই শক্তির পতন ঘটানোর জন্যই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।

দাজ্জালের পরিচয়ঃ

দাজ্জাল মানব জাতিরই একজন হবে। মুসলমানদের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরার জন্যে এবং তার ফিতনা থেকে তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। মুমিন বান্দাগণ তাকে দেখে সহজেই চিনতে পারবে এবং তার ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যে সমস্ত পরিচয় উল্লেখ করেছেন মু’মিনগণ তা পূর্ণ অবগত থাকবে। দাজ্জাল অন্যান্য মানুষের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী হবে। জাহেল-মূর্খ ও হতভাগ্য ব্যতীত কেউ দাজ্জালের ধোঁকায় পড়বেনা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালকে স্বপ্নে দেখে তার শারীরিক গঠনের বর্ণনাও প্রদান করেছেন। তিনি বলেনঃ দাজ্জাল হবে বৃহদাকার একজন যুবক পুরুষ, শরীরের রং হবে লাল, বেঁটে, মাথার চুল হবে কোঁকড়া, কপাল হবে উঁচু, বক্ষ হবে প্রশস্ত, চক্ষু হবে টেরা এবং আঙ্গুর ফলের মত উঁচু।[2] দাজ্জাল নির্বংশ হবে। তার কোন সন্তান থাকবেনা”।[3]

দাজ্জালের কোন্ চোখ কানা থাকবে?

বিভিন্ন হাদীছে দাজ্জালের চোখ অন্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন হাদীছে বলা হয়েছে দাজ্জাল অন্ধ হবে। কোন হাদীছে আছে তার ডান চোখ অন্ধ হবে। আবার কোন হাদীছে আছে তার বাম চোখ হবে অন্ধ। মোটকথা তার একটি চোখ দোষিত হবে। তবে ডান চোখ অন্ধ হওয়ার হাদীছগুলো বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[4] মোটকথা দাজ্জালের অন্যান্য লক্ষণগুলো কারো কাছে অস্পষ্ট থেকে গেলেও অন্ধ হওয়ার বিষয়টি কারো কাছে অস্পষ্ট হবেনা।

দাজ্জালের দু’চোখের মাঝখানে কাফের লেখা থাকবেঃ

তাছাড়া দাজ্জালকে চেনার সবচেয়ে বড় আলামত হলো তার কপালে কাফের كافر)) লেখা থাকবে।[5] অপর বর্ণনায় আছে তার কপালে(ر ف ك) এই তিনটি বর্ণ লেখা থাকবে। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিই তা পড়তে পারবে।[6] অপর বর্ণনায় আছে শিক্ষিত-অশিক্ষত সকল মুসলিম ব্যক্তিই তা পড়তে পারবে।[7] মোটকথা আল্লাহ মু’মিনের জন্যে অন্তদৃষ্টি খোলে দিবেন। ফলে সে দাজ্জালকে দেখে সহজেই চিনতে পারবে। যদিও ইতিপূর্বে সে ছিল অশিক্ষিত। কাফের ও মুনাফেক লোক তা দেখেও পড়তে পারবেনা। যদিও সে ছিল শিক্ষিত ও পড়ালেখা জানা লোক। কারণ কাফের ও মুনাফেক আল্লাহর অসংখ্য সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেখেও ঈমান আনয়ন করেনি।[8]

দাজ্জালের ফিতনাসমূহ ও তার অসারতাঃ

আদম সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য দাজ্জালের চেয়ে বড় ফিতনা আর নেই। সে এমন অলৌকিক বিষয় দেখাবে যা দেখে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়বে। দাজ্জাল নিজেকে প্রভু ও আল্লাহ হিসেবে দাবী করবে। তার দাবীর পক্ষে এমন কিছু প্রমাণও উপস্থাপন করবে যে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেই সতর্ক করেছেন। মু’মিন বান্দাগণ এগুলো দেখে মিথ্যুক দাজ্জালকে সহজেই চিনতে পারবে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দুর্বল ঈমানদার লোকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমান হারা হবে।

দাজ্জাল নিজেকে রাবব বা প্রভু হিসেবেও দাবী করবে। ঈমানদারের কাছে এ দাবীটি সুস্পষ্ট দিবালোকের মত মিথ্যা বলে প্রকাশিত হবে। দাজ্জাল তার দাবীর পক্ষে যত বড় অলৌকিক ঘটনাই পেশ করুক না কেন মুমিন ব্যক্তির কাছে এটি সুস্পষ্ট হবে যে সে একজন অক্ষম মানুষ, পানাহার করে, নিদ্রা যায় এবং পেশাব-পায়খান করে। সর্বোপরি সে হবে অন্ধ। যার ভিতরে মানবীয় সব দোষ-গুণ বিদ্যমান সে কিভাবে রবব ও আল্লাহ হতে পারে!! একজন সত্যিকার মুমিনের বিশ্বাস হলোঃ মহান আল্লাহ সর্বপ্রকার মানবীয় দোষ-ত্রুটি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোন সৃষ্টজীবই তার মত নয়। আল্লাহকে দুনিয়ার জগতে কোন মানুষের পক্ষে দেখাও সম্ভব নয়।

দাজ্জালের যে সমস্ত ক্ষমতা দেখে মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়বেঃ

ক) একস্থান হতে অন্য স্থানে দ্রুত পরিভ্রমণঃ নাওয়াস বিন সামআন থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাজ্জালের চলার গতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ ‘‘দ্রুতগামী বাতাস বৃষ্টিকে যেভাবে চালিয়ে নেয় দাজ্জালের চলার গতিও সে রকম হবে’’।[10] তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে মক্কা ও মদ্বীনা ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল সে পরিভ্রমণ করবে। মক্কা ও মদ্বীনার সমস্ত প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ তলোওয়ার হাতে নিয়ে পাহারা দিবে।

খ) দাজ্জালের সাথে থাকবে জান্নাত-জাহান্নামঃ দাজ্জালের সাথে জান্নাত এবং জাহান্নাম থাকবে। প্রকৃত অবস্থা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। দাজ্জালের জাহান্নামের আগুন প্রকৃতপক্ষে সুমিষ্ট পানি এবং জান্নাত হবে জাহান্নামের আগুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ أَحَدُهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ وَالْآخَرُ رَأْيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَلْيُغَمِّضْ ثُمَّ لْيُطَأْطِئْ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ

‘‘দাজ্জালের সাথে যা থাকবে তা আমি অবগত আছি। তার সাথে দু’টি নদী প্রবাহিত থাকবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটিতে সুন্দর পরিস্কার পানি দেখা যাবে। অন্যটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যাবে। যার সাথে দাজ্জালের সাক্ষাৎ হবে সে যেন দাজ্জালের আগুনে ঝাপ দিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে পান করে। কারণ উহা সুমিষ্ট পানি। তার চোখের উপরে মোটা আবরণ থাকবে। কপালে কাফের লেখা থাকবে। মূর্খ ও শিক্ষিত সকল ঈমানদার লোকই তা পড়তে সক্ষম হবে’’।[11]

গ) দাজ্জাল মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করবেঃ দাজ্জাল তার কর্মকান্ডে শয়তানের সহযোগীতা নিবে। শয়তান কেবল মিথ্যা ও গোমরাহী এবং কুফরী কাজেই সাহায্য করে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দাজ্জাল মানুষের কাছে গিয়ে বলবেঃ আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেখাই তাহলে কি তুমি আমাকে প্রভু হিসেবে মানবে? সে বলবে অবশ্যই মানব। এ সুযোগে শয়তান তার পিতা-মাতার আকৃতি ধরে সন্তানকে বলবেঃ হে সন্তান! তুমি তার অনুসরণ কর। সে তোমার প্রতিপালক’’।[12] হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।

ঘ) জড় পদার্থ ও পশুরাও দাজ্জালের ডাকে সাড়া দেবেঃ দাজ্জালের ফিতনার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবেন। দাজ্জাল আকাশকে আদেশ দিবে বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্যে। আকাশ তার আদেশে বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যমীনকে ফসল উৎপন্ন করতে বলবে। যমিন ফসল উৎপন্ন করবে। চতুষ্পদ জন্তুকে ডাক দিলে তারা দাজ্জালের ডাকে সাড়া দিবে। ধ্বংস প্রাপ্ত ঘরবাড়িকে তার নিচে লুকায়িত গুপ্তধন বের করতে বলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘‘দাজ্জাল এক জনসমাজে গিয়ে মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানাবে। এতে তারা ঈমান আনবে। দাজ্জাল তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য আকাশকে আদেশ দিবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে, যমিন ফসল উৎপন্ন করবে এবং তাদের পশুপাল ও চতুষ্পদ জন্তুগুলো অধিক মোটা-তাজা হবে এবং পূর্বের তুলনায় বেশী দুধ প্রদান করবে। অতঃপর অন্য একটি জনসমাজে গিয়ে মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানাবে। লোকেরা তার কথা প্রত্যাখ্যান করবে। দাজ্জাল তাদের নিকট থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসবে। এতে তারা চরম অভাবে পড়বে। তাদের ক্ষেত-খামারে চরম ফসলহানি

দেখা দিবে। দাজ্জাল পরিত্যক্ত ভূমিকে তার নিচে লুকায়িত গুপ্তধন বের করতে বলবে। গুপ্তধনগুলো বের হয়ে মৌমাছির দলের ন্যায় তার পিছে পিছে চলতে থাকবে’’।[13]

ঙ) দাজ্জাল একজন মু’মিন যুবককে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবেঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দাজ্জাল বের হয়ে মদ্বীনার দিকে অগ্রসর হবে। যেহেতু মদ্বীনায় দাজ্জালের প্রবেশ নিষেধ তাই সে মদ্বীনার নিকটবর্তর্ী একটি স্থানে অবস্থান করবে। তার কাছে একজন মুমিন লোক গমণ করবেন। তিনি হবেন ঐ যামানার সর্বোত্তম মু’মিন। দাজ্জালকে দেখে তিনি বলবেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সাবধান করেছেন। তখন দাজ্জাল উপস্থিত মানুষকে লক্ষ্য করে বলবেঃ আমি যদি একে হত্যা করে জীবিত করতে পারি তাহলে কি তোমরা আমার ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবেঃ না। অতঃপর সে উক্ত মুমিনকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। এ পর্যায়ে যুবকটি বলবেঃ আল্লাহর শপথ! তুমি যে মিথ্যুক দাজ্জাল- এ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আগের তুলনায় আরো মজবুত হলো। দাজ্জাল তাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হবেনা।[14] মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে উক্ত যুবক দাজ্জালকে দেখে বলবেঃ হে লোক সকল! এটি সেই দাজ্জাল যা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সাবধান করেছেন। অতঃপর দাজ্জাল তার অনুসারীদেরকে বলবেঃ একে ধর এবং প্রহার কর। তাকে মেরে-পিটে যখম করা হবে। অতঃপর দাজ্জাল তাকে জিজ্ঞেস করবে এখনও কি আমার প্রতি ঈমান আনবেনা? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ উক্ত যুবক বলবেনঃ তুমি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। তারপর দাজ্জালের আদেশে তার মাথায় করাত লাগিয়ে দ্বিখন্ডিত করে ফেলবে। দাজ্জাল দু’খন্ডের মাঝ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করবে। অতঃপর বলবেঃ উঠে দাড়াও। তিনি উঠে দাড়াবেন। দাজ্জাল বলবে এখনও ঈমান আনবেনা? তিনি বলবেনঃ তুমি মিথ্যুক দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে এখন আমার বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অতঃপর তিনি বলবেনঃ হে লোক সকল! আমার পরে আর কারো সাথে এরূপ করতে পারবেনা। অতঃপর দাজ্জাল তাকে পাকড়াও করে আবার যবেহ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার গলায় যবেহ করার স্থানটি তামায় পরিণত হয়ে যাবে। কাজেই সে যবেহ করতে ব্যর্থ হবে। অতঃপর তাঁর হাতে-পায়ে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। লোকেরা মনে করবে তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অথচ সে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নবী (ﷺ) বলেনঃ ‘‘এই ব্যক্তি হবে পৃথিবীতে সেদিন সবচেয়ে মহা সত্যের সাক্ষ্য দানকারী’’।[15]

দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে?

দাজ্জাল বের হওয়ার স্থান সম্পর্কেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা দিয়েছেন। সে পূর্ব দিকের পারস্য দেশ থেকে বের হবে। সে স্থানটির নাম হবে খোরাসান। সেখান থেকে বের হয়ে সমগ্র দুনিয়া ভ্রমণ করবে। তবে মক্কা এবং মদ্বীনায় প্রবেশ করতে পারবেনা। ফেরেশতাগণ সেদিন মক্কা-মদ্বীনার প্রবেশ পথসমূহে তরবারি নিয়ে পাহারা দিবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘‘পূর্বের কোন একটি দেশ থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে যার বর্তমান নাম খোরাসান’’।[16]

দাজ্জাল মক্কা ও মদ্বীনায় প্রবেশ করতে পারবেনাঃ

সহীহ হাদীছের বিবরণ অনুযায়ী দাজ্জালের জন্যে মক্কা ও মদ্বীনাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। মক্কা ও মদ্বীনা ব্যতীত পৃথিবীর সকল স্থানেই সে প্রবেশ করবে। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত দাজ্জালের হাদীছে এসেছে অতঃপর দাজ্জাল বললোঃ আমি হলাম দাজ্জাল। অচিরেই আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ভ্রমণ করবো। তবে মক্কা-মদ্বীনায় প্রবেশ করা আমার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। যখনই আমি মক্কা বা মদ্বীনায় প্রবেশ করতে চাইবো তখনই কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে ফেরেশতাগণ আমাকে তাড়া করবে। মক্কা-মদ্বীনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ পাহারা দিবে''।[17] সে সময় মদ্বীনা শরীফ তিনবার কেঁপে উঠবে এবং প্রত্যেক মুনাফেক এবং কাফেরকে বের করে দিবে। যারা দাজ্জালের নিকট যাবে এবং তার ফিতনায় পড়বে তাদের অধিকাংশই হবে মহিলা। দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য পুরুষেরা তাদের স্ত্রী, মা, বোন, কন্যা, ফুফু এবং অন্যান্য স্বজন মহিলাদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখবে।

দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন থাকবে?

সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? উত্তরে তিনি বলেছেনঃ সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের মত লম্বা। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের মত। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের মত। আর বাকী দিনগুলো দুনিয়ার স্বাভাবিক দিনের মতই হবে। আমরা বললামঃ যে দিনটি এক বছরের মত দীর্ঘ হবে সে দিন কি এক দিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ না; বরং তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে নামায পড়বে।[18]

কারা দাজ্জালের অনুসরণ করবে?

দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদী, তুর্কী এবং অনারব লোক। তাদের অধিকাংশই হবে গ্রাম্য মূর্খ এবং মহিলা। ইহুদীরা মিথ্যুক কানা দাজ্জালের অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দাজ্জাল হবে তাদের বাদশা। তার নেতৃত্বে তারা বিশ্ব পরিচালনা করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদী এবং মহিলা।[19] তিনি আরো বলেনঃ ''ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে। তাদের সবার পরনে থাকবে সেলাই বিহীন চাদর''।[20]

গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকেরা মূর্খতার কারণে এবং দাজ্জালের পরিচয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান না থাকার কারণে দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তারা ফিতনায় পড়বে। মহিলাদের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তারা সহজেই যে কোন জিনিষ দেখে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ফিতনা হতে রেহাই পাওয়ার উপায়ও বলে দিয়েছেন। তিনি উম্মাতকে একটি সুস্পষ্ট দ্বীনের উপর রেখে গেছেন। সকল প্রকার কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং সকল অকল্যাণের পথ হতে সতর্ক করেছেন। উম্মাতের উপরে যেহেতু দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড় তাই তিনি দাজ্জালের ফিতনা থেকে কঠোরভাবে সাবধান করেছেন এবং দাজ্জালের লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট করে বর্ণনা

করেছেন। যাতে মুমিন বান্দাদের জন্য এই প্রতারক, ধোকাবাজ ও মিথ্যুক দাজ্জালকে চিনতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়।

ইমাম সাফারায়েনী (রঃ) বলেনঃ প্রতিটি বিজ্ঞ মুসলিমের উচিৎ তার ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিবার এবং সকল নারী-পুরুষদের জন্য দাজ্জালের হাদীছগুলো বর্ণনা করা। বিশেষ করে ফিতনায় পরিপূর্ণ আমাদের বর্তমান যামানায়। দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়গুলো নিম্নরূপঃ-

১) ইসলামকে সঠিকভাবে আঁকড়িয়ে ধরাঃ ইসলামকে সঠিকভাবে আঁকড়িয়ে ধরা এবং ঈমানের উপর অটল থাকাই দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। যে মুমিন আল্লাহর নাম ও তাঁর অতুলনীয় সুমহান গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে সে অতি সহজেই দাজ্জালকে চিনতে পারবে। সে দেখতে পাবে দাজ্জাল খায় পান করে। মু'মিনের আকীদা এই যে, আল্লাহ তাআলা পানাহার ও অন্যান্য মানবীয় দোষ-গুণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। যে পানাহারের প্রতি মুখাপেক্ষী সে কখনও আল্লাহ বা রবব হতে পারেনা। দাজ্জাল হবে অন্ধ। আল্লাহ এরূপ দোষ-ত্রুটির অনেক উর্ধে। আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী মুমিনগণের মনে প্রশ্ন জাগবে যে নিজের দোষ থেকে মুক্ত হতে পারেনা সে কিভাবে প্রভু হতে পারে? মুমিনের আকীদা এই যে, আল্লাহকে দুনীয়ার জীবনে দেখা সম্ভব নয়। অথচ মিথ্যুক দাজ্জালকে মুমিন-কাফের সবাই দুনিয়াতে দেখতে পাবে।

২) দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করাঃ আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ ‘‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের ভিতরে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাইতে শুনেছি’’।[21] তিনি নামাযের শেষ তাশাহুদে বলতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

‘‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব, জীবন-মরণের ফিতনা এবং মিথ্যুক দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই’’।[22]

৩) দাজ্জাল থেকে দূরে থাকাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের নিকট যেতে নিষেধ করেছেন। কারণ সে এমন একজন লোকের কাছে আসবে, যে নিজেকে ঈমানদার মনে করবে। দাজ্জালের কাজ-কর্ম দেখে সে বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমান হারা হয়ে যাবে। মু'মিনের জন্য উত্তম হলো সম্ভব হলে সে সময়ে মদ্বীনা অথবা মক্কায় বসবাস করার চেষ্টা করা। কারণ দাজ্জাল তথায় প্রবেশ করতে পারবেনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি দাজ্জাল বের হওয়ার কথা শুনবে সে যেন তার কাছে না যায়। আল্লাহর শপথ! এমন একজন লোক দাজ্জালের নিকটে যাবে যে নিজেকে ঈমানদার মনে করবে। অতঃপর সে দাজ্জালের সাথে প্রেরিত সন্দেহময় জিনিষগুলো ও তার কাজ-কর্ম দেখে বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমান হারা হয়ে তার অনুসারী হয়ে যাবে। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।

৪) সূরা কাহাফ পাঠ করাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ফিতনার সম্মুখিন হলে মুমিনদেরকে সূরা কাহাফ মুখস্থ করতে এবং তা পাঠ করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেনঃ ‘‘যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিতনা হতে হেফাযতে থাকবে’’।[23]

সূরা কাহাফ পাঠের নির্দেশ সম্ভবতঃ এজন্য হতে পারে যে, এই সূরায় আল্লাহ তাআলা বিস্ময়কর বড় বড় কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মুমিন ব্যক্তি এগুলো গভীরভাবে পাঠ করলে দাজ্জালের বিস্ময়কর ঘটনা দেখে কিছুতেই বিচলিত হবেনা। এতে সে হতাশ হয়ে বিভ্রান্তিতেও পড়বেনা।

দাজ্জালের শেষ পরিণতিঃ

সহীহ হাদীছের বিবরণ অনুযায়ী ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)এর হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। বিস্তারিত বিবরণ এই যে, মক্কা-মদ্বীনা ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেই সে প্রবেশ করবে। তার অনুসারীর সংখ্যা হবে প্রচুর। সমগ্র দুনিয়ায় তার ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। সামান্য সংখ্যক মু'মিনই তার ফিতনা থেকে রেহাই পাবে। ঠিক সে সময় দামেস্ক শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এক মসজিদের সাদা মিনারের উপর ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। মুসলমানগণ তার পার্শ্বে একত্রিত হবে। তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি দাজ্জালের দিকে রওনা দিবেন। দাজ্জাল সে সময় বায়তুল মাকদিসের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) ফিলিস্তীনের লুদ্দ শহরের গেইটে দাজ্জালকে পাকড়াও করবেন। ঈসা (আঃ)কে দেখে সে পানিতে লবন গলার ন্যায় গলতে শুরু করবে। ঈসা (আঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ "তোমাকে আমি একটি আঘাত করবো যা থেকে তুমি কখনও রেহাই পাবেনা।" ঈসা (আঃ) তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করবেন। অতঃপর মুসলমানেরা তাঁর নেতৃত্বে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। মুসলমানদের হাতে দাজ্জালের বাহিনী ইহুদীর দল পরাজিত হবে। তারা কোথাও পালাবার স্থান পাবেনা। গাছের আড়ালে পালানোর চেষ্টা করলে গাছ বলবেঃ হে মুসলিম! আসো, আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা কর। পাথর বা দেয়ালের পিছনে পলায়ন করলে পাথর বা দেয়াল বলবেঃ হে মুসলিম! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, আসো! তাকে হত্যা কর। তবে গারকাদ নামক গাছ ইহুদীদেরকে গোপন করার চেষ্টা করবে। কেননা সেটি ইহুদীদের বৃক্ষ বলে পরিচিত।[24]

সহীহ মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ)

"ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবেনা যতক্ষণ না মুসলমানেরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করবে। অতঃপর মুসলমানগণ ইহুদীরকে হত্যা করবে। ইহুদীরা গাছ ও পাথরের আড়ালে পালাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু কেউ তাদেরকে আশ্রয় দিবেনা। গাছ বা পাথর বলবেঃ হে মুসলমান! হে আল্লাহর বান্দা! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা করো। তবে 'গারকাদ' নামক গাছের পিছনে লুকালে গারকাদ গাছ কোন কথা বলবেনা। এটি ইহুদীদের গাছ বলে পরিচিত"।[25]

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=21&chapter=3111

৩. ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) এর আগমণ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস এই যে, ঈসা (আঃ)কে আল্লাহ তা'আলা জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। ইহুদীরা তাকে হত্যা করতে পারেনি। কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে তিনি আমাদের নবীর উম্মাত হয়ে আবার দুনিয়াতে আগমণ করবেন। দাজ্জালকে হত্যা করবেন, খৃষ্টান ধর্মের পতন ঘটাবেন, ন্যায় বিচার

প্রতিষ্ঠা করবেন, আমাদের নবীর শরীয়ত দ্বারা বিচার-ফয়সালা করবেন এবং ইসলামের বিলুপ্ত হওয়া আদর্শগুলো পুনর্জীবিত করবেন। পৃথিবীতে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করার পর তিনি মৃত্যু বরণ করবেন। মুসলমানগণ তার জানাযা নামায পড়ে তাকে দাফন করবেন। তাঁর আগমণের পক্ষে কুরআন ও সহীহ হাদীছে অনেক দলীল রয়েছে। নিম্নে কতিপয় দলীল বর্ণনা করা হলোঃ

কুরআন থেকে দলীলঃ

১) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

)وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا(

‘‘এবং তারা বলে আমরা মারইয়ামের পুত্র আল্লাহর রাসূল ঈসাকে হত্যা করেছি। মূলতঃ তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করতে পারেনি; বরং তাদেরকে সন্দেহে ফেলা হয়েছে। নিশ্চয়ই যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল তারাই সে বিষয়ে সন্দেহে রয়েছে। কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। প্রকৃতপক্ষে তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। আল্লাহ তাঁকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী। আহলে কিতাবদের প্রত্যেকেই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং উত্থান দিবসে তিনি তাদের উপর সাক্ষ্য প্রদান করবেন। (সূরা নিসাঃ ১৫৭-১৫৯) এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ বলেনঃ আখেরী যামানায় যখন ঈসা (আঃ) দুনিয়ায় অবতরণ করবেন তখন সকল আহলে কিতাব তাঁর প্রতি বিশ্বাস করবে। ইহুদীদের দাবী তখন মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।

২) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

)وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ(

‘‘নিশ্চয়ই ঈসা (আঃ) কিয়ামতের নিদর্শন। সুতরাং তোমরা কিয়ামতের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করোনা। আমার অনুসরণ করো। এটাই সরল পথ’’। (সূরা যুখরুফঃ ৬১) অত্র আয়াতে কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আঃ)এর আগমণের কথা বলা হয়েছে। এটি হবে কিয়ামতের একটি বড় আলামত। তাঁর আগমণ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ বহন করবে’’।[1]

হাদীছ থেকে দলীলঃ

ঈসা (আঃ)এর আগমণের ব্যাপারে অস্যংখ্য সহীহ হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে আমরা কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করবোঃ

১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا)

‘‘ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। অচিরেই ন্যায় বিচারক শাসক হিসেবে ঈসা (আঃ) তোমাদের মাঝে আগমণ করবেন। তিনি ক্রুশচিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন এবং জিযইয়া প্রত্যাখ্যান করবেন। ধন-সম্পদ প্রচুর হবে এবং তা নেয়ার মত কোন লোক পাওয়া যাবেনা। এমনকি মানুষের কাছে একটি সেজদা দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ তোমরা চাইলে আল্লাহর এই বাণীটি পাঠ কর,

(وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا)

‘‘আহলে কিতাবদের প্রত্যেকেই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং উত্থান দিবসে তিনি তাদের উপর সাক্ষ্য প্রদান করবেন’’।[2] এখানে আবু হুরায়রা (রাঃ) বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আহলে কিতাবের লোকেরা অচিরেই ঈসা (আঃ)এর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর উপর ঈমান আনবে। আর সেটি হবে আখেরী যামানায় তাঁর অবতরণের পর।

২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ)

‘‘আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লড়াই করে বিজয়ী থাকবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) আগমণ করবেন। সেদিন মুসলমানদের আমীর তাঁকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ আসুন! আমাদের ইমামতি করুন। তিনি বলবেনঃ না; বরং তোমাদের একজন অন্যজনের আমীর। এ কারণে যে, আল্লাহ এই উম্মতকে সম্মানিত করেছেন’’।[3]

৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

بَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ

‘‘সে (দাজ্জাল) যখন মুসলমানদের ঈমান ধ্বংসের কাজে লিপ্ত থাকবে আল্লাহ তাআলা তখন ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)কে পাঠাবেন। জাফরানের রঙ্গিন দু’টি পোষক পরিহিত হয়ে এবং দু’জন ফেরেশতার পাখার উপর হাত রেখে দামেস্ক শহরের পূর্বে অবস্থিত সাদা মিনারের উপরে তিনি অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন তখন সদ্য গোসলখানা থেকে বেরিয়ে আসা ব্যক্তির মাথা থেকে যেভাবে পানি ঝরতে থাকে

সেভাবে তাঁর মাথা থেকে পানির ফোটা ঝরতে থাকবে এবং যখন মাথা উঁচু করবেন তখন অনুরূপভাবে তাঁর মাথা হতে মণি-মুক্তার মত চকচকে পানির ফোটা ঝরতে থাকবে। কাফেরের শরীরে তাঁর নিঃশ্বাস পড়ার সাথে সাথেই কাফের মৃত্যু বরণ করবে। চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত গিয়ে তাঁর নিঃশ্বাস শেষ হবে। তিনি দাজ্জালকে ফিলিস্তীনের লুদ্দ শহরের গেইটে পাকড়াও করে হত্যা করবেন। অতঃপর তাঁর নিকট এমন কিছু লোক আসবেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের ফিতনা হতে হেফাযত করেছেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং বেহেশতের মধ্যে তাদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সংবাদ দিবেন।[4]

৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ

‘‘মুসলমানদের ইমাম যখন তাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ার জন্য সামনে চলে যাবেন তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম আগমণ করবেন। ইমাম যখন ঈসা (আঃ)এর আগমণ অনুভব করবেন তখন পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করবেন যাতে ঈসা (আঃ) সামনে গিয়ে মানুষের ইমামতি করেন। ঈসা (আঃ) ইমামের কাঁধে হাত রেখে বলবেনঃ তুমিই সামনে যাও এবং তাদের নামায পড়াও। কারণ তোমার জন্যই এ নামাযের ইকামত দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি ইমামতি করবেন’’।[5] এখানে যে ইমামের কথা বলা হয়েছে আলেমদের বিশুদ্ধ মতে তিনি হলেন ইমাম মাহদী।

ঈসা (আঃ)এর আগমণ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীছ রয়েছে। এ সমস্ত সহীহ হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন যে, কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আঃ) শেষ নবীর উম্মত হয়ে দুনিয়াতে আগমণ করবেন। এতে বিশ্বাস করা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ঈসা (আঃ) কোথায় এবং কখন অবতরণ করবেন?

ঈসা (আঃ)এর আগমণ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি বড় আলামত। পূর্বে আলোচনা করেছি যে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত করার জন্য তিনি আগমণ করবেন। এটিই হবে তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ। সে হিসেবে আখেরী যামানায় দাজ্জাল আগমণ করে যখন মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার কাজে আত্মনিয়োগ করবে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে তখন ঈসা (আঃ) আগমণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। জাফরানী রঙ্গের দু’টি পোষাক পরিহিত অবস্থায় দুইজন ফেরেশতার পাখার উপর হাত রেখে দামেস্ক শহরের পূর্বে অবস্থিত সাদা মিনারের উপরে তিনি অবতরণ করবেন।[6]

ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণের পূর্ব মুহূর্তে মুসলমানগণ দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে। এমতাবস্থায় ফজরের নামাযের ইকামত হয়ে যাবে। তখন মুসলমানদের ইমাম নামাযের ইমামতির জন্য সামনে চলে যাবেন। ঈসা (আঃ)কে দেখে মুসলমানদের ইমাম পিছনে চলে আসতে চাইবেন এবং ঈসা (আঃ)কে ইমামতি করতে বলবেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে মুক্তাদী হয়ে নামায পড়বেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السلام فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ)

''মুসলমানগণ দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে এবং কাতারবন্দী হতে থাকবে। ইতিমধ্যেই যখন নামাযের ইকামত হয়ে যাবে তখন ঈসা (আঃ) অবতরন করবেন। আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল ঈসা (আঃ)কে দেখেই পানিতে লবণ গলার ন্যায় গলতে থাকবে। ঈসা (আঃ) যদি তাকে ছেড়েও দেন তথাপিও সে মৃত্যু পর্যন্ত গলতে থাকবে। কিন্তু তিনি তাকে নিজ হাতে হত্যা করবেন এবং মুসলমানদেরকে তাঁর লৌহাস্ত্রে দাজ্জাল হত্যার আলামত হিসেবে রক্ত দেখাবেন''।[7]

ঈসা (আঃ) এসে যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেনঃ

ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) নবী হয়ে নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে দুনিয়াতে আসবেন না; বরং তিনি আমাদের নবীর একজন উম্মত হয়ে আগমণ করবেন এবং আমাদের শরীয়তের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করবেন। তিনি নিম্নের বড় বড় কয়েকটি কাজে আঞ্জাম দিবেন।

১) দাজ্জালকে হত্যা করবেনঃ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে মুসলমানগণ যখন দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে ঠিক তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) আগমণ করবেন। তখন ফজরের নামাযের ইকামত হয়ে যাবে। তিনি তখনকার ইমামের পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায আদায় করবেন। দাজ্জাল ঈসা (আঃ)এর আগমণ সম্পর্কে জানতে পেরে বাইতুল মাকদিসের দিকে চলে যাবে। সেখানে গিয়ে দেখবেন দাজ্জাল একদল মুসলমানকে অবরোধ করে রেখেছে। ঈসা (আঃ) সেখানে গিয়ে দরজা খুলতে বলবেন। দরজা খুলে দেয়া হলে তিনি পিছনে দাজ্জালকে দেখতে পাবেন। তার পিছু ধাওয়া করে তাকে পাকড়াও করবেন এবং ফিলিস্তীনের লুদ্দ শহরের গেইটে তাকে এবং তার বাহিনী তথা ইহুদীদেরকে হত্যা করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام افْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُودِيٍّ كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلًّى وَسَاجٍ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا وَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ فَيَقْتُلُهُ فَيَهْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيٌّ إِلَّا أَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ وَلَا حَائِطَ وَلَا دَابَّةَ إِلَّا الْغَرْقَدَةَ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطِقُ

''মুসলমানদের ইমাম যখন তাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ার জন্য সামনে চলে যাবেন তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম অবতরণ করবেন। ইমাম যখন ঈসা (আঃ)এর আগমণ অনুভব করবেন তখন তিনি পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করবেন যাতে ঈসা (আঃ) সামনে গিয়ে মানুষের ইমামতি করেন। ঈসা (আঃ) ইমামের কাঁধে হাত রেখে বলবেনঃ তুমিই সামনে যাও এবং তাদের নামায পড়াও। কারণ তোমার জন্যই এ নামাযের ইকামত দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি ইমামতি করবেন।[8] নামায শেষে তিনি দরজা খুলতে বলবেন। তারা দরজা খুলে দিবে।[9] পিছনে তিনি দাজ্জালকে দেখতে পাবেন। তার সাথে থাকবে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত সত্তুর হাজার ইহুদী। দাজ্জাল ঈসা (আঃ)কে দেখেই পানিতে লবন গলার ন্যায় গলতে থাকবে এবং পালাতে চেষ্টা করবে। ঈসা (আঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলবেনঃ তোমাকে আমি একটি আঘাত করবো যা থেকে তুমি কখনো রেহাই পাবেনা।

ঈসা (আঃ) লুদ্দ শহরের পূর্ব গেইটে তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ঈসা (আঃ)এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে পরাজিত করবেন। আল্লাহর কোন সৃষ্টির অন্তরালে ইহুদীরা পালাতে চাইলে আল্লাহ সেই সৃষ্টিকে কথা বলার শক্তি দিবেন। পাথর, গাছ, দেয়াল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর আড়ালে পলায়ন করলে সকলেই বলবেঃ হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ নামক গাছের পিছনে লুকালে গারকাদ গাছ কোন কথা বলবেনা। এটি ইহুদীদের গাছ বলে পরিচিত।[10]

২) ইয়াজুয-মাজুযকে ধ্বংস করবেনঃ

ইয়াজুয-মাজুযের আগমণ কিয়ামতের একটি অন্যতম বড় আলামত। এ ব্যাপারে একটু পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এখানে যা বলা প্রয়োজন তা হলো দাজ্জালের ফিতনা খতম করার পর ইয়াজুয-মাজুযের দলেরা পৃথিবীতে নতুন করে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এই বাহিনীর মোকাবেলা করা মুসলমানদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে এই বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দু'আ কবূল করবেন এবং ইয়াজুয-মাজুযের বাহিনীকে সমূলে খতম করে দিবেন।

৩) সমস্ত মতবাদ ধ্বংস করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবেনঃ

ঈসা (আঃ) আগমণ করে ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করবেন। আল্লাহর কিতাব এবং আমাদের নবীর সুন্নাত দিয়ে বিচার-ফয়সালা করবেন। সেই সময়ে ইসলাম ছাড়া বাকী সমস্ত মতবাদ মিটিয়ে দিবেন। এ জন্যই তিনি খৃষ্টান ধর্মের প্রতিক হিসেবে ব্যবহৃত ক্রুশচিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন, ইহুদী-খৃষ্টানদের কাছ থেকে জিযয়া গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করবেন। ইসলাম অথবা হত্যা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। মোটকথা এই শরীয়তকে নতুনভাবে সংস্কার করার জন্য এবং সর্বশেষ নবীর আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি পৃথিবীতে আগমণ করবেন।[11]

৪) ঈসা (আঃ) এর সময়কালে মানুষের সুখ শান্তি ও নিরাপত্তাঃ

সহীহ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, ঈসা (আঃ)এর সময়কালে ব্যাপক সুখ শান্তি, নিরাপত্তা ও বরকত বিরাজ করবে। আল্লাহ রাববুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে এ সমস্ত জিনিষ দ্বারা সম্মানিত করবেন। মানুষে-মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ উঠে যাবে এবং সকল মানুষ কালেমায়ে তাইয়্যিবা তথা ইসলামের উপর একত্রিত হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

فَيَكُونُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فِي أُمَّتِي حَكَمًا عَدْلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا يَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ فَلَا يُسْعَى عَلَى شَاةٍ وَلَا بَعِيرٍ وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَتُنْزَعُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ فِي فِي الْحَيَّةِ فَلَا تَضُرَّهُ وَتُفِرَّ الْوَلِيدَةُ الْأَسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا وَيَكُونَ الذِّئْبُ فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا وَتُمْلَأُ الْأَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يُمْلَأُ الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا وَتَكُونُ الْأَرْضُ كَفَاثُورِ الْفِضَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ وَيَكُونَ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْهِمَاتِ

‘‘আমার উম্মতের ভিতরে ন্যায় বিচারক শাসক এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী নেতা হয়ে ঈসা (আঃ) আগমণ করবেন। তিনি খৃষ্টান ধর্মের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত ক্রুশচিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন, ইহুদী-খৃষ্টানদের থেকে জিযয়া গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করবেন। সাদকা গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করা হবে। অর্থাৎ কোন অভাবী মানুষ থাকবেনা। সবাই আল্লাহর ফজলে ধনী হয়ে যাবে। কাজেই সাদকা নেয়ার মত কোন লোক খুঁজে পাওয়া যাবেনা। উট, ছাগল বা অন্য কোন চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি যত্ন নেয়া হবেনা। মানুষে-মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ উঠে যাবে। বিষাক্ত সাপের বিষ চলে যাবে। শিশু বাচ্চারা বিষাক্ত সাপের মুখে হাত ঢুকিয়ে দিবে। কিন্তু সাপ শিশুকে কামড় দিবেনা। এমনিভাবে শিশু ছেলে সিংহের পিঠে উঠে বসবে, কিন্তু সিংহ ছেলের কোন ক্ষতি করবেনা। ছাগল এবং নেকড়ে বাঘ এক সাথে মাঠে চরে বেড়াবে। অর্থাৎ বাঘ ছাগলের রাখালের মত হয়ে থাকবে। পানির মাধ্যমে গ্লাস যেমন পরিপূর্ণ হয়ে যায় পৃথিবীও তেমনিভাবে শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সকলের কথা একই হবে। পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করা হবেনা। যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবে। কুরাইশদের রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়া হবে। যমীন একেবারে খাঁটি রৌপ্যের মত পরিস্কার হয়ে যাবে। আদম (আঃ)এর যামানা থেকে শুরু করে তখন পর্যন্ত সকল প্রকার ফল ও ফসল উৎপন্ন হবে। অন্য বর্ণনায় আছে পাহাড়ের উপরে বীজ ছিটিয়ে দিলে সেখানেও ফসল উৎপন্ন হবে। একটি আঙ্গুরের থোকা এমন বড় হবে যে, একদল মানুষ তা খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। একটি ডালিম একদল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। বলদ গরুর দাম বেড়ে যাবে এবং কয়েক পয়সা দিয়ে ঘোড়া ক্রয় করা যাবে।[12] গরুর দাম বাড়ার এবং ঘোড়ার দাম কমার কারণ হল সমস্ত যমীন চাষা-বাদের উপযোগী হয়ে যাবে। কাজেই গরুর প্রয়োজন হবে বেশী। অপর পক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবেনা বলে ঘোড়ার কোন মূল্যই থাকবেনা।

ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে কত দিন থাকবেনঃ

ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে কত দিন থাকবেন এ ব্যাপারে দুই ধরণের মত পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে তিনি সাত বছর অবস্থান করবেন। আবার কোন বর্ণনায় আছে চলিলশ বছরের কথা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ)

‘‘অতঃপর তিনি চল্লিশ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করে মৃত্যু বরণ করবেন। মুসলমানেরা তাঁর জানাযা নামায পড়ে দাফন করবে।[13] মুসলিম শরীফে আছে,

(ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ)

‘‘অতঃপর মানুষেরা পৃথিবীতে সাত বছর শান্তিতে বসাবাস করবে। পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থাকবেনা’’।[14]

উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে আলেমগণ বলেনঃ যে বর্ণনায় সাত বছরের কথা বলা হয়েছে সেখানে অবতরণ করার পর সাত বছরের কথা বলা হয়েছে। আর যেখানে চল্লিশ বছরের কথা বলা হয়েছে সেখানে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার সময় তাঁর বয়সকে পুনরায় হিসাব করে দেখানো হয়েছে।

ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু বরণ এবং দাফনঃ

তিনি কোথায় মৃত্যু বরণ করবেন- এব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায়না। তদুপরি কোন কোন আলেম বলেনঃ তিনি মদ্বীনায় ইন্তেকাল করবেন এবং মদ্বীনাতেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে তাঁকে দাফন করা হবে। ইমাম করতুবী বলেনঃ তাঁর কবর কোথায় হবে- এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন বায়তুল মাকদিসে আবার কেউ বলেছেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মদ্বীনায় তাঁর কবর হবে।[15] (আল্লাহই ভাল জানেন)

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=21&chapter=3112

৪. ইয়াজুয-মা'জুযের আগমণ

ইয়াজুয-মা'জুযের পরিচয়ঃ

ইয়াজুয-মা'জুযের দল বের হওয়া কিয়ামতের একটি অন্যতম বড় আলামত। এরা বের হয়ে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও মহা ফিতনার সৃষ্টি করবে। এরা বর্তমানে যুল-কারনাইন বাদশা কতৃক নির্মিত প্রাচীরের ভিতরে অবস্থান করছে। কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে তারা দলে দলে মানব সমাজে চলে এসে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালাবে। তাদের মোকাবেলা করার মত তখন কারো কোন শক্তি থাকবেনা।

তাদের পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন আলেম বলেনঃ তারা শুধু মাত্র আদমের বংশধর। আদম ও হাওয়ার বংশধর নয়। কারণ হিসেবে বলেনঃ আদম (আঃ)এর একবার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বীর্যপাত হয়ে মাটির সাথে মিশে গেলে তা থেকে আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুয-মা'জুয জাতি সৃষ্টি করেন।[1]

ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেনঃ কথাটি পূর্ব যুগের কোন গ্রহণযোগ্য আলেম কর্তৃক বর্ণিত হয়নি। শুধুমাত্র কা'ব আল-আহবার থেকে বর্ণিত হয়েছে। কথাটি সুস্পষ্ট মারফূ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। মোটকথা তারা তুর্কীদের পূর্ব পুরুষ ইয়াফিছের বংশধর। আর ইয়াফিছ হলো নূহ (আঃ)এর সন্তান। কাজেই তারা আদম-হাওয়ারই সন্তান। প্রমাণ স্বরূপ বুখারী শরীফের হাদীছটি উল্লেখযোগ্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ (وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعُمِائَةٌ وَ تِسْعَةٌ وَ تسْعُوْنَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ

"রোজ হাশরে আল্লাহ তাআলা আদমকে বলবেনঃ হে আদম! আদম বলবেনঃ আমি আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছি এবং আপনার আনুগত্য করার জন্য উপস্থিত আছি। সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে। আল্লাহ বলবেনঃ জাহান্নামের বাহিনীকে আলাদা করো। আদম বলবেনঃ কারা জাহান্নামের অধিবাসী। আল্লাহ বলবেনঃ প্রতি হাজারের মধ্যে

নয়শত নিরানববই জন। এ সময় শিশু সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভের সন্তান পড়ে যাবে এবং মানুষদেরকে আপনি মাতাল অবস্থায় দেখতে পাবেন। অথচ তারা মাতাল নয়। আল্লাহর আযাবের ভয়াবহতা অবলোকন করার কারণেই তাদেরকে মাতালের মত দেখা যাবে। সাহবীগণ বললেনঃ আমাদের মধ্য থেকে কি হবে সেই বাকী একজন? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের মধ্যে থেকে হবে একজন। আর ইয়াজুয-মা'জুযের মধ্যে থেকে হবে নয়শত নিরানববই জন। আল্লাহর শপথ! আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের চারভাগের একভাগ হবে। আমরা এটা শুনে তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের তিনভাগের একভাগ হবে। আমরা এটা শুনেও তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের দু'ভাগের একভাগ হবে। আমরা এটা শুনেও তাকবীর পাঠ করলাম। পরিশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে একটি সাদা গরুর চামড়ায় একটি কালো লোমের মত।[2]

কুরআন ও হাদীছ থেকে ইয়াজুয-মা'জুয সম্পর্কে যা জানা যায়ঃ

আল্লাহর দু'জন সৎ বান্দা সমগ্র পৃথিবীর বাদশাহ হয়েছিলেন। একজন হলেন আল্লাহর নবী সুলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ) আর অন্যজন যুল-কারনাইন। যুলকারনাইন পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তসহ সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন। কুরআন মাজীদের সূরা কাহাফে তাঁর ভ্রমণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাঁর ভ্রমণের কাহিনীর এক পর্যায়ে ইয়াজুয-মা'জুযের বিবরণ এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

)ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (92) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا(93) قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا(96) فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا(97)قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا(98) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا(

''অতঃপর তিনি পথ অবলম্বন করলেন। চলতে চলতে তিনি যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলেন তখন তথায় এমন এক জাতির সন্ধান পেলেন যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিলনা। তারা বললঃ হে যুল-কারনাইন! ইয়াজুয ও মা'জুয পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে বিনিময় স্বরূপ কর প্রদান করবো এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন? যুল-কারনাইন বললেনঃ আমার প্রভু আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি মজবুত প্রাচীর তৈরী করে দিবো। তোমরা লোহার পাত নিয়ে আসো। অতঃপর যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান পূর্ণ হয়ে লৌহ স্তুপ দুই পর্বতের সমান হলো তখন যুল-কারনাইন বললেনঃ তোমরা ফুঁক দিয়ে আগুন জ্বালাও। যখন ওটা আগুনে পরিণত হলো তখন তিনি বললেনঃ তোমরা গলিত তামা আনয়ন করো, ওটা আগুনের উপরে ঢেলে দেই। এভাবে প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর ইয়াজুয ও মা'জুয তা অতিক্রম করতে পারলোনা এবং তা ছিদ্র করতেও সক্ষম হলোনা। যুল-কারনাইন বললেনঃ এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ। যখন আমার প্রভুর ওয়াদা পূরণের সময় (কিয়ামত) নিকটবর্তী হবে

তখন তিনি প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন। আমার প্রতিপালকের ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো দলের পর দলে সাগরের ঢেউয়ের আকারে। এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করবো''। (সূরা কাহাফঃ ৯২-৯৯)

আখেরী যামানায় কিয়ামতের পূর্বে পাহাড় ভেদ করে ইয়াজুয ও মা'জুযের আগমণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেনঃ

(حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿৯৬﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِين(

''এমনকি যখন ইয়াজুয ও মা'জুযকে মুক্ত করা করা হবে তখন তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে দলে দলে ছুটে আসবে। যখন সত্য প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হবে তখন কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবেঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; বরং আমরা ছিলাম যালেম''। (সূরা আম্বীয়াঃ ৯৬-৯৭)

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা ন্যায় পরায়ন বাদশাহ যুল-কারনাইনকে ইয়াজুয-মা'জুযের বিশাল প্রাচীর নির্মাণের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। যাতে তারা মানুষের মাঝে এবং পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে না পারে। যখন নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হবে তখন উক্ত প্রাচীর ভেঙ্গে যাবে। প্রচন্ড বেগে তারা দলে দলে বের হয়ে আসবে। কোন শক্তিই তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবেনা। পৃথিবীতে তারা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। আর এটি হবে শিংগায় ফুঁক দেয়া, দুনিয়া ধ্বংস ও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অতি নিকটবর্তী সময়ে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

''একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকটে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি বলছিলেনঃ (لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ)। আরবদের জন্য ধ্বংস! একটি অকল্যাণ তাদের অতি নিকটবর্তী হয়ে গেছে। আজ ইয়াজুয-মা'জুযের প্রাচীর এই পরিমাণ খুলে দেয়া হয়েছে। এ কথা বলে তিনি হাতের বৃদ্ধাঙ্গল ও তার পার্শ্বের আঙ্গুল দিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখালেন। যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে সৎ লোক থাকতেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ, যখন পাপাচার বেড়ে যাবে''।[3]

ইয়াজুয-মা'জুয কখন বের হবে?

কুরআনের বর্ণনা থেকে যা জানা যায়, তাহলো কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে তারা মানব সমাজে চলে এসে ব্যাপক অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يَحْفِرُونَ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَنَحْفِرُهُ غَدًا فَيُعِيدُهُ اللَّهُ أَشَدَّ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ

الَّذِي عَلَيْهِمْ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتَثْنَوْا فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ فَيَحْفِرُونَهُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فَيُنْشِفُونَ الْمَاءَ وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا الدَّمُ الَّذِي اجْفَظَّ فَيَقُولُونَ قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ نَغَفًا فِي أَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ وَتَشْكَرُ شَكَرًا مِنْ لُحُومِهِمْ

‘‘ইয়াজুয-মা’জুয প্রাচীরের ভিতর থেকে বের হওয়ার জন্য প্রতিদিন খনন কাজে লিপ্ত রয়েছে। খনন করতে করতে যখন তারা বের হওয়ার কাছাকাছি এসে যায় এবং সূর্যের আলো দেখতে পায় তখন তাদের নেতা বলেঃ ফিরে চলে যাও, আগামীকাল এসে খনন কাজ শেষ করে সকাল সকাল বের হয়ে যাবো। আল্লাহ তাআলা রাত্রিতে প্রাচীরকে আগের চেয়ে আরো শক্তভাবে বন্ধ করে দেন। প্রতিদিন এভাবেই তাদের কাজ চলতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ যখন শেষ হবে এবং তিনি তাদেরকে বের করতে চাইবেন তখন তারা খনন করবে এবং খনন করতে করতে যখন সূর্যের আলো দেখতে পাবে তখন তাদের নেতা বলবেঃ ফিরে চলে যাও। ইনশা-আল্লাহ, আগামীকাল এসে খনন কাজ শেষ করে সকাল সকাল বের হয়ে যাবো। এবার তারা ইনশা-আল্লাহ বলবে। অথচ এর আগে কখনো তা বলেনি। তাই পরের দিন এসে দেখবে যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই রয়ে গেছে। অতি সহজেই তা খনন কাজ সম্পন্ন তারা করে মানব সমাজে বের হয়ে আসবে। তারা পৃথিবীর নদী-নালার সমস্ত পানি পান করে ফেলবে। এমনকি তাদের প্রথম দল কোন একটি নদীর পাশে গিয়ে নদীর সমস্ত পানি পান করে শুকিয়ে ফেলবে। পরবর্তী দলটি সেখানে এসে কোন পানি দেখতে না পেয়ে বলবেঃ এখানে তো এক সময় পানি ছিল। তাদের ভয়ে লোকেরা নিজ নিজ সহায়-সম্পদ নিয়ে অবরুদ্ধ শহর অথবা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করবে। ইয়াজুয-মা’জুযের দল যখন পৃথিবীতে কোন মানুষ দেখতে পাবেনা তখন তাদের একজন বলবে যমীনের সকল অধিবাসীকে খতম করেছি। আকাশের অধিবাসীরা বাকী রয়েছে। এই বলে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। রক্ত মিশ্রিত হয়ে তীর ফেরত আসবে। তখন তারা বলবে যমীনের অধিবাসীকে পরাজিত করেছি এবং আকাশের অধিবাসী পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ঘাড়ে ‘নাগাফ’ নামক এক শ্রেণীর পোঁকা প্রেরণ করবেন। এতে এক সময়ে একটি প্রাণী মৃত্যু বরণ করার মতই তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘‘আল্লাহর শপথ! তাদের মরা দেহ এবং চর্বি ভক্ষণ করে যমীনের জীব-জন্তু ও কীটপতঙ্গ মোটা হয়ে যাবে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে’’।[4]

তবে নির্দিষ্টভাবে তাদের আগমণ হবে ঈসা (আঃ)এর আগমণ এবং দাজ্জালকে পরাজিত করার পর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ

‘‘অতঃপর ঈসা (আঃ)এর নিকট এমন কিছু লোক আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের ফিতনা হতে হেফাযত করেছেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং বেহেশতের মধ্যে তাদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সংবাদ দিবেন। ঈসা (আঃ) যখন এ অবস্থায় থাকবেন তখন আল্লাহ তাআলা তাকে জানাবেন যে, আমি এমন

একটি জাতি বের করেছি, যাদের সাথে মোকাবেলা করার ক্ষমতা কারো নেই। কাজেই আপনি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে উঠে যান। এ সময় আল্লাহ তাআলা ইয়াজুয-মা’জুযের বাহিনী প্রেরণ করবেন। তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে বের হয়ে আসবে। তাদের প্রথম দলটি ফিলিস্তীনের তাবারীয়া জলাশয়ের সমস্ত পানি পান করে ফেলবে। তাদের শেষ দলটি সেখানে এসে কোন পানি না পেয়ে বলবেঃ এক সময় এখানে পানি ছিল। তারা আল্লাহর নবী ও তার সাথীদেরকে অবরোধ করে রাখবে। ঈসা (আঃ) ও তার সাথীগণ প্রচন্ড খাদ্যাভাবে পড়বেন। এমনকি বর্তমানে তোমাদের কাছে একশত স্বর্ণ মুদ্রার চেয়ে তাদের কাছে একটি গরুর মাথা তখন বেশী প্রিয় হবে। আল্লাহর নবী ঈসা ও তাঁর সাথীগণ এই ফিতনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। আল্লাহ তাদের দু'আ কবূল করে ইয়াজুয-মা'জুযের ঘাড়ে ‘নাগাফ’ নামক একশ্রেণীর পোঁকা প্রেরণ করবেন। এতে একই সময়ে একটি প্রাণী মৃত্যু বরণ করার মত তারা সকলেই মারা যাবে। অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা ও তার সাহাবীগণ যমীনে নেমে এসে দেখবেন ইয়াজুয-মাজুযের মরা-পচা লাশ ও তাদের শরীরের চর্বিতে সমগ্র যমীন ভরপূর হয়ে গেছে। কোথাও অর্ধহাত জায়গাও খালি নেই। আল্লাহর নবী ঈসা ও তাঁর সাথীগণ আল্লাহর কাছে আবার দু'আ করবেন। আল্লাহ তাদের দু'আ কবূল করে উটের গর্দানের মত লম্বা লম্বা একদল পাখি পাঠাবেন। আল্লাহর আদেশে পাখিগুলো তাদেরকে অন্যত্র নিক্ষেপ করে পৃথিবীকে পরিস্কার করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে পৃথিবী একেবারে আয়নার মত পরিস্কার হয়ে যাবে।[5]

ইয়াজুয-মা’জুয ধ্বংসের পর পৃথিবীর সুখ স্বাচ্ছন্দঃ

প্রাচীরের অপর প্রান্ত হতে বের হয়ে এসে ইয়াজুয-মা’জুয যখন পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করবে, অকাতরে গণহত্যা চালাবে এবং ধন-সম্পদ ও ফসল-ফলাদি ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হবে তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এই মহা বিপদ থেকে মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। কারণ তারা সংখ্যায় এত বেশী এবং তাদের আক্রমণ এত প্রচন্ড হবে যে, তাদের সাথে মোকাবেলা করার মত মুসলমানদের কোন শক্তি থাকবেনা। আল্লাহ তাআলা তাঁর দু'আ কবূল করে ইয়াজুয-মা’জুযের উপরে ছোট ছোট এক ধরণের পোঁকা প্রেরণ করবেন। পোঁকাগুলোর আক্রমণে এই বাহিনী স্বমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের মরা-পঁচা দেহে এবং দুর্গন্ধে যমিন ভরপূর হয়ে যাবে এবং তাতে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এতে নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়বার আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের দু'আ কবূল করে উটের গর্দানের মত লম্বা লম্বা এক দল পাখি পাঠাবেন। আল্লাহর আদেশে পাখিগুলো তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করে পৃথিবীকে পরিস্কার করবে। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে পৃথিবী একেবারে আয়নার মত পরিস্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা যমিনকে ফসল-ফলাদি উৎপন্ন করার আদেশ দিবেন। যমিন সকল প্রকার ফল ও ফসল উৎপন্ন করবে। ফলগুলো এত বড় হবে যে, একটি ডালিম এক দল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। লোকেরা ডালিমের খোসার নিচে ছাঁয়া গ্রহণ করতে পারবে। দুধে বরকত দেয়া হবে। একটি উটের দুধ সেদিন কয়েকটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে, একটি গাভীর দুধ একটি গোত্রের লোকের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি ছাগলের দুধ এক পরিবারের সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।[6]

মোটকথা মানুষের মাঝে তখন চরম সুখশান্তি বিরাজ করবে। কোন প্রকার অভাব-অনটন থাকবেনা। সকল বস্তুতে আল্লাহর তরফ থেকে বরকত নাযিল হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজ করবে। কতই না সুন্দর হবে তখনকার মানুষের জীবন ব্যবস্থা!

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=21&chapter=3113

৫. তিনটি বড় ধরণের ভূমিধসঃ

ভূমিধস অর্থ হচ্ছে যমিনের কোন অংশ নিচে চলে গিয়ে বিলীন হয়ে যাওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

(فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ)

“অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম”। (সূরা কাসাসঃ ৮১) কিয়ামতের পূর্বে তিনটি স্থানে বিশাল আকারের ভূমিধস হবে। এগুলো হবে কিয়ামতের বড় আলামতের অন্তর্ভূক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَمِنْهَا وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ

“দশটি আলামত প্রকাশ হওয়ার পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবেনা। তার মধ্যে থেকে তিনটি ভূমি ধসের কথা উল্লেখ করলেন। একটি হবে পূর্বাঞ্চলে, একটি হবে পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরেকটি হবে আরব উপদ্বীপে”।[1] উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَ خَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ قُلْتُ: يَا رَسُوْلُ اللهِّ! أَيُخْسَفُ بِالْأَرْضُ وَ فِيْهَا الصَالِحِيْنَ؟ قَالَ لَهاَ رَسُوْلُ اللهَّ صلى الله عليه و سلم أَكْثَرَ أَهْلُهَا الخَبَثُ

“আমি চলে যাওয়ার পর অচিরেই তিনটি স্থানে ভূমিধস হবে। একটি হবে পূর্বাঞ্চলে, একটি হবে পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরেকটি হবে আরব উপদ্বীপে। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! সৎ লোক বর্তমান থাকতেই কি উহাতে ভূমিধস হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ, যখন পাপকাজ বেশী হবে”।[2]

এই ভূমিধসগুলো কি হয়ে গেছে?

কিয়ামতের অন্যান্য বড় আলামতের মতই এই ভূমিধসগুলো এখনও সংঘটিত হয়নি। এক শ্রেণীর আলেম মনে করেন ভূমিধসন তিনটি হয়ে গেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে এই আলামতগুলোর কোন একটিও এখনও প্রকাশিত হয়নি। এখানে সেখানে প্রায়ই আমরা যে সমস্ত ভূমিধসের সংবাদ পেয়ে থাকি সেগুলো কিয়ামতের ছোট আলামতের অন্তর্ভূক্ত। আর যে সমস্ত ভূমিধসন কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত হিসেবে প্রকাশিত হবে তা হবে অত্যন্ত বড় আকারে। পূর্ব, পশ্চিম এবং আরব উপদ্বীপের বিশাল এলাকা জুড়ে তা প্রকাশ হবে।

মোটকথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তিনটি ভূমিধসের খবর দিয়েছেন তা আখেরী যামানায় অবশ্যই সংঘটিত হবে। প্রতিটি মুসলিমের উপর তাতে বিশ্বাস করা ওয়াজিব।

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=21&chapter=3114

৬. বিশাল একটি ধোঁয়ার আগমণ

কিয়ামতের অন্যতম বড় আলামত হচ্ছে আখেরী যামানায় কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে বিশাল আকারের একটি ধোঁয়া বের হয়ে আকাশ এবং যমীনের মধ্যবর্তী খালি জায়গা পূর্ণ করে ফেলবে। এই ধোঁয়া মুমিন ব্যক্তিদেরকে সামান্য একটু সর্দি-কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত করে দিবে। কাফেরদের শরীরের ভিতরে প্রচন্ডভাবে প্রবেশ করবে। ফলে তাদের শরীর ফুলে যাবে এবং শরীরের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে ধোঁয়া বের হবে। এটি তাদের জন্য একটি যন্ত্রনাদায়ক আযাবে পরিণত হবে। আললাহ তাআলা বলেনঃ

(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (১০) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (১১) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (১২) أَنَّى لَهُمْ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (১৩) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (১৪) إِنَّا كَاشِفُوْا الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ (১৫))

"অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেই দিনের যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে এবং তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে মানব জাতিকে। এটা হবে এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন আমরা ঈমান আনয়ন করবো। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের কাছে তো এসেছে সুস্পষ্ট একজন রাসূল। অতঃপর তারা তাঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বলেছেঃ সে তো শেখানো কথা বলছে, সে তো একজন পাগল"। আমি আযাব একটুখানি সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এরপরও তোমরা পূর্বের ন্যায় আচরণ করবে। (সূরা দুখানঃ ১০-১৫)

মুসলিম শরীফে হুজায়ফা ইবনে উসায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ

"একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আগমণ করলেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেনঃ যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ ততদিন কিয়ামত হবেনা। (১) ধোঁয়া (২) দাজ্জালের আগমণ (৩) দাববা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত এক জানোয়ারের আগমণ) (৪) পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় (৫) ঈসা ইবনে মারিয়ামের আগমণ ৬) ইয়াজুয-মা'জুযের আবির্ভাব (৭) পূর্বে ভূমিধস (৮) পশ্চিমে ভূমিধস (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধস (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নিবে"।[1] তিনি আরো বলেনঃ

إِنَّ رَّ◌َبكُمْ أَنْذَرَكُمْ ثَلَاثًا: الدُّخَانَ يَأْخُذُ الْمُؤْمِنِ كَالزَّكَمَةِ وَيَأْخُذُ الْكَافِرَ فَيَنْتَفِخُ حَتَّى يَخْرُجُ مِنْ كُلِّ مَسْمَعٍ مِنْهُ وَالثَّانِيَةَ الدَّابَّةَ وَالثَّالِثَةَ الدَّجَّالَ

"নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করছেন। (১) ধোঁয়া, যা মু'মিনকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফেরের শরীরের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে বের হতে থাকবে। (২) ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত এক জানোয়ারের আগমণ। (৩) দাজ্জালের আগমণ।[2]

মোটকথা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ধোঁয়ার আলামতটি বের হয়ে সমগ্র পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীছের মাধ্যমে প্রমাণিত বিধায় তাতে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুমিনের উপর ওয়াজিব।

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=21&chapter=3115

৭. পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হবে

বর্তমানে প্রতিদিন পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত হচ্ছে। আখেরী যামানায় কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় ঘটবে। এটি হবে কিয়ামতের অত্যন্ত নিকটবর্তী সময়ে। পশ্চিমাকাশে সূর্য উঠার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। কুরআন ও সহীহ হাদীছের মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ

"তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমণ করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমণ করবেন। অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে। যে দিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন এসে যাবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবেনা যে পূর্ব থেকে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎকাজ করেনি। হে নবী! আপনি বলুনঃ তোমরা অপেক্ষা করতে থাক। আমরাও অপেক্ষা করতে থাকলাম"। (সূরা আনআমঃ ১৫৮)

অধিকাংশ মুফাস্সিরে কুরআনের মতে অত্র আয়াতে "কোন নিদর্শন" বলতে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়কে বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর আত্-তাবারী বলেনঃ আয়াতে বর্ণিত নিদর্শনটি পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়াই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[1]

১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ (لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا)

"যতদিন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবেনা ততদিন কিয়ামত হবেনা। যখন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখতে পাবে তখন সকলেই ঈমান আনবে। তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবেনা যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎকাজ করেনি"।[2]

২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা দিনের বেলায় অপরাধকারীদের তাওবা কবূল করার জন্য সারা রাত স্বীয় হাত প্রসারিত করে রাখেন এবং রাতের বেলায় অপরাধকারীদের তাওবা কবূল করার জন্য সারা দিন তাঁর হাত

প্রসারিত করে রাখেন। পশ্চিম আকাশ দিয়ে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এভাবে তাওবার দরজা খোলা থাকবে”।[3]

পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবেঃ

আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত পরম দয়াময় ও ক্ষমাশীল। বান্দা গুনাহ করে যখন তাঁর কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি খুশী হন এবং বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বান্দার তাওবা কবূল করতে থাকবেন। কিন্তু যখন পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠে যাবে তখন কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য হবেনা এবং ফাসেক ও গুনাহগারের তাওবাও কবূল হবেনা। কারণ পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়া একটি বিরাট নিদর্শন যা সে সময়কার প্রতিটি জীবিত ব্যক্তিই দেখতে পাবে এবং প্রত্যেক কাফেরই কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। অথচ ইতিপূর্বে তারা অস্বীকার করতো। মরণ উপস্থিত হওয়ার পর পাপী মু'মিন ব্যক্তির মতই হবে তাদের অবস্থা। মরণ উপস্থিত হওয়ার পর গুনাহগার বান্দার তাওবা যেমন কবূল হয়না পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার পর তেমনি কাফেরের ঈমান ও গুনাহগারের তাওবা কবূল হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ

“তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন বললোঃ আমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতাম তাদেরকে পরিহার করলাম। অতঃপর তাদের এ ঈমান কোন উপকারে আসলোনা যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহ তাআলার এ নীতি পূর্ব থেকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেখানে কাফেরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়”। (সূরা গাফেরঃ ৮৪-৮৫)

ইমাম কুরতুবী পূর্ববর্তী যামানার আলেমদের থেকে বর্ণনা করে বলেনঃ পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার পর ঈমান ও তাওবা কবূল না হওয়ার করণ এই যে, তখন অন্তরে ভয় ঢুকে যাবে, পাপ কাজ করার আশা-আকাঙ্খা মিটে যাবে এবং শরীরের শক্তি শেষ হয়ে যাবে। কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় সকল মানুষ মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে। তাই পশ্চিম আকাশে সূর্য দেখে কেউ তাওবা করলে তার তাওবা কবূল হবেনা। যেমন মালকুল মাওতকে দেখে তাওবা করলে কারো তাওবা কবূল হয়না। (তাফসীরে কুরতুবী, ৭/ ১৪৬)

ইমাম ইবনে কাছীর বলেনঃ “সে দিন যদি কোন কাফের ঈমান এনে মুসলমান হয়ে যায় তার ঈমান গ্রহণ করা হবেনা। সে দিনের পূর্বে যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে যদি ঈমানদার হওয়ার সাথে সাথে সৎকর্ম পরায়ন হয়ে থাকে তাহলে সে মহান কল্যাণের উপর থাকবে। আর যদি সে গুনাহগার বান্দা হয়ে থাকে এবং পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠতে দেখে তাওবা করে তার তাওবা কবূল হবেনা”।[4]

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=21&chapter=3116

৮. দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্

আখেরী যামানায় কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে যমীন থেকে দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্ নামক এক অদ্ভুত জন্তু বের হবে। জন্তুটি মানুষের সাথে কথা বলবে। এটি হবে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম সর্বশেষ ভয়াবহ আলামত। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়ার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে গেলে এটি বের হবে। সহীহ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, পশ্চিম আকাশে সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পরই যমীন থেকে এই অদ্ভুত জানোয়ারটি বের হবে। তাওবার দরজা যে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে- এ কথাটিকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করার জন্য সে মুমিনদেরকে কাফের থেকে নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে আলাদা করে ফেলবে। মুমিনের কপালে লিখে দিবে ‘মুমিন’ এবং কাফেরের কপালে লিখে দিবে ‘কাফের’।

এ ব্যাপারে কুরআন থেকে যা জানা যায়ঃ

কুরআন মাযীদের সূরা নামলের ৮২ নং আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

(وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنْ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ)

“যখন প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) নিকটবর্তী হবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি প্রাণী নির্গত করবো। সে মানুষের সাথে কথা বলবেঃ এ বিষয়ে যে, মানুষ আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করতোনা”।

ইবনে কাছীর বলেনঃ আখেরী যামানায় মানুষ যখন নানা পাপাচারে লিপ্ত হবে, আল্লাহর আদেশ পালন বর্জন করবে এবং দ্বীনকে পরিবর্তন করবে তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সামনে এই জন্তুটি বের করবেন”।[1] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “জন্তুটি মানুষের মতই কথা বলবে”।[2] প্রাণীটির কাজ কি হবে এবং কি বিষয়ে মানুষের সাথে কথা বলবে- এ ব্যাপারে আল্লামা আলূসী বলেনঃ আয়াতে উল্লেখিত কুরআনের বাণীটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ (أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ) এই বাক্যটি সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে শুনাবে। মর্ম এই যে, আজকের পূর্বে অনেক মানুষই আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করেনি। বিশেষ করে কিয়ামতের আলামত ও তা সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে। এমনকি আমার আগমণের বিষয়েও অনেক মানুষ বিশ্বাস করতোনা। এখন সে সময় এসে গেছে এবং আমিও বের হয়ে এসেছি।

দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্ সম্পর্কে হাদীছ থেকে যা অবগত হওয়া যায়ঃ

১) মুসলিম শরীফে হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ

اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ

“একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমণ করলেন। আমরা তখন কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেনঃ যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখবে ততদিন কিয়ামত হবেনা। (১) ধোঁয়া (২) দাজ্জালের আগমণ (৩) ভূগর্ভ থেকে নির্গত দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্ নামক অদ্ভুত এক জানোয়ারের আগমণ ৪) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় (৫) ঈসা ইবনে মারইয়ামের আগমণ (৬)

ইয়াজুয-মা'জুযের আবির্ভাব (৭) পূর্বে ভূমিধসন (৮) পশ্চিমে ভূমিধসন (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধসন (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নিবে''।

২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ ثُمَّ يَغْمُرُونَ فِيكُمْ حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ فَيَقُولُ مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهُ فَيَقُولُ اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِينَ

''দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্ নামক একটি প্রাণী বের হবে এবং মানুষের নাকে চিহ্ন দিবে। অতঃপর মানুষেরা পৃথিবীতে জীবন যাপন করবে। প্রাণীটি সকল মানুষের নাকেই দাগ লাগিয়ে দিবে। এমনকি উট ক্রয়কারীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি এটি কার কাছ থেকে ক্রয় করেছো? সে বলবেঃ আমি এটি নাকে দাগ ওয়ালা একজন ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করেছি''।[3]

৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا عَصَا مُوسَى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ

''দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্ বের হবে। তার সাথে থাকবে মূসা (আঃ)এর লাঠি এবং সুলায়মান (আঃ)এর আংটি। কাফেরের নাকে সুলায়মান (আঃ)এর আংটি দিয়ে দাগ লাগাবে এবং মূসা (আঃ)এর লাঠি দিয়ে মু'মিনের চেহারাকে উজ্জল করে দিবে। লোকেরা খানার টেবিল ও দস্তরখানায় বসেও একে অপরকে বলবেঃ হে মু'মিন! হে কাফের![4]

প্রাণীটির ধরণ কেমন হবে?

প্রাণীটি হবে মানব জাতির কাছে পরিচিত চতুষ্পদ জন্তুসমূহের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সেটি মানুষের সাথে কথা বলবে। প্রাণীটি কোন শ্রেণীর হবে- এনিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন।

১) ইমাম কুরতুবী বলেনঃ এটি হবে সালেহ (আঃ)এর উটনীর বাছুর। যখন কাফেরেরা উটনীকে হত্যা করে ফেলল তখন বাছুরটি পাথরের মাঝে ঢুকে পড়েছিল। এটি আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে কিয়ামতের পূর্বে বের হয়ে আসবে। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ এটিই বিশুদ্ধ মত।

তাঁর এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি যে হাদীছ দিয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন তার সনদে এমন একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আছেন যার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

২) কেউ কেউ বলেছেন এটি হবে দাজ্জালের হাদীছে বর্ণিত জাস্সাসা (গোয়েন্দা)।

এ মতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দাজ্জালের হাদীছে যে প্রাণীটির কথা এসেছে তার নাম জাস্সাসা। আর কিয়ামতের পূর্বে যে প্রাণীটি বের হবে তার নাম দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্ যা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩) কেউ কেউ বলেছেনঃ এটি হলো সেই সাপ যা কা'বার দেয়ালে ছিল। কুরাইশরা যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করার ইচ্ছা পোষাণ করল তখন সাপটিই তাদের নির্মাণ কাজ শুরু করতে মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি পাখি এসে সাপটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলে নির্মাণ কাজের বাধা দূর হয়ে যায়। কিন্তু এ কথার পক্ষেও কোন দলীল নেই। এমনি আরো অনেক কথা বর্ণিত আছে। এগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ কোন একটি মতের স্বপক্ষে সহীহ কোন দলীল পাওয়া যায়না।

শায়খ আহমাদ শাকের মুসনাদে আহমাদের ব্যাখ্যায় বলেনঃ ''কুরআনের আয়াতে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় বলা আছে এটি হলো দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্। দাববা অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোন প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; বরং আমরা বিশ্বাস করি আখেরী যামানায় একটি অদ্ভুত ধরণের জন্তু বের হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। কুরআন ও সহীহ হাদীছে তাঁর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে। আমরা তাতে বিশ্বাস করি''।

পৃথিবীর কোন্ জায়গা থেকে প্রাণীটি বের হবে?

১) এটি বের হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সম্মানিত মসজিদ থেকে। ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ ''সাফা পাহাড় ফেটে প্রাণীটি বের হবে। তিনি বলেনঃ আমি যদি চাইতাম তাহলে যে স্থানটি থেকে বের হবে তাতে পা রেখে দেখাতে পারতাম''।[5]

২) জন্তুটি তিনবার বের হবে। প্রথমে বের হবে কা'বা শরীফ হতে দূরবর্তী একটি গ্রাম থেকে। অতঃপর কিছু দিন লুকিয়ে থাকার পর আবার বের হবে। পরিশেষে কাবা ঘর থেকে বের হবে।

এ ব্যাপারে আরো কথা বর্ণিত আছে। সব মিলিয়ে আমরা বলবোঃ মক্কা শরীফ থেকে দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্ বের হবে। অতঃপর সমগ্র পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে।

প্রাণীটির কাজ কি হবে?

১) প্রাণীটি মানুষের সাথে কথা বলবে। প্রাণীটি কি বিষয়ে মানুষের সাথে কথা বলবে- এ ব্যাপারে আল্লামা আলূসী বলেনঃ আয়াতে উল্লেখিত কুরআনের বাণীটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ এই বাক্যটি সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে শুনাবে। মর্ম এই যে, আজকের পূর্বে অনেক মানুষই আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করেনি। বিশেষ করে কিয়ামতের আলামত ও তা আগমণের বিষয়ে। এমনকি আমার আগমণের বিষয়েও অনেক মানুষ বিশ্বাস করতোনা। এখন সে সময় এসে গেছে এবং আমিও বের হয়ে এসেছি।

২) সে মুমিনদেরকে কাফের থেকে নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে আলাদা করে ফেলবে। মু'মিনের কপালে লিখে দিবে 'মুমিন'এবং কাফেরের কপালে লিখে দিবে 'কাফের'। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ ثُمَّ يَغْمُرُونَ فِيكُمْ حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ فَيَقُولُ مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهُ فَيَقُولُ اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِينَ

''দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্ বের হবে এবং মানুষের নাকে চিহ্ন দিবে। অতঃপর মানুষেরা পৃথিবীতে জীবন যাপন করবে। প্রাণীটি সকল মানুষের নাকেই দাগ লাগিয়ে দিবে। এমনকি উট ক্রয়কারীকে যদি জিজ্ঞেস করা

হয় তুমি এটি কার কাছ থেকে ক্রয় করেছো? সে বলবেঃ আমি এটি নাকে দাগ ওয়ালা একজন ব্যক্তির নিকট থেকে কিনেছি’’।[6] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا عَصَا مُوسَى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ

‘‘দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্ বের হবে। তার সাথে থাকবে মূসা (আঃ)এর লাঠি এবং সুলায়মান (আঃ)এর আংটি। কাফেরের নাকে সুলায়মান (আঃ)এর আংটি দিয়ে দাগ লাগিয়ে দিবে এবং মূসা (আঃ)এর লাঠি দিয়ে মুমিনের চেহারাকে উজ্জল করে দিবে। এমনকি লোকেরা খানার টেবিলে (দস্তরখানায়) বসেও একে অপরকে বলবেঃ হে মুমিন! হে কাফের!’’[7]

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=21&chapter=3117

৯. কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত

শেয়ার ও অন্যান্য

কিয়ামতের পূর্বে ইয়ামানের আদন নামক স্থানের গর্ত থেকে একটি ভয়াবহ আকারের আগুন বের হয়ে মানুষকে হাশরের দিকে একত্রিত করবে। এ ব্যাপারে কতিপয় সহীহ হাদীছ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১) মুসলিম শরীফে হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ

‘‘একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আগমণ করলেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেনঃ যত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ তত দিন কিয়ামত হবেনা। (১) ধোঁয়া (২) দাজ্জালের আগমণ (৩) ভূগর্ভ থেকে নির্গত দাববাতুল/দাব্বাতুল আরদ্ নামক অদ্ভুদ এক জানোয়ারের আগমণ (৪) পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় (৫) ঈসা ইবনে মারইয়ামের আগমণ (৬) ইয়াজুজ-মা’জুজের আবির্ভাব (৭) পূর্বে ভূমি ধসন (৮) পশ্চিমে ভূমি ধসন (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমি ধসন (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নিবে’’।[1]

(২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ

‘‘আদনের গর্ত থেকে ভয়াবহ একটি আগুন বের হবে যা মানুষকে হাঁকিয়ে নিবে’’।[2]

৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ

‘‘কিয়ামতের পূর্বে ইয়ামানের ‘হাযরামাওত’ অথবা ‘হাযরামাওত’এর সাগর থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষদেরকে একত্রিত করবে’’।[3]

মানুষকে কোথায় একত্রিত করা হবে?

আখেরী যামানায় ইয়ামানের আদনের গর্ত থেকে আগুনটি বের হয়ে সকল মানুষকে হাশরের দিকে হাঁকিয়ে নিবে। হাশরের স্থান হবে শাম দেশ। তৎকালে সিরিয়া, ফিলিস্তীন, লেবানন এবং জর্ডান অঞ্চল শাম দেশ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। এমর্মে অনেক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ ثَلَاثًا رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَعَلَى وُجُوهِكُمْ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّام

‘‘তোমাদেরকে এখানে একত্রিত করা হবে তোমাদেরকে এখানে একত্রিত করা হবে, তোমাদেরকে এখানে একত্রিত করা হবে, কথাটি তিনবার বললেন। আরোহিত অবস্থায়, পদব্রজে এবং মুখের উপর টেনে-হিচঁড়ে একত্রিত করা হবে। অতঃপর তিনি শামের দিকে ইঙ্গিত করলেন’’।[4]

২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

الشَّامِ أَرْضُ المَحْشَرِ وَ الْمَنْشَرِ

‘‘শাম হলো হাশর ও পুনরুত্থানের স্থান’’।[5]

৩) ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেনঃ শামের যমীন হাশরের মাঠ হওয়ার ব্যাপারে যে ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করবে সে যেন সূরা হাশরের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে। বনী নযীরের ইহুদীরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করল তখন তিনি তাদেরকে বললেনঃ ‘‘তোমরা মদ্বীনা থেকে বের হয়ে যাও। তারা বললোঃ আমরা কোথায় যাবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হাশরের যমীনের দিকে।[6] অর্থাৎ তিনি তাদেরকে শামের দিকে বিতাড়িত করলেন এবং শামকে হাশরের যমীন হিসেবে ব্যক্ত করলেন।

৪) হাফেজ ইবনে রজব বলেনঃ আখেরী যামানায় কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে যখন শুধু নিকৃষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে তখন বিরাট একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে শামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে তথায় একত্রিত করবে।[7]

মানুষকে হাঁকিয়ে নেয়ার অবস্থা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا

‘‘মানুষকে তিনভাবে একত্রিত করা হবে। (১) একদল লোককে আশা ও ভয় মিশ্রিত অবস্থায় হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (২) দু’জনকে একটি উটের উপর, তিনজনকে একটি উটের উপর, চারজনকে একটি উটের উপর এবং দশজনকে একটি উটের উপর আরোহিত অবস্থায় হাশরের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (৩) বাকী সব মানুষকে আগুন হাঁকিয়ে নিবে। মানুষ যেখানে দুপুরের বিশ্রাম নেয়ার জন্যে অবস্থান করবে আগুনও সেখানে থেমে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্যে অবস্থান করবে আগুনও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে। তারা যেখানে সকাল করবে আগুনও সেখানে সকাল করবে। তারা যেস্থানে বিকালে অবস্থান করবে আগুনও সেস্থানে অবস্থান করবে। এরপর আবার তাদেরকে হাঁকিয়ে নিবে।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আদনের গর্ত হতে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে বেষ্টন করে নিবে। চতুর্দিক থেকে তাদেরকে হাশরের মাঠের দিকে হাঁকিয়ে নিবে। যে পিছিয়ে থাকবে আগুন তাকে জ্বালিয়ে ফেলবে।[৯] এই আগুনটি সর্বশেষে যাদেরকে হাঁকিয়ে নিবে তারা হলো মুযায়না গোত্রের দু’জন রাখাল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا

‘‘মদ্বীনা ভাল হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা তা থেকে চলে যাবে। তারা চলে যাওয়ার পর হিংস্র পশু-পাখিরাই কেবল তাতে আশ্রয় নিবে। সর্বশেষে যে দু’জন লোককে হাঁকিয়ে নেয়া হবে তারা হলো মুযায়না গোত্রের দু’জন রাখাল। তারা ছাগলের পাল নিয়ে মদ্বীনার দিকে আসতে থাকবে। মদ্বীনার কাছে এসে দেখবে হিংস্র পশু-পাখিরা মদ্বীনাতে বসবাস শুরু করেছে। ‘ছানিয়াতুল ওয়াদা’ নামক স্থানে পৌঁছার পর তারা মুখের উপর উপুড় হয়ে পড়ে যাবে’’।[10] চেহারার উপর পড়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে,

فَيَنْزِل إِلَيْهِمَا مَلَكَانِ فَيَسْحَبَانِهِمَا عَلَى وُجُوههمَا حَتَّى يُلْحِقَاهُمَا بِالنَّاسِ

‘‘তাদের দুজন যেহেতু পিছনে পড়েছে, তাই দু’জন ফেরেশতা আগমণ করে তাদের চেহারার উপর উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে শামের দিকে চলমান মানুষের সাথে মিলিয়ে দিবে’’।[11]

এ হাশরটি হবে দুনিয়াতেঃ

উপরের হাদীছগুলোতে শাম দেশের যমিনে যে হাশরের আলোচনা করা হয়েছে তা পরকালের হাশর নয়, যা সংঘটিত হবে কবর থেকে পুনরুত্থানের পর; বরং এটি হবে কিয়ামতের একটি আলামত। এ হাশরের সময় জীবিত সমস্ত মানুষকে শামদেশের যমিনে আগুনের মাধ্যমে হাঁকিয়ে একত্রিত করা হবে। অধিকাংশ আলেম একথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। সহীহ হাদীছগুলো এ কথারই প্রমাণ বহন করে।

ইমাম নববী (রঃ) বলেনঃ আলেমদের কথা হলো এই হাশরটি দুনিয়ার শেষ বয়সে কিয়ামতের ও শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পূর্বে সংঘটিত হবে। শাম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই হাশর হবে।

ইসরাফীলের শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে কিয়ামত হবার পর কবর থেকে উঠে যে হাশরের মাঠের দিকে লোকেরা দৌড়িয়ে যাবে তার ধরণ শামদেশে হাশরের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। যার সামান্য বিবরণ কিছুক্ষণ পর প্রদান করা হবে। শামদেশে হাশরের অবস্থার বিবরণ আবূ হুরায়রা (রাঃ)এর হাদীছ থেকে জানা যায় যে,

মানুষকে তিনভাবে একত্রিত করা হবে। (১) একদল লোককে আশা ও ভয় মিশ্রিত অবস্থায় হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (২) দু'জনকে একটি উটের উপর, তিনজনকে একটি উটের উপর, চারজনকে একটি উটের উপর এবং দশজনকে একটি উটের উপর আরোহিত অবস্থায় হাশরের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (৩) বাকী সব মানুষকে আগুন হাঁকিয়ে নিবে। মানুষ যেখানে দুপুরের বিশ্রাম নেয়ার জন্যে অবস্থান করবে আগুনও সেখানে থেমে যাবে। মানুষ যেস্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্যে অবস্থান করবে আগুনও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে। তারা যেখানে সকাল করবে আগুনও সেখানে সকাল করবে। তারা যে স্থানে বিকালে অবস্থান করবে আগুনও সে স্থানে অবস্থান করবে। এরপর আবার তাদেরকে হাঁকিয়ে নিবে।[12]

এ ছাড়া আরো অনেক সহীহ হাদীছ থেকে জানা যায় আদনের গর্ত থেকে নির্গত আগুনের হাশর হবে দুনিয়াতে এবং তার স্থান হবে বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও ফিলিস্তীনের বিভিন্ন অঞ্চল।

উপরের হাদীছ এবং অন্যান্য সহীহ হাদীছ থেকে আরো জানা যাচ্ছে, এই হাশরের পরও আরোহন, পানাহার, নিদ্রা, মৃত্যু ইত্যাদি বর্তমান থাকবে।

আর পুনরুত্থানের পর যে হাশর হবে তাতে আরোহন, ক্রয়-বিক্রয়, পানাহার, মৃত্যু, নিদ্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও পার্থিব জীবনের কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। শুধু তাই নয়; পরকালের হাশরের ব্যাপারে হাদীছের বিবরণ হলো মুমিন-কাফেরসহ সকল মানুষ হাশরের মাঠে খালী পা, উলঙ্গ শরীর, খাতনাবিহীন এবং সম্পূর্ণ নিঁখুত অবস্থায় একত্রিত হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ

''নিশ্চয়ই তোমাদেরকে হাশরের মাঠে একত্রি করা হবে, খালী পা, উলঙ্গ এবং খাতনাবিহীন অবস্থায়। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

(كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ)

''যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে পূর্ণ করতেই হবে। (সূরা আম্বীয়াঃ ১০৪) কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আঃ)কে সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করানো হবে।[13]

সারকথা উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো এখানে হাশর বলতে দুনিয়ার হাশরকে বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের অল্পকাল পূর্বে তা দুনিয়াতেই অনুষ্ঠিত হবে।

পরকালের হাশরঃ

উভয় প্রকার হাশরের মধ্যকার পার্থক্যটি যাতে পাঠকদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় সেজন্যে এখানে পরকালের হাশরের কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হলোঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

(يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ)

‘‘সেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ যমনীকে অন্য যমিন দ্বারা এবং পরিবর্তিত করা হবে আসমান সমূহকেও এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে হাজির হবে। (সূরা ইবরাহীমঃ ৪৮) সেদিন হাশরের মাঠের মাটির অবস্থা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ

‘‘কিয়ামতের দিন সাদা ময়দার রুটির মত চকচকে একটি মাঠের উপর সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে। সেখানে কারও কোন নিশানা থাকবেনা’’।[14] হাশরের মাঠে প্রত্যেক মানুষ মহা ব্যস্ততায় থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

(يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ)

‘‘হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সে দিন তোমরা দেখতে পাবে প্রত্যেক স্তন্যদায়ী তার দুধের শিশুকে ভুলে গেছে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলা তার গর্ভের সন্তান প্রসব করে দিবে আর আপনি মানুষকে মাতাল অবস্থায় দেখতে পাবেন। অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব খুবই কঠিন’’। (সূরা হজ্জঃ ১-২) আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

(فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ)

‘‘অতঃপর যখন কর্ণ বিদারক আওয়াজ আসবে সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে। তার মাতা, তার পিতা, তার পত্মী এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে’’। (সূরা আবাসাঃ ৩৩-৩৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত,

أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ (هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ) حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ

‘‘তিনি জাহান্নামের আগুনের কথা মনে করে কাঁদতে শুরু করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কাঁদছো কেন? তিনি বললেনঃ আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। হাশরের মাঠে কি আপনার পরিবার ও আপনজনের কথা মনে রাখবেন? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেনঃ ‘‘তিনটি স্থান এমন রয়েছে, যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ করবেনা (১) মানুষের আমল যখন মাপা হবে তখন মানুষ সব কিছু ভুলে যাবে। চিন্তা একটাই থাকবে তার নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে না হালকা হবে (২) যখন আমলনামা দেয়া হবে তখন কেউ কাউকে স্মরণ করবেনা। আমলনামা ডান হাতে পাবে? না বাম হাতে পাবে? এ নিয়ে চিন্তিত থাকবে (৩) পুলসিরাত পার হওয়ার সময়ও সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। কেউ কাউকে স্মরণ করবেনা’’।[15] আয়েশা (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে আরো বর্ণনা করেন যে,

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ

"কিয়ামতের দিন নগ্নপদ, উলঙ্গ, এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় সমস্ত মানুষকে হাশরের মাঠে উপস্থিত করা হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী-পুরুষ সকলকেই উলঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত করা হবে? তাহলে তো মানুষেরা একজন অন্যজনের লজ্জাস্থানের দিকে তাকিয়ে থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ব্যাপারটি একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে অনেক ভয়াবহ হবে।[16] প্রত্যেকেই নিজের উপায় কি হবে তা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। একজন অন্যজনের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানোর চিন্তাও করবেনা। হাশরের মাঠের একটি দিনের পরিমাণ হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এ দিনের দীর্ঘতা দেখে মানুষ মনে করবে দুনিয়াতে তারা অতি সামান্য সময় বসবাস করেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

(تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)

"ফেরেশতাগণ এবং রূহ্ (জিবরীল আঃ) আললাহর দিকে উর্ধগামী হবেন এমন একদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান"। (সূরা মাআরিজঃ ৪)

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=21&chapter=3118